দুলালের দোলা

ঝুলনের দোলা

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভূমিকা

এই লেখাটির ভিতরকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা ভূমিকাস্বরূপ বলিতে চাই। ইহাতে 'প্লট্' নাই—আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র ; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই। "রোমন্থন" লেখাটিতে তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখান হইয়াছে। ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর না-ই থাক্, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।

বোলপুর,
১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ইঁহার অন্যান্য

—বই—

১। বিনোদিনী

২। রূপের বাহিরে

৩। শ্রীমতী

৪। কঙ্ক (যন্ত্রস্থ)

৫। অসাধু সিদ্ধার্থ

৬। মহিষী

৭। লঘু গুরু

৮। তাতল সৈকতে

৯। রতি ও বিরতি (যন্ত্রস্থ)

শ্রী চারু গুপ্তা

কল্যাণীয়াসু—

দুলালের দোলা

প্রথম

পরিচ্ছেদ

পিসিমা অনেকেরই আছেন; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া কোনো পিসিমাই বোধ করি এমন করিয়া কাঁদেন না। 'কিন্তু আমার পিসিমার আমাকে দেখিযা পুলকাশ্রু মোচন করিবার কাবণ আছে। পিসিমা আমাকে দেখিয়া কেন কাঁদিলেন তাহাব হেতু নির্দ্দেশ কবিতে আমাদের পাবিবাবিক পূর্ব্ব-ইতিহাস একটু বলা দবকার।

বলা অবশ্য বাহুল্য যে, দেশেব অধিকাংশ লোকের মত আমাদেরও নিবাস পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে বাস বলিয়াই আমরা নিতান্ত তালকাটা আর একঘেয়ে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি ইহা সত্য নহে—

আমবা মানে আমাব ঠাকুদ্দার কথা বলিতেছি।

শুনিয়াছি, তিনি সঙ্গতিপন্ন এবং চলৃতি ভাষায় দুঁদে' লোক ছিলেন। বাহিরের লোকে তাঁহাকে না চিন্নুক্, দেশের লোকের সাধ্য ছিল না তাঁহাকে আভাসে-ইঙ্গিতে অমান্য কবে। দেশে তিনি ভালই ছিলেন— লোকের শ্রদ্ধা আর ক্ষেতের ফসল তিনি ষোল আনাই পাইতেন। কিন্তু তাঁব পুবোহিত-বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়ায় হঠাৎ পল্লীবাস তাঁর অসহ্য হইয়া উঠে! কথাটা শুনিতে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু কৌলিন্যসম্পন্ন

সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়াকলাপ সমাধা করাইতে না পারিলে গার্হস্থ্য-জীবনের রহিল কি! বোধ হয়, ইহাই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

তার উপর আর একটা কারণ বড় উৎকট হইয়া দেখা দিল—

গ্রামের সম্মুখ দিয়া যে ক্ষুদ্র নদীটি বহিত, মাতৃনদীর মুখে বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা জমিয়া তাহা মরিয়া আসিল।...স্রোতের জলে স্নান করিয়া, স্রোতের জল পান করিয়া এবং স্রোতের জলে তর্পণের তিল ভাসাইয়া দিয়া যে তৃপ্তিলাভ হইত, স্রোতোহীন আবদ্ধ জলে দুর্গন্ধ আর ময়লা জন্মিয়া সে তৃপ্তি অপ্রাপ্য হইয়া গেল...

মনে হয়, এ-ও কি একটা কারণ।

কিন্তু সেকেলে লোকের তুষ্টির আর সার্থকতার জ্ঞান সম্ভবতঃ, তখনকার সৌন্দর্য্যবোধ এবং ভোজনোপকরণের মতই, বিভিন্ন ছিল। আজকাল সে রকম দেখা যায় না।

ভগবান এদিকে ঠাকুদ্দার গৃহ-নিষ্ঠার চাঞ্চল্য আর মনোকষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন—

ঠাকুদ্দার ইচ্ছা হইল, আমার অগ্রজকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিবেন...আনিয়া রাখিলেন...এবং কিছুদিন থাকিয়া পাঁচ দিনের জ্বরে সে মারা গেল...

ঠাকুদ্দা বেহুঁস্ হইয়া উঠিলেন—

পল্লীভবন পাকা করিবার জন্য ইঁট্ কাটান' হইয়াছিল—তাহা বিলাইয়া দিলেন...বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—আমিই আমার পৌত্রকে হত্যা করিয়াছি। তোমরা আমাকে হত্যা করো।

এই বহ্নিই তাঁহাকে শেষ করিয়া আনিল—অল্প দিন পরেই তিনি

স্বর্গারোহণ করিলেন···গ্রাম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে যাওয়া তাঁর হয় নাই।

পল্লীগৃহে অবশিষ্ট রহিলেন, বিধবা পিসিমা।

এ-সব ঘটিয়া গেছে আমার জন্মের পূর্ব্বে।

আমরা অন্য কারণে বাধ্য হইয়া বহুদূরে বিদেশেই থাকি। ডাক্তারীর আয় কমিয়া খরচের ভয়ে, এবং অনুমান করি আলস্যবশতঃ, বাড়ীতে আসিবার কথা বাবা মুখেও আনেন না। থার্ড ক্লাশেরই গাড়ী ভাড়া জনপ্রতি সতর' টাকা কয়েক আনা···

আসা-যাওয়া বন্ধই ছিল—

সুতরাং একেবারে এতবড় আমাকে দেখিয়া পিসিমা কাঁদিয়া ফেলিবেন ইহা বিচিত্র কি!

ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিবার পর পশ্চিমের গরম আর ধূলা ভাল লাগিল না···

এবং বাড়ীতে আসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।···গাড়ীতে খোট্টাদের ঠেলাঠেলি, গরম, কুর্ত্তার বোট্‌কা গন্ধ, নিজের ঘর্ম্মাক্ত দেহ আর শ্বাসকষ্ট, কিছুই মনে রহিল না; ক্ষুধায় ক্লেশ পাইয়াছিলাম—তাহাও ভুলিয়া গেলাম; মাঝে মাঝে নিতান্ত অসহ্য হইয়া যে-কোনো ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল; এখন মনে হইল, ফিরিয়া যাই নাই ভালই করিয়াছি···সেটা চোরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার মত নির্ব্বোধের কাজ হইত।

"অতগুলো টাকা কোথায় পাব"—বলিয়া বাবা পুনঃ পুনঃ আপত্তি করিয়াছিলেন···

আমি একবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিলাম,—"বেশ, তবে যাব না। মা, বাবাকে বলো, সে যাবে না।"

এখন মনে হইল, ভাগ্যিস্ মা আমার কথা রাখেন নাই।

দেখিলাম, আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াই আমাদের বাড়ীর সীমানা পার হইয়া নদীর তীর পর্য্যন্ত, নদী পার হইয়া একটি খর্জ্জুর-কুঞ্জের পাশ দিয়া সমতল ক্ষেত্রের যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে বনানী-শ্রেণী নয়নের পল্লবপ্রান্তে কজ্জল-রেখার মত কালো আর নিবিড়···

মাঝে মাঝে কর্ষিত ভূমি—

স্থানে স্থানে হরিৎ আভা কেবল দেখা দিয়াছে···

অন্তর্ব্বত্নী সীতাসহ উদ্ঘাতিনী ভূমির উপর দিয়া রথচালনা করিতে শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—শ্রান্ত অলসদেহার কষ্ট হইবে···

কিন্তু সম্মুখে এই কর্ষিত কর্কশ ভূমি দেখিয়া আমার মনে হইল, জনকতনয়ার মতই মাতা বসুন্ধরা প্রসব-সম্ভাবনায় হর্ষে পুলকে স্থির হইয়া রহিয়াছেন···

তৃণাঙ্কুরদাম তাঁহারই কম-অঙ্গে রোমাঞ্চবর্ষণ!

সে যাহাই হউক, পিসিমা বাড়ীখানাকে—তার উঠান্, ঘরের দাওয়া, ঘরের মেঝে, ঘরের চাল, চমৎকার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন দেখিলাম—

দেখিয়াই মনে হইল, আমার নিজের শরীরের কোথাও যেন ময়লা নাই!

ঢেঁকির ললাটে সিঁদুর মাখান'—

ঢেঁকি যে খুঁটি দু'টির উপর বুক দিয়া পড়িয়া আছে তাহা অমর জিউলী গাছের; খুঁটির গা দিয়া শাখা বাহির হইয়া ঢেঁকির পৃষ্ঠ পল্লবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সামান্য কুলা আর ধামার অঙ্গে লক্ষ্মীর পদচিহ্নের আল্‌পনা ··কবে অঙ্কিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহার মোচনাবশিষ্ট অস্পষ্ট রেখা কয়টির উপরেই যেন একটা স্বচ্ছল প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে···

আরো একটা উপভোগ্য আনন্দ সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল—

"সময় গেল, ছোট্‌ ছোট্‌"—বলিয়া অবিরাম তাগিদ দিবার কেহ এখানে নাই।···মনে হইল, বিলম্বে এখানে কাজ পণ্ড হয় না।···সম্মুখে পাথরে বাঁধান রাজপথ নাই; অসংখ্য লোক এখানে অসংখ্য কারণে, ক্ষতির ভয়ে অন্ধ হইয়া অসংখ্য দিকে প্রাণপণে ছুটিতেছে না···

যে-দেশ হইতে আসিয়াছি সেটা রাজধানী তুল্য একটা বৃহৎ স্থান—বিপুলতা, স্ফীতি আর প্রবাহ তার সম্পদ না হোক্‌, আকর্ষণ বটে···তার গতি যেন মন্থরতাকে চাবুক মারে—চল্‌, চল্‌! · মনে একটা প্রদাহ জন্মে যেন—

কিন্তু এখানে দু'ধারে ঘাসের স্তর—মাঝখানে সরু একটি পথের রেখা—শুষ্ক পল্লবে আচ্ছন্ন; রৌদ্রে উত্তপ্ত সে কখনই হয় না—মানুষের পায়ের উত্তাপ কখন আসে, কখন আসে না···স্পর্শ করিয়াই সরিয়া যায়···

এখানে গড়িবার কিছু নাই—

সমাপ্ত মূর্ত্তির দিকে কেবল চাহিয়া থাকা।

পরের কথা আগেই কিছু বলা হইয়া গেল।

আমাকে দেখিয়া পিসিমা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং তাঁহার কান্না যে অকারণ নহে তাহাও বলিয়াছি।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুশলবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন এবং উত্তর বিনিময়ের পর পিসিমা পিঁড়ি পাতিয়া আমাকে বসিতে দিলেন; প্রকাণ্ড পিঁড়িখানা টানিয়া নড়াইতে তাঁর কষ্ট হইল দেখিলাম। আমি বসিলে পিসিমা বলিলেন,—তোর ঠাকুদ্দার এই পিঁড়ি; তিনি এই পিঁড়িতে বস্‌তে ভালবাসতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তিনি খুব ভারি লোক ছিলেন, নয় পিসিমা?

—হ্যাঁ, তেমন পুরুষ আজকাল দেখা যায় না। পিঁড়ি দেখেই তুই অবাক্ হ'য়ে গেছিস্; তাঁর দুধ খাবার খাগ্‌ড়াই বাটিটা দেখ্‌লে তুই তাঁকে কি ভাববি কে জানে!

—তার মানে?

—সেই বাটির দু'বাটি দুধ তিনি দু'বেলা খেতেন; এখন দরকার হলে চার-ছ'জনের খাবার ডাল বেঁধে তাতে ঢালি—তা-ও ভরে না।

বলিতে বলিতে পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া গেলেন...এবং খাবার আনিয়া আমার সম্মুখে দিলেন—

দেখিলাম, প্রচুর আয়োজন—মুড়্‌কি এবং চিড়ে আর দই—

দইটুকুই বড় লোভনীয় মনে হইল—পাথরের কালো বাটিতে জমিয়া আছে, উপরে লালচে' রঙের সর; সর ভাঙিতে যেন মন ওঠে না...

তা' ছাড়া নারিকেলের মিষ্টান্ন—

ছাঁচে ফেলিয়া একই জিনিষের বিবিধ আকার দেওয়া হইয়াছে—কোনোটা পানের মত, কোনোটা চিড়িতনের টেক্কার মত, কোনোটা সমচতুর্ভুজ—তাতে লেখা "দীর্ঘজীবী হও"।

আশীর্ব্বাদকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে ভাবিয়া হাসিয়া বলিলাম,—পিসিমা, দীর্ঘজীবন যদি হজম করে' ফেলি তবে আশীর্ব্বাদ যে মিথ্যে হ'য়ে যাবে!

পিসিমা বলিলেন,—দূর পাগল। বলিয়া কাছেই বসিলেন।

আমি বলিলাম,—এত খাবার তুমি করেছ! সংগ্রহ করলে কেমন করে'!

শুনিয়া পিসিমা পুনশ্চ অশ্রুমোচন করিলেন; বলিলেন,—তোদের জিনিষই তোদের খাওয়াচ্ছি। আমার কেবল মেহনৎ।

আমি একটু দুঃখিত হইয়া গেলাম—কিন্তু সেটা বোধ হয় বুঝিবার ভুলে।

আমাদের জিনিষই অর্থাৎ আমাদেরই বৃক্ষ এবং ক্ষেত্রজাত ফল শস্যই তিনি খাদ্যাকারে প্রস্তুত করিয়া আমাকে ভোজন করিতে দিয়াছেন—তাহাতে আক্ষেপের দুইটি কারণ থাকিতে পারে। এক এই যে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষের রোপিত বৃক্ষের এবং অর্জ্জিত ক্ষেত্রের ফলমূল আমরা বারমাসই খাইতেছি না, কোন্ দিল্লী—দূরে প্রবাসে পড়িয়া আছি—

অথবা, এ জিনিষ আমাদেরই, তাঁর নয়; সামগ্রী, সম্পত্তি, সংসর্গ যা' মানুষের বাঞ্ছনীয় আর উপভোগ্য, সবই তিনি নবম বৎসরে বৈধব্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—তাঁর বলিতে কিছুই নাই।

পিসিমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি—

মধ্যবর্ত্তী ছাপ্পান্ন বৎসর তিনি ঐ পরম দুঃখটিই ক্রমান্বয়ে বহন করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে আমার বিস্ময়ই জন্মিল···

যে ধানের ভাত খাইয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন তাহা তাঁহার নয়, ইহা সত্য—সে দুঃখ নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই; তবু আজও তাঁর সে-ই গৃহই আপন গৃহ, এ-গৃহ পরের—সে-ই গৃহেরই দিকে চাহিয়া তাঁর আত্মা কেবলই নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, ইহা মনে করিয়া আমার কষ্টও হইল; বলিলাম,—পিসিমা, তুমি ত' বাবার মায়ের পেটের বোন্—

পিসিমা বুদ্ধিমতী বটে; আমার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরেই বোধ করি আমার মনের ভাব অনুমান করিয়া লইলেন; বলিলেন,—আমি ত' তা' বলিনি' রে! আমার ত' তোরাই সব; তোরা খেলিনে কোনোদিন তা-ই বল্‌ছি।···বলিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন; তাঁর কথা ভুল বুঝিয়াছি ইহা যেন তাঁহারই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব!

ততক্ষণে দইয়ের ভিতর চিঁড়ে আর মুড়কি দিয়া ভোজন-ব্যাপার অনেকটা অগ্রসর করিয়া আনিয়াছি—

বলিলাম,—এমন মিষ্টি লাগ্‌ছে, পিসিমা, তা' আর কি বল্‌ব তোমাকে!

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—সে-ই আপ্‌শোষই ত' আমার দিনরাত; এমন মিষ্টি জিনিষ তোরা খেলিনে—তোর বাবা, মা, ভাইয়েরা কেউ খেলে না।···এমন জিনিষ নয় যে ডাকে পাঠিয়ে দেব; কাছে-কিনারায় নয় যে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।···কেবল আমার আর চোরের ভোগে

লাগ্‌ছে।—বলিয়া পিসিমা কলরব করিয়া হাসিতে লাগিলেন—অর্থাৎ আবার যেন ভুল বুঝিস্‌নে তুই···

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোরা সেখানে কি খা'স্‌?

এই প্রশ্নে আমি লজ্জিতমুখে একটু হাসিলাম—

ঘৃতপক্ক দ্রব্যের আর মর্য্যাদা নাই; চতুষ্পদ জন্তু আর সরীসৃপ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়, এ-সংবাদ জানাজানি হইয়া গেছে; এবং মুড়ির চেয়ে বিস্কুট নিকৃষ্ট, তাহাও অপ্রকাশ নাই।···ঘৃণার সঙ্গেই ঘিয়ে ভাজা খাবার খাই।—

বলিলাম,—সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না, পিসিমা; সে অখাদ্য; অখাদ্য খেয়ে' খেয়ে' বাবার ত' বদ্‌হজমের অসুখই ধরে' গেছে—রোজই তাঁর অম্বল হয় আর সোডা খান্‌।

পিসিমা বলিলেন,—এত শাস্তি তোদের!···একখানা চিঠি লিখে দে তোর বাবার কাছে; তারা এসে থেকে' যাক্‌ এখানে দিনকতক। এখানকার জল-হাওয়া ভাল।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা।

খাওয়া শেষ করিলাম—

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—পেট্‌ ভরেছে ত' রে?

—খুব। বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বেলা তখন ন'টা।

ভাবিলাম, একবার বাহিরের দিকটা দেখিয়া আসা যাক্‌।··· আমাদের বাড়ীর বাহিরেই আমাদের নিজস্ব জমির উপর দিয়া

একটা পা-পথ চলিয়া গেছে দক্ষিণ দিকে—তার দু'পাশেই জঙ্গল—

তবু সেই পথটিই ধরিলাম—

পথের দু'ধারে জঙ্গল ; নাম জানি না এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গাছ অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জন্মিয়াছে…কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে দেখিবার যে বস্তু আছে দেখিলাম তাহা বৃক্ষের শোভা নহে, রৌদ্রের শোভা—

থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম…

পূর্ব্বদিকে সূর্য্য অনেকটা উঠিয়া আসিয়াছে, এবং সেই পল্লবারণ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। রৌদ্র আর ছায়ার অমন সমাবেশ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না…ছায়া রৌদ্র ক্ষেত্র রচনা করে নাই, একটি সন্ধিস্থলে তাহাবা সম্মিলিত হয় নাই—কালো জমিব উপব কে যেন রোদের ফুল কাটিয়াছে।…দু'টি দশটি পাতার এক পিঠে, একটি শাখাব উপর, মাটিতে ঝবা পাতাব উপর অসংখ্য স্থানে বৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে · তার পাশেই উপরে-নীচে, ডাইনে-বামে, সমস্তটাই ছায়াময় …কোন্ পথে অবতবণ করিয়া রৌদ্র ঐটুকু স্থানগুলি উজ্জ্বল কবিয়া তুলিয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই—

এম্‌নি সর্ব্বত্র।

সে রৌদ্র আবার চঞ্চল…বাতাসে পাতা দোল খাইতেছে ; মনে হয়, পাতার গায়ের আলো বুঝি খসিয়া পড়িবে!·· চঞ্চল-আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে—এবং এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখীর দিবা-বন্দনা তখনও শেষ হয় নাই ; দিনোদয়ের পুলকে পাখী তখনও মুক্তকণ্ঠ!…

খানিক দাঁড়াইয়া দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এই পথটা যে পথের সহিত মিলিত হইয়াছে সেটা প্রশস্ত—দু'খানা গোযান পাশাপাশি যাইতে পারে।...কিন্তু এ-পথেও লোক চলাচল নাই দেখিলাম্। দক্ষিণে মোড় ঘুরিয়া রাস্তাটা যেখানে অদৃশ্য হইয়াছে, সেইদিকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা গেল; কিন্তু কণ্ঠস্বর যাহারই হোক্ সে দেখা দিল না।

কিছুদূরে একটা গাভী লম্বা দড়ি দিয়া খুঁটার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে—গাভীটি মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছুই করিতেছে না।...

যাইয়া তাহার কাছেই দাঁড়াইলাম—

গাভীটিকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার আনন্দ জন্মিল; দেখিয়াই মনে হইল, সে সুলক্ষণা এবং সযত্নপালিতা; কৃশতা তার কোথাও নাই—সুডৌল দেহ, সুকৃষ্ণ রোমাবলী মসৃণ...

আর মনে হইল, বিশাল চক্ষু স্থির করিয়া সে যেন আমারই দিকে চাহিয়া আছে। গাভীর সঙ্গে যে মানুষের বন্ধুত্ব ঘটিতে পারে তাহা জানিতাম না; কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যে একটা রস আমার প্রাণে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল, তাহাকে প্রীতিরস বলা যাইতে পারে।

হঠাৎ একটা লালসা জন্মিল—তাহারই বশে ধীরে ধীরে গাভীটির পৃষ্ঠের উপর করতল স্থাপিত করিতেই স্পৃষ্টস্থান থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—হাত টানিয়া লইলাম; কিন্তু তাহার গায়ের গরমটা কি আরামপ্রদ! হাতের সঙ্গে সে উত্তাপ উঠিয়া আসিয়া লাগিয়া রহিল...

আবার তার পিঠের উপর হাত রাখিলাম; হাতের ত্বকে শিরায়

অনুভূত হইল, চোখেও দেখিলাম, একটা প্রবল কম্পন তরঙ্গিত হইয়া মিলাইয়া গেল ··

একটা মাছি আসিয়া বসিল ; মাছিটাকে আমি তাড়াইয়া দিলাম···

এবং কি ভাবিতেছিলাম জানি না, সহসা চম্‌কিয়া উঠিয়া শুনিলাম, এক ব্যক্তি আমারই পশ্চাদ্দিক হইতে বলিতেছে,—রোজ ছ'সের করে' দুধ দেয়, বাবু ; গরু আমার।

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, গরুর স্বত্বাধিকারী আমার দিকে চাহিয়া নাই—পুলকিত-নেত্রে গরুর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে···

বলিলাম,—তোমার গরু ! বেশ গরুটি !

—আমার নাম আবজান সেখ।···সেলাম।

—সেলাম।

—ভাল বলেই ত' বিপদ, বাবু ! গরু-চোর ব্যাটারা ছোঁ পেতে' আছে চার্‌দিকে···একটু চোখ ফিরিয়েছি কি গরু নিয়ে লম্বা।··· পাঁচ বার একে চোরের কাছ থেকে কেড়ে' এনেছি।—বলিয়া হৃতনিধি পুনঃ-প্রাপ্তির আনন্দে সে পুনরায় বিগলিত হইয়া গেল ··

আমি বলিলাম,—বটে !

—খদ্দেরও না আসে এমন নয়। বেচ্‌ব' না জানে, তবু এসে দর কর্‌বে, দু'শো দেড়শো হাঁক্‌বে।···টাকার আমার এখন আকাল পড়ে নাই যে লক্ষ্মী বেচ্‌তে যাব ! তা' কি পারা যায়, বাবু ?

সংবাদপত্রের মারফত অহিন্দুর দেব-দেবী-বিদ্বেষের কথা অবগত ছিলাম ; ইতস্ততঃ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—লক্ষ্মী ত' হিঁদুর দেবতা। তোমরা মান ?

আরজান বলিল,—পুজো-আচ্চা করিনে, তবে হ্যাঁ, মানি বই কি!… আপনাদের মুখে শুন্‌তে শুন্‌তে মনে এসে গেছে, যিনি দেন তিনিই লক্ষ্মী।…মা বলে' ডাকিনে আপনাদের মত; তবে হ্যাঁ, মুখে নামটা বলি।

অতঃপর লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা মনে আসিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, —গরুর পেছনে তোমার দৈনিক খরচ কত?

—খরচ আর কই! ক্ষেতের খড়েই ওর একটা পেট চলে যায়। তবে হ্যাঁ…

বলিয়া আরজান গরুর পিঠে পেটে হাত বুলান' থামাইয়া বলিল,— খরচ হয় যেবার ক্ষেতের খড় ষোল-আনা পাইনে।…কিন্তু খরচের হিসেব বড় রাখিনে…গিরিরাণীর পেট ভর্‌লেই আমি তুষ্ট।

শুনিয়া আমার খুব বিস্ময় লাগিল—

এ-ব্যক্তি স্বার্থচিন্তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল স্নেহপরবশ হইয়াই তাহার গিরিরাণীর সেবা করে ইহা ভুল নহে; অথচ ইহাদের বিরুদ্ধে শত অভিযোগ নিত্যই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে…

কিন্তু সে কথা তুলিলাম না—

জিজ্ঞাসা করিলাম,—গিরিরাণী নাম রেখেছে কে?

—কব্‌রেজ-মশাই।

—নাম পছন্দ হয়েছে?

আরজান হাসিতে লাগিল; বলিল,—কব্‌রেজ-মশার পরিবারের নামও গিরিরাণী; তাঁকে আমি মা বলে' ডাকি। কব্‌রেজ-মশায় একদিন ডেকে বল্‌লেন,—ওরে আরজান, তোর গরু নাকি ছ'সের

দুধ দেয় ?—আমি বল্‌লাম, দেয়ই ত'।···কব্‌রেজ-মশায় বল্‌লেন, আমার পরিবারের নাম গিরিরাণী, তাকে তুই মা বলে' ডাকিস্‌। তোর গরুর নামও আমি রাখ্‌লাম গিরিরাণী।···কারণটা বুঝ্‌লেন আপনি, বাবু ?

বুঝিতে পারি নাই ; বলিলাম,—না।

আরজান হাসিতে হাসিতে বলিল,—ঐ করে' তিনি আমায় বাঁধলেন যে ! এই গরু যদি আমি বেচি তবে আমার মা-বেচার পাপ হবে ; অযত্ন করলে, মায়ের অভিশাপ লাগ্‌বে।···যাই এখন, বাবু ; ওপার যাব ·· সেলাম।

—সেলাম। গিরিরাণী এখানেই থাকবে ?

—থাক্‌, ছেলেরা কাছেই আছে ; নজর রেখেছে। বলিয়া আরজান পা বাড়াইল।

একটা নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বিরোধ জীবন-যাত্রা এখানে অনায়াসে চলিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে প্রাপ্ত-সংবাদের কত গরমিল, অবাক্‌ হইয়া তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম···

এবং পিসিমা আমাকে দেখিয়াই তাঁহার রান্নাঘরের বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—ওরে হাবা, তোকে দেখ্‌তে এসেছে !

বাল্যকালে যখন মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিবার কথা তখনও নাকি বছর দেড়েক আমার মুখ দিয়া "বু বু" ছাড়া আর দ্বিতীয় শব্দ নির্গত হয় নাই···

বোবা হইয়াই জন্মিয়াছি বলিয়া যে আতঙ্কটা জন্মিয়াছিল তাহা অকারণ প্রমাণিত হইয়া গেলেও হাবা নামটা ঘুচে নাই।

নাম এবং তার উৎপত্তির কারণ নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি শুনিয়াছে মনে করিয়া আমি অপ্রতিভ হইয়া গেলাম, কিন্তু সম্ভবতঃ অদৃশ্য ব্যক্তির কাছে—কারণ, চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখা গেল না ; জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে ?

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—পালিয়েছে বুঝি ! মেয়ে আমার লজ্জা পেয়েছে।

মনে পড়িয়া গেল, ঘটনার এইরূপ সংস্থানবশতঃ অসংখ্য প্রেমের কাহিনী ইতিপূর্ব্বেই বিরচিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ একই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিষয়টির উপরেই একটা বিতৃষ্ণা ছিল·· তাহাই এক্ষণে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—ও !···তারপর কেহ আমাকে গুপ্তস্থান হইতে দেখিয়া লইয়াছে কি না, এবং নামের সঙ্গে চেহারার কতক মিল দেখিয়াছে কি না সে-বিষয়ে একটা সংশয় লইয়া আবার বাহিরে আসিলাম···

এদিক্ ওদিক্ একটু পায়চারি কবিয়া আবার ভিতরে আসিলাম···

পিসিমা বঁটি পাতিয়া একটি কুষ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন ; আমি উঠানে দাঁড়াইয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে মেয়েটি গেছে, পিসিমা ?

—গেছে। বলিয়া পিসিমা হাসিয়া মুখ তুলিলেন ; বলিলেন,—আয়, বোস্।

পিসিমা আসন আগাইয়া দিলেন—

আমি বসিয়া বলিলাম,—বিয়ের সম্বন্ধ করে' বস' না, পিসিমা। সে কাজের দেরী আছে।

—আমিও তাড়াতাড়ি কর্‌ছিনে !···সে আমাদের স্বজাতিই নয় তা বিয়ের ঘট্‌কালী কর্‌বো কি !···বিদেশে থাকিস্—না জানি কেমন ধারা মানুষই তুই, তাই ভেবে দেখ্‌তে এসেছিল।···তুই কু ভেবে নিয়ে খামখা অতদুর দৌড়েছিস্।

শুনিয়া চক্ষু নত করিলাম—এই কারণে যে, ভাবিয়া আমি নিজে কিছুই লই নাই, পরের ভাবনা নিজস্ব হইয়া আমাকে একটা ক্রুর দৃষ্টি দিয়াছে।···বলিলাম,—এমন হামেসা হয় বলেই ভয় করে' চলি।

—চলি মানে ? কতবার দায়ে ঠেকেছিস্ আজ পর্য্যন্ত ?

পিসিমা আমাকে আস্ত রাখিবেন না দেখিতেছি···তাঁর কথার উত্তর দিলাম না। পিসিমা পুনরায় বলিলেন,—ও-র বাপের মামারা আর তাদের ছেলেরা তোদের গোমস্তা ছিল, তারা সেই সূত্রে অনেকখানি জমি নিষ্কর ভোগ করে।

—এখন গোমস্তা কে ?

—আমি। বলিয়া পিসিমা হাসিলেন।

—ও-র বাবা আছে ?

—আছে।

—সে কেন গোমস্তার কাজ করে না ?

—সে ক্ষ্যাপা।

শুনিয়া মনে হইল, সেই রকম ক্ষ্যাপাই বুঝি, যাদের শিকল দিয়া বাঁধিয়া ঘরে আবদ্ধ রাখিতে হয়, নতুবা তাহারা মানুষের শরীরের এবং সম্পত্তি-সামগ্রীর অনিষ্টসাধন করে—

অথবা সেই রকম, যারা নিজের মনেই কাঁদে, হাসে, কত কি বকে, আর নিরর্থক কি করে তার ঠিক্ নাই।

আমি একটি পাগলকে জানিতাম—

"অঘোর তোর কে হয় ?" জিজ্ঞাসা করিলেই কুৎসিত গাল দিয়া সে মারিতে ছুটিত···

এ ব্যক্তি তেমনও হইতে পারে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন ক্ষ্যাপা ? কাম্ড়ায় ?

—না ; দিব্যি এদিকে সাজগোছ, কথায় কাযে পরিপাটি ; খায়-দায় বেড়ায় বেশ ভালমানুষের মত ; কিন্তু ও-র ধারণা, ঐ মেয়ে ও-র নয়।

—মানে ?

পিসিমা কথা কহিলেন না—

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তার বউ বুঝি কুড়িয়ে পেয়েছিল ?

কিন্তু পিসিমা তদুত্তরে অন্য কথা বলিতে লাগিলেন,—সতীশ দাস সে লোকটার নাম। লেখাপড়া জানে, কিন্তু মেয়েটি বউয়ের পেটে আসা অবধি সে বলে' বেড়াচ্ছে ঐ একই কথা···বলে' বলে' আজ পর্য্যন্তও তার আশ মেটেনি'। আরো একটা বদ্ অভ্যাস আছে লোকটার—লোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরে ; বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কান পেতে' মানুষের কথা শোনে···কতবার ধরা পড়ে' গেছে। লোকে আগে ভাব্ত, বুঝি চুরি কর্তে আসে।···কিন্তু তা' নয়—ঐ ওর রোগ।···বলিতে বলিতে পিসিমার কণ্ঠস্বরে যেন ক্ষোভ দেখা দিল ; বলিতে লাগিলেন,—বউটি মরণ পর্য্যন্ত ঐ ঘেন্নার কথা শুনে' শুনে'

গেছে; আর মেয়েটাও আজন্ম শুন্‌ছে।···বউটা আমার কাছে এসে কাঁদ্‌ত।·· সে মরেছে, বেঁচেছে।···এখন মেয়েটা আমার কাছে এসে বসে' বসে' থাকে—তারও দুঃখের সীমা নেই।

এতক্ষণ পরে রহস্যটা হঠাৎ পরিস্কার হইয়া গেল: জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমরা তা' বিশ্বেস্ করো?

—না; আমি ত' করিইনে; কেউই করে না।

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,—লোকটাকে পাগ্‌লা গারদে দে'য়া উচিত। · মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

—হবার যো নেই। সে-ই হয়েছে সব বিপদের বড় বিপদ।··· গ্রামের লোক চেষ্টা-চরিত্তির করে' যদি খুঁজে' পেতে' কাউকে আনে ত' মেয়ের বাপই আগে বরপক্ষকে শুনিয়ে দেয়, ও মেয়ে কিন্তু আমার নয়।···তারা বিদেশী লোক, অত কি জানে! শুনে' তারা ছুটে' পালায়।···মেয়েটা ভাল···বাপের ত' ঐ মুখ, অহরহ ঐ গঞ্জনা · সব চুপটি করে' সয়·· বাপের ওপর দরদ কত! সময়ে নাওয়ান' খাওয়ান'—

—চলে কিসে?

—ঐ যে বল্‌লাম, তোদের জমি ওরা নিষ্কর ভোগ করে।

—বাবাকে গিয়ে বল্‌ব,' জমি ছাড়িয়ে নিতে।

পিসিমা অল্প একটু হাসিলেন; বলিলেন,—সে কাজ ত' আমিই পারি। কিন্তু বাপকে সাজা দিলে মেয়েটাও যে মরে।

ভাবিলাম, তাইত!

—আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে, পিসিমা।

—তাড়াতাড়ি ত' কর্‌ছি, বাবা; কিন্তু হ'য়ে ওঠে কই!…তোর জন্যে সরু চাল আন্‌তে পাঠিয়েছি…

—কি দরকার ছিল?

—মোটা লাল চা'ল কি সইবে তোর?

—আমাদের ক্ষেতের ধান ত? খুব সইবে।—বলিয়া আনন্দ পাইলাম—ক্ষেত্রের অধিকার গর্ব্বে নহে, ধান্যের আপন তৃষ্ণাপহারক লক্ষ্মীশ্রীর যে মনোহারিত্ব আছে তাহাই স্মরণ করিয়া। বাজারের চা'ল, মিহি হোক্‌ মোটা হোক্‌, পয়সা দিলেই মেলে; কিন্তু এখন অনুভব করিলাম, সে চালের ধান যেন আমার মুখ চাহিয়া ভূমিলক্ষ্মী স্বহস্তে প্রেরণ করেন নাই—করিয়াছেন যাহা তাহা এই ধান্য…জননী-হৃদয়ের করুণার দুগ্ধ বাজারের চালে নাই।…বলিলাম,—তুমি ভেব' না, পিসিমা; সহ্য করিয়ে নেব' আমি। তোমার জলখাবার যদি দু'ঘণ্টায় হজম হ'য়ে যেয়ে থাকে তবে ভাতও হবে। বলিয়া উঠিলাম।

দ্বিতীয়
পরিচ্ছেদ

খানকতক বাংলা গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম ; আহাবাদির পর তাহারই একখানি খুলিয়া লইয়া পড়িবার উপক্রমেই ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিল…

তারপর জাগিয়া চোখ খুলিতেই দেখিলাম, কয়েকটি বালকবালিকা চমকিয়া দরজার সম্মুখ হইতে পাশেব দিকে সরিয়া গেল…

ভাবিলাম, জননীরা নিকটেই আছেন, এবং আমি জাগ্রত হইয়াছি শুনিয়াই তাঁহারা পলায়ন করিবেন।

পিসিমা বাঁধেন ভাল ; মেজাজ আমার প্রফুল্ল ছিল।…মানুষের প্রতি মানুষের এ হেন অসরল আচরণ কেন ?—সুপ্রচুর অবকাশ পাইয়া মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইল।

উত্তর যা' মনে আসিল তাহার জন্য দায়ী, আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র বুঝিতে পারিয়া যাঁরা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গেছেন, তাঁরাই… অর্থাৎ "বিবিক্ত আসনো ভবেৎ"—মাতা, সহোদরা, এবং পুত্রীর সঙ্গেও একাসনে উপবিষ্ট হইবে না।…এই নিষেধ যাঁরা করিয়াছিলেন, তাঁরা ফ্রয়েডের অগ্রজ ছিলেন, ইহা বুক ঠুকিয়া বলা যায়…

শাস্ত্র রচনার ফাঁকে ফাঁকে, একাসনে উপবেশনের নহে, কেবল দর্শনজনিত যে বিপত্তিসমূহের এবং নির্লজ্জতার যে সকল দৃষ্টান্ত তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গেছেন তাহা আরও মারাত্মক…

শিব উন্মত্ত—

ঋষিরা অন্ধ—

তপস্বীরা তপের ফল সেই অনলে আহুতি দিতে উদ্যত…।

মানুষ তাই নিজেকে বিশ্বাস করে না। মনে হইল, দেবকল্প ব্যক্তিগণের এবং দেবাদিদেবের উদ্দেশে এই সব উপাখ্যান রচনা করিয়া মানুষকে দুর্ব্বলতার চরমসীমায় তুলিয়া না দিলে ধর্ম্মগ্রন্থের কি অঙ্গহানি ঘটিত!

মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন অনেকেই—রাক্ষস বিভীষণ পর্য্যন্ত অমর; কিন্তু রিপুর প্রেরণার কাছে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, এমন উদাহরণ দু'একটি!…মানুষের এই দুর্ব্বলতাকে অত্যন্ত অমার্জ্জিত রুক্ষমূর্ত্তি ধাবণ করাইয়া উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহারা মানুষের অতিশয় এবং অনর্থক অনিষ্ট করিয়া গেছেন…মানুষ ভয় পাইয়া গেছে।

ও-কথা না তুলিলেই তাঁরা ভাল করিতেন—মানুষ সাহস পাইত; আত্মজয় করিবার চেষ্টা অন্ততঃ করিত।…

আমার বন্ধু মনোরথকে দেখিয়াছি, সে তার দাদাদের সাম্‌নে নিজের কন্যাটিকে কোলে লয় না, আদর করে না…মেয়েটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলে কি হাত বাড়াইলে সে চমৎকার লজ্জা পায়—অলক্ষ্যে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসিয়া মেয়েটির দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়—

তখন তাহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতাম—

এখন ঘৃণার সহিত মনে হইল, মেয়েদের পলায়ন আর মনোরথের লজ্জার কারণ একই…মানুষের বর্ব্বর মন এখনও নিতান্ত স্থূল আকর্ষণটা

একটি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে না···এবং উভয়েই তাহা এত জানে যে, সেই জানাটাই তার সকল জানার শৃঙ্গ।

পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়া উঠিয়া পড়িলাম—

গলার সাড়া-শব্দ দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পিসিমা জলখাবারের আয়োজন করিতেছেন—এবার ঠাণ্ডা ফলমূল···

কয়েকটি ছেলেমেয়ে দাওয়ার ধারে দাঁড়াইয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছিল—আমাকে দেখিয়াই একজন আব একজনের গা টিপিয়া দিল, এবং সবাই চুপ্ হইয়া গেল ··

বলিলাম,—তুমি কি মনে কর, পিসিমা, আমার ক্ষিদের শেষ নেই!·· তা' যাক্, খাব এখন; গরমেব দিনে ভালই লাগ্‌বে।···কিন্তু তুমি এত সংগ্রহ কর্‌ছ কোত্থেকে?

ছেলেমেয়েরা আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—

পিসিমা বলিলেন,—আমি কিছুই জোগাড় করছিনে; পাড়াব লোকেই করে' দিচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ত্যাগ করিয়া পিসিমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার কথাই শুনিতেছিল···আমি কথা বলিতে সুরু করিতেই আবার আমার দিকে চোখ্ ফিরাইল···ভাবিলাম, যে কথা কয়, তারই মুখের দিকে তাকাইয়া ওরা কি যেন দেখে!···

বলিলাম,—তাদের গরজ!

—গরজের কি অন্ত আছে! তোদের বাড়ী বটে এটা; কিন্তু লোকে মনে করছে, তুই আমার অতিথ্ এসেছিস্।···আমি যদি যত্ন কর্‌তে না পারি তবে তোর বাপ মায়ের কাছে দেশের লোকেরই দুর্নাম হবে।

কথাগুলির ভিতরের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—আদরও হইতে পারে, ভর্ৎসনাও হইতে পারে।

ছেলেমেয়েগুলি আমার দিকে ফিরিল—

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—আমার সাধ্যি কি কিছু করি।··· ভাতের সঙ্গে তরকারী যা' খেয়েছ ও-বেলা তার বারো আনাই পাওয়া।

ছেলেমেয়েগুলি একে একে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান করিল এবং বেড়ার আড়ালে যাইয়াই তারা এমন উচ্চহাস্য জুড়িয়া দিল, যাহার কারণ কেবল এই হইতে পারে যে, আমি ওদের সঙ্গে পারিয়া উঠি নাই—ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গেছি···

হাসিতে হাসিতেই তারা একেবারে প্রস্থান করিল···বেড়ার ফাঁক দিয়া তাহাদের একেবারে যাওয়াটা দেখিতে দেখিতে বলিলাম,—বল কি !·· ওঁরা গেলেন কোথায় ?

পিসিমা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাদের কথা বল্‌ছিস্ ?

—আমায় যাঁরা দেখ্‌তে এসেছিলেন আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম !

পিসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কই, কেউ ত' আসেনি' !

পিসিমার এই সবিস্ময় অস্বীকারে মনের একটা ভাবান্তর তৎক্ষণাৎ ঘটিল ; এবং ভাবান্তর ঘটিল দেখিয়া আমি বিস্মিতই হইলাম···

মন্‌টা তির্‌তির্ করিতে লাগিল—

যেন কি একটা আয়োজন করিয়াছিলাম, তাহা পণ্ড হইয়া গেছে।···যখন মুদিতনেত্রে শয়ন করিয়া শাস্ত্রকার, উপাখ্যান-রচয়িতা, দেবাদিদেব এবং মহর্ষিগণকে জড়াইয়া পৃথিবীকে ধিক্কার দিতেছিলাম, ঠিক্ তখনই ছেলেমেয়েগুলিকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া, দেখি না দেখি,

দেখা দিবার একটা ইচ্ছা মনের কোথায় সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতেই পারি নাই···

মন বড় ধূর্ত্ত, আর মানুষের গৃহ-শত্রু সে···

চম্‌কিয়া উঠিয়া শুনিলাম,—ও-বেলা তোর নেমন্তন্ন।

—কাদের বাড়ী ?

—তাদের কি চিন্‌বি তুই ! আমি সঙ্গে করে' নিয়ে যাব।

আমি আপত্তি করিলাম ; বলিলাম,—কাজ কি, পিসিমা ; তুমিই যা' হয়—

পিসিমা বলিলেন,—তা' হয় না ; নেমন্তন্ন আমি নিয়েছি। খেতে তোর আপত্তিটা কি শুনি ? তুই বুঝি মুখচোবা !

—কই, কাউকে ত' বল্‌তে শুনিনি ! তবে এখানে জানাশোনা নেই, হুপ্‌ করে' গিয়ে খেতে' বসা···

পিসিমা বুঝাইয়া দিলেন, এ আপত্তি বালকোচিত, এবং হুপ্‌ করিয়া যাইয়া খাইতে কেহ বসে না।

সে-কথা ঐখানেই মিটিল—

মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলাম,—পিসিমা, আমি চা খাই যে !

পিসিমা হাতের কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ঠকে' গেছি ত' ! সে কথা ত' আমার মনে হয়নি' ! এখন উপায় ! বলিয়া পিসিমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—একেবারে হা'ল ছেড়ে' দেয়ার মত বিপদে তুমি পড়নি, পিসিমা ; আমার সঙ্গে সব সরঞ্জাম আছে, দুধ চিনি পর্য্যন্ত। তুমি উনুন্‌টা ধরিয়ে দেও।

—কিন্তু আমার ঘরে ত' তোমার ও দুধ, চিনি, চায়ের সরঞ্জাম নিতে দেব' না। ঢেঁকি-ঘরের উনুন্‌টা ধরিয়ে দি'গে; করে' খা।

সেই বন্দোবস্তই হইল—

কেবল পিসিমা অন্যদিকে একটু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কি না খেলেই নয়?

আমি বলিলাম,—শ্লেষ্মা বড় বেড়ে' যায় যদি একটি বেলা চা না খাই···সেবার, ঝোঁক হ'ল, চা ছাড়তে হবে···দু'দিন খেলাম না···তিন দিনের দিন বুকে শ্লেষ্মা জমে' আমি মর মর···আন্ ডাক্তার···

পিসিমাকে ভয় দেখাইতেই গল্পটি ঝানাইয়া দিলাম; পিসিমা বলিলেন,—তবে খা যত পারিস্।

পিসিমার পাকশালাকে বাঁচাইয়া ঢেঁকি-ঘরেই চা প্রস্তুত করিয়া লইলাম···

শাঁখ্ আলু, পেঁপে আর ডাবের জল আর তার নবনীর সঙ্গে চা ঠিক্ খাটিবে কিনা এই সংশয় লইয়াই চা খাইতে বসিয়া গেলাম সেই ঢেঁকির উপরেই পা তুলিয়া···

দু'টি চুমুক দিবার পরই হঠাৎ মনে হইল, ভাগ্যে ঢেঁকির জ্ঞান নাই···আমার ম্লেচ্ছাচারে বিরক্ত হইয়া সে গা ঝাড়া দিলেই, আস্তাকুঁড় কাছেই, সেখানে যাইয়া পড়িতে হইত। নামাবলী পাতিয়া বসিয়া পাঁঠার মাংস ভোজনতুল্য একটা বিসদৃশ আচরণ করিতেছি···সেখানে যাইয়া বন্ধুমহলে এই গল্প করিলে কেমন মুখ টেপাটেপি চলিবে ভাবিয়া মনে মনেই হাসিতেছি, এখন সময় যে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাঁধে গামছা

না থাকিয়া গায়ে সার্ট থাকিলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতাম বোধ হয়…

লোকটা পিসিমাকে 'পিসিমা' বলিয়া ডাক দিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল—

পিসিমা আমার কাছেই ঢেঁকি-ঘরের বাহিরের খুঁটিটা ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন ; বলিলেন,—এস, পিরু, এই বরদার ছেলে।

পিরু আমাকে নমস্কার করিল—

পিরুর অতিশয় গম্ভীর চেহারা—মাথায় একটি চুলও কালো নাই,—চক্ষু এবং রং উজ্জ্বল—দাড়ি গোঁফ কামান'—যৌবনে বলবান ছিল তাহা অনুমান কবা কঠিন নয় ··

অল্প কথায়, পিরুর বহিঃদৃশ্য সুন্দর, পৌরুষ-ব্যঞ্জক, এবং ভদ্র—

তাহার নমস্কাবে প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম,—বস্‌তে একটা আসন দাও, পিসিমা।

—থাক্, থাক্ ; উঠ্‌বেন না ; আমি এই দূব্বোর উপরেই বস্‌ছি। বলিয়া পিরু বসিয়া পড়িল।

পিসিমা আমাকে বলিলেন,—তুই ভেবে' হয়তো অবাক্ হয়েছিস্ যে, পিসিমা একলা থাকে কেমন করে' ! এই পিরুই আমাকে আগ্‌লে' আছে তার সংসার দিয়ে—ও-র বউ ছেলের ত' আমি মাথা কিনে' রেখেছি ; আমি ওদের এম্‌নি দায় !

শুনিয়া পিরু হাসিল—

দেখিলাম, তার দাঁত ঠিক আছে।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—নিত্যি আসে ছেলেটা সকালে বিকালে

দু'বেলা ; শুদিয়ে যায়, কেমন আছ, দিদিমা ? কিছু দরকার আছে ?
…বড় ভাল ছেলে, বড় অনুগত। বলিয়া পিসিমা নিঃশব্দ হইয়া
মনে মনে তাহাকে অশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন মনে হইল…

আরো মনে হইল, পিসিমার এই বিগলিত ভাবোচ্ছ্বাস অবিমিশ্র
স্নেহজনিত নহে, তাহা ভয়পীড়িত অন্তরের অভয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও
বটে। এই স্বল্পবসতি পল্লীর ভিতরে তিনি যে কত একা এবং অসহায়,
আর এই পিরু সপরিবাবে তাঁর কতবড় অবলম্বন, কৃতজ্ঞতার আবেগে
পিসিমা তাহাই অজ্ঞাতে প্রকাশ করিলেন।

পিসিমা বলিলেন,—উঠি, কাজ আছে।…পিরুর সঙ্গে গল্প কর্ ;
সেকেলে পুরনো লোক ; দেশের খবর বার্ত্তা ও যেমন জানে, তেমন
আর কেউ জানে না।…পিরুর বয়েস আশী। কেমন, পিরু, আশী
হয়েছে না ?

পিরু হাসিয়া বলিল,—তা' হ'লো বৈ কি, পিসিমা। বেশীই হ'লো।

পিসিমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;
বলিলেন,—তোর ঠাকুদ্দার সমান বয়সী ও, পড়ার সাথী। বলিয়া তিনি
প্রস্থান করিলেন।

পিরু বলিল,—শুন্‌লাম, বাবু এসেছেন ; দেখা ক'রতে এলাম ;
সাতপুরুষের নিমক্‌দাতা আপনাবা। বলিয়া পিরু মস্তক অবনত
করিল…

আমার মনে হইল, আমার উদ্দেশে কিছুতেই নয়, আমার পূর্ব্বপুরুষ-
গণের উদ্দেশে আর তার সপ্তপুরুষের পক্ষে। আরো মনে হইল,
যাহারই উদ্দেশে হোক্, পিরুর এই নমস্কার যেন অনুগ্রহেরই দান…

তার চক্ষু প্রদীপ্ত—

চোখের যদি ভাষা থাকে তবে পিরুর চোখের ভাষা উদ্ধত অটল হইয়া এক নিমেষেই রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে ; এবং ক্রুদ্ধ হইলে পিরু যা' কিছু করিতে পারে…

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে পিরুর ব্যক্তিত্বকে যথাযোগ্য সম্মানের আসনে বসাইয়া কি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় আমার দুর্ম্মতি ঘটিয়া গেল…

পিরু সেকেলে লোক ; দেশের খবর বার্ত্তা সবই সে জানে—

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি ত' দেশের সব খবরই জানো, পিসিমা বল্‌লেন ; বল্‌তে পারো, আমাদের এই গাঁয়ের নাম পোড়া-বৌ হ'ল কেন ?…এমন সব ভাল ভাল নাম থাকতে কিনা পোড়া বৌ !… কাঞ্চনপুর, সুবর্ণগ্রাম, রতনপুর, রামচন্দ্রপুর, হরিহরনগর—কেমন প্রাণভরা চমৎকার সব নাম ; ভোরবেলা উঠে' গ্রামের নাম করলেই কত পুণ্যি ! সব থাক্‌তে কিনা পোড়া-বৌ ! আর লোকে গ্রামের নাম করে না, বলে—অযাত্রা, হাঁড়ি ফাটে। বলিয়া হাসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, পিরুর প্রসন্নতা নিবিয়া গেছে—সে আমার দিকে আরো খানিকটা সরিয়া আসিয়া যেন থ হইয়া বসিয়া আছে।

পিরু বলিল,—এ গাঁয়ের নাম পূর্ব্বে পোড়া-বৌ ছিল না, বাবু। কেন হ'লো তা' যদি শোনেন ত' নিবেদন করি।

আমার চায়ের পেয়ালা তখন মাত্র অর্দ্ধেক খালি হইয়াছে ; প্রায় ঠাণ্ডা চায়ে তিন চারিটা ঘন ঘন চুমুক দিয়া বলিলাম,—বলো পিরু, শুনি।

পিরু নতচক্ষে খানিক নিঃশব্দ থাকে আমার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মানুষের মনের দিশে পেলাম না, বাবু, এত বয়েস হ'লো। মানুষ যে কি চায় আর কি না চায় তা' আজও আমার ঠাহর হ'লো না।

কাহাদের একটা বাছুর আসিয়া উঠানের ঘাসে মুখ লাগাইয়াছিল··· পিরু নিঃশব্দ হইয়া সেইদিকে ম্লানচক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি শ্রোতা হিসাবে খুবই সহিষ্ণু—

পিরুর কথায় একটা হুঁ দিয়া চায়ের পেয়ালা নামাইয়া বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিলাম···

পিরু বলিতে লাগিল,—এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি। কিন্তুক, বাবু, মানুষের খাই খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা' সে নিজেই জানে না; সে জ্ঞাতির সব্বস্ব খায়, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার খাওয়ার আশ্‌ মেটে না।···বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি সংশয়ের সঙ্গে বলিলাম—হ্যাঁ।

—কিন্তুক, আর একটা কথা ভাবুন, বাবু; পেটের ক্ষিদেয় মানুষ যত পাগল না হয়, চোখের ক্ষিদেয় আর মনের ক্ষিদেয় হয় তার চতুগ্‌গ্যণ। মানুষের এই মন নিয়েই ত' যত মারামারি, কাটাকাটি, পাপের কায্য।···আবার এ কথাটাও ভাবুন বাবু, ভগমান চোখ আর মন দিয়েছেন—তাতে দিয়েছেন ক্ষিদে; তেম্‌নি আবার বুদ্ধি দিয়েছেন,

জ্ঞান দিয়েছেন যে, মানুষ যেন র'য়ে স'য়ে কাজ করে। কিন্তুক, ক'জনে তা' করে, বাবু ?

আমি বলিলাম,—খুব কম লোকেই তা' করে।

—তাই। তা' হলে দেখুন, মানুষ উঠ্‌তে বস্‌তে ভগমানকে এক-রকম অপমানই করে; ভগমান তাতে নারাজ হ'য়ে যান—মানুষের তাতে ভাল হয় না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না ?

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ।

পিরু বলিল,—ভাল যে হয় না তারই প্রেমাণ এই পোড়া-বৌ গাঁ। ...বলিয়াই সে চম্‌কিয়া উঠিল—

কর্কশ জিহ্বা বাহির করিয়া বাছুরটা তার পিঠের ঘাম চাটিতে সুরু করিয়াছিল। · বাছুরটাকে ঠেলিয়া দিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—মানুষের কথা আবারও বলি, বাবু। আট আনা মণ ধান দেখেছি—তখনো মানুষ যেমন ছিল, ছয় টাকা মণ ধান এখন, এখনো মানুষ তেম্‌নি আছে—তখনো লোকের হাহাকার ছিল, এখনো আছে। তখনকার দর আর এখনকার টাকা হ'লে তবেই হ'ত সুখ। তখন জিনিষ ছিল বেশী, টাকা ছিল কম; তাই তখনো দেশে আকাল হ'ত, এখনো আছে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

এতবড় অর্থনৈতিক প্রশ্নে হাসিয়া বলিলাম,—হ্যাঁ। · বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে যে দুর্ভিক্ষের কথা পড়েছি তা' যদি সত্যি হয় তবে সে-ও বড় কঠিন দিনই ছিল।

—ছিল বৈকি, কঠিনই ছিল।...তখনো এমন লোক ছিল যে খেতে' পেত' না।...আমি বল্‌ছি পঞ্চাশ পঁচ্‌পান্ন কি ষাট বছর পূর্ব্বেকার

কথা—এ গাঁয়ের নাম তখন ছিল লক্ষ্মীদিয়া। এ গাঁয়ের লোক তখনো ক্ষিদেয় কেলেশ পেয়েছে।···কিন্তুক একটা কথা আমি ভুল বলেছি, বাবু; মাপ করবেন। তখন মান্‌ষের কষ্ট ছিল সত্যি—কিন্তুক সে কষ্ট সকলের না, আর রোজকার না—এখন যেন সকলেরই রোজই নাই নাই। আর তখনকার দিনে গণ্ডগাঁয়ের কেমন একটা ছিরি ছিল, এখন তা' দেখ্‌তে পাইনে। তখনকার কেউ যদি আজ এ-গাঁয়ে আসে তবে গাঁয়ের চেহারা দেখে' চিন্‌তেই পার্‌বে না যে, এই সেই লক্ষ্মীদিয়া কি পোড়া-বৌ, যা-ই বলুন। সে ছিরি আর নাই···বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি এক্ষণে কিরূপ পরিবর্ত্তিত বা অবনত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা তখনকার লোকই এখন আসিয়া বলিতে পারে। আমি মাত্র বাইশ বছর আগেকার মানুষ··· তাই গ্রামের ষাট বছর আগেকার রূপটা চক্ষের নিমেষে ধ্যান করিয়া লইয়া আন্দাজের উপরেই বলিলাম,—হ্যাঁ, কই আর তেমন শ্রী! মাঠের, মান্‌ষের আর গরুর চেহারা ঠিক্ একরকম দাঁড়িয়েছে—সবই যেন পোড়া-পোড়া।

—পোড়া-পোড়া বৈ কি, সে চেহারা আর নাই।···তখনকার দিনে মান্‌ষের বা'র-উঠোনে দুব্ব গজাত' না ধান-মড়াইয়ের চোটে; এখন সব উঠোনেই জঙ্গল।···যাক্ সে কথা।···আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন গাঁয়ের মানুষ বিদেশে বেরুতে কেবল লেগেছে। এখন যেমন সবাই বিদেশে, আর বিদেশ এসেছে কাছে, তখন ত' এমন ছিল না। তখন বিদেশ ছিল দূর—আর বেরুত' লোকে কমই—একটা দু'টো

ক্কচিৎ ভবিষ্যৎ। তখন ত' রেল ছিল না যে, হু-হু শব্দে তিন দিনের পথ তিন ডণ্ডে নিয়ে ফেল্‌বে, একেবারে নিভ্‌ভয়ে!...তখন নদী থাকত' বারমাস বওতা, খালে বিলেও জল থাকৃত' বারমাস...যাওয়া আসা সবই চল্‌ত নৌকয়, আর ভয়ে প্রাণটা হাতে করে...ঝড় তুফোন আর ডাকাত, এরাই ছিল নৌকর যম। ডাকাতের ভয়ে নৌক' সব বহর বেঁধে' চল্‌ত'...দল ছাড়া একৃলা নৌক' পেলেই ডাকাতে তাকে মারৃত।...তা' যা' হোক, বাবু, এ-কথা মিছে না যে, মান্‌ষের পয়সা তখন ছিল কম।...আমারই মনে পড়ে, আস্ত একটা রূপোর টাকা দেখেছিলাম জোয়ান বয়েসে—তার আগে দেখি নাই।...এখনকার মত লোকে রোজই ভাতে না মলেও, কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখ্‌তে পেত' না।...ঐ কাঁচা পয়সার লালসেই মানুষ তখন বিদেশে বেরুতে লেগেছে—দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, ঐ সব উত্তর অঞ্চলে।... আমাদের এই লক্ষীদিয়ার হরিশ-ঠাকুর তা ধরে' থেকে থেকে কাঁচা পয়সার লালসেই হঠাৎ নেচে' উঠে' একদিন বৌ-ছেলে নিয়ে যাত্রা করে' নৌকয় উঠ্‌ল...

তখন বর্ষাকাল—

এই নদী দেখ্‌ছেন ময়না, স্যাওলা আর ঘাসে ভরা, ছোঁড়ারা লাফ দিয়ে দিয়ে এ-পার ও-পার করে; তখন ময়নার এমন হাড়চাটা চেহারা ছিল না। আপনাদের ঐ চরের জমির মোট্‌টাই ময়নার পয়স্তি; ওপারেরও ঠিক্‌ অতখানি...নদী তা' হ'লে কত চ্যাওড়া ছিল তা' একবার ভেবে দেখুন, বাবু! বর্ষাকালে তার জলের ডাকে কান পাতা যেত' না, এম্‌নি হু-হু শব্দ।...সে যাই হোক্‌, কাঁচা পয়সার টানে

হরিশ-ঠাকুর বৌ-ছেলে নিয়ে পান্সীতে উঠ্‌ল'—বাড়ীতে রেখে' গেল বিধ্‌বে মেয়ে যোগেশ্বরীকে, যোগেশ্বরীর বছর তিনেকের একটা মেয়ে মিণ্ময়ই, আর যোগেশ্বরীর বছর দেড়েকের একটা ছেলেকে !

হরিশ-ঠাকুরের যাওয়ার সময় যোগেশ্বরী কেঁদে বল্‌ল,—বাবা, আমাদের কি উপায় হবে ?

হরিশ বল্‌ল,—তোমাদের উপায় ? তোমাদের উপায় রেখে গেলাম ঐ গোলাবন্দী করে', আর ঢেঁকি ত' নিয়ে যাচ্ছিনে, থাক্‌ল' ; ধান ভান্‌বে' আর খাবে ! · বলে' সে মেয়েকে পায়ের ধূলো দিয়ে নিষ্কাতরে যেয়ে নৌকয় উঠ্‌ল।···কিন্তুক্, হরিশ-ঠাকুরের মত মানুষ বোঝে না, বাবু, যে যাবার সময় মানুষকে অমন করে' গোলা দেখিয়ে যাওয়া তাকে অপমান করা।···বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ।

—তা-ই। বিশেষ যখন কেবল যাচ্ছ' বলেই কষ্টে আর একজনের বুক ফাট্‌ছে' !···এদিকে মা আর মেয়ের কান্না আর শেষ হয় না। নৌক' খুল্‌বার সময় ব'য়ে যায়, দাঁড়ি বেটা কাছি খুলে' ফেলেছে, কিন্তুক মেয়ে মাকে আর ছাড়ে না···

হরিশ-ঠাকুর নৌক'র উপর থেকে' দাঁত খিঁচিয়ে তর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল'।···মেয়েটি সম্প্রতি বিধবা হয়েছিল। বাপ তাকে ফেলে' রেখে' বিদেশ যাচ্ছে' দেখে' তার সোয়ামীর শোকই উথলে' উঠল' বেশী করে'। সোয়ামী যদি বেঁচে থাক্‌ত' তবে ত' এমন করে' চোখে আঁধার দেখ্‌তে' হ'ত না। · হরিশ-ঠাকুর কেমন যেন দুর্ম্মুখ চোয়াড় ধরণের লোক ছিল···

পিসিমা সবটা না হোক্ গল্পের কিছু বোধ করি শুনিয়াছিলেন··· তিনি যাওয়া আসার সময় একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তাঁর মুখ শুষ্ক, এবং কিছু বলিবেন বুঝি! কিন্তু কিছু না বলিয়াই তিনি আপন কাজে গেলেন।

পিরু তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই—

সে বলিতে লাগিল,—চিরদিন একটা মিষ্টি কথা ভুলেও সে মেয়েকে বলে নাই; যাবার সময়ও দুখিনী মেয়েটাকে একটা মন-বুঝান' কথাও বলে' গেল না। কাজটা কি তার উচিত হয়েছিল? বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—না, তাব উচিত হয়নি'।

—তা যা-ই হোক্, হরিশের বাস্তণী মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে' ছেলে ভাবতকে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল'। নৌক' ছেড়ে দিল; হবিশ ঠাকুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা কর্‌তে লাগ্‌ল···জলের টানে নৌক' তীরের মত ছুটে' চল্‌ল'; যোগেশ্বরী চোখের জল মুছে' ছেলেটাকে কাঁখে করে' আর মেয়েটার হাত ধরে' ফিরে এল···

কিন্তুক, আমরা সেখানেই দাঁড়িয়েই থাক্‌লাম সেই চলন্ত নৌকব দিকে চেয়ে।···মনটা কেমন খালি হয়ে গেল।···চলে যাওয়ার একটা দুঃখু আছে, বাবু, যা' নিতান্ত নিম্পরেরও বাজে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—তা' ত' বাজেই।

—বাজে বৈ কি! তারপর, বর্ষার ঐ ভরা নদী!···আমরা যেন বুঝ্‌তে' পার্‌লাম, বাবু, নদীতে যেমন জল ধর্‌ছে না, বিধ্‌বে এই মেয়েটির

বুকের চার পাশ তেম্‌নি ভরা-জলের ধাক্কায় ভাঙ্‌ছে! · নদীর বাঁক ঘুরে' নৌক' চলে' গেল···যখন আর একেবারেই দেখা গেল না তখন আমরা ফিরে এলাম। খানিক্‌ এসেই একবার পিছন্‌ ফিরে চেয়ে দেখলাম, নদীর ঘাট যেন খা খা কর্‌ছে।

হরিশ বিদেশ গেল কি কর্‌তে তা' সে-ই জানে। মেয়েটা কিন্তুক ভাত কাপড়ের দুঃখু কোনদিনই পায় নাই। ··তখনকার দিনে মান্‌ষে মান্‌ষে একটা আপন আপন ভাব ছিল। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ, ছিল বলেই মনে হয়।

—ছিল বৈ কি, কিন্তুক এখন তা' নাই। নিজেরই মন দিয়ে বুঝ্‌তি পারি, বাবু, তেমন আপন আপন যেন আর কাউকে লাগে না।···যা-ই হোক, যোগেশ্বরী ছেলে-মেয়েকে মানুষ কর্‌তে লাগ্‌ল; গাঁয়ের দশজনই তাকে নিজের মা বোনের মত চখে' চখে' রাখে, পাহারা দেয়, খোঁজ্‌ তল্লাস করে, দরকার হ'লে বদ্যি ডেকে আনে, ক্ষেতের আকর ঘরে তুলে' দেয়···এম্‌নি করে' গাঁয়ের লোকই তাকে আগ্‌লে' রাখে···

হরিশ-ঠাকুর ইদিকে বর্ষার দিনে আসে, আবার বর্ষা থাক্‌তে থাক্‌তেই চলে' যায়। হরিশ দু'টো চাকর সঙ্গে করে' আনে, রাঁধার বামুন আনে সঙ্গে করে'—লোকে তা' দেখে; তার পরিবারের গয়না আর ছেলের আর নিজের কাপড় চোপড় জাঁক-জমক্‌ দেখে' দেশের লোকের বিদেশের দিকে টান ধরে···

তা' যা-ই হোক্‌, আমরা হরিশের মুখে শুনি দেশ-বিদেশের গপ্প, কবে কার নৌক' ডাকাতে' তাড়া করেছিল তারই কথা, বিদেশী

লোকের রীত্-বেরীতের কথা···আর লোকের মুখে শুনি হরিশের টাকার কথা—হরিশের টাকার নাকি অন্ত নাই। শুন্‌লাম, হরিশ সেই বিদেশেই উত্তবেই পাকা ঘর-বাড়ী করেছে, সেইখানেই সে থাক্‌বে··এমনও নাকি হরিশ বলেছে শুন্‌লাম যে, মেয়ের ছেলেটা যদি মানুষ হ'য়ে দেশের বাড়ী রাখ্‌তে পারে বাড়ী থাক্‌বে, না পারে বাড়ী যাবে।···শুনে, আমরা মনে বড় কষ্টই পেলাম।···বাপ্-ঠাকুদ্দার বাস্তুর মায়া কাটিয়ে হরিশ সেই মুলুকে থাকৃতে চায় কোন্ প্রাণে!··· কিন্তুক অবশেষকালে হ'লও তাই।—প্রথম প্রথম সে বছর বছর আস্‌ত', তার পর দু' তিন বছব পর পর, তার পর একেবারেই আসা ছেড়ে' দিল।···আমরা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লাম, হরিশ বলেই এমন কাজটা পার্‌ল', আর কেউ পার্‌ত না।·· কিন্তুক, এখন দেখ্‌ছি, বাবু, সবাই তা' পারে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ; এখন ত' বিদেশেই ঘর-বাড়ী করে' আছে অধিকাংশ।

—আছে বৈ কি, বাবু; আছে; তা' না থাক্‌লে' আর গাঁয়ের এমন অরাজক হা-দশা হবে কেন!···তা' যাক্, এখন হরিশের কথাই বলে' শেষ করি। হরিশ আর গাঁয়ে আসে না···এম্‌নি করেই দিন যায়···আমরা তাকে এক রকম ভুলেই গিছি·· লোক চলে' গেলে যে ফাঁক্ পড়ে' যায় তা' ভর্‌তে বেশীদিন লাগে না, বাবু, এ আমি দেখিছি; মানুষের মন জুড়োবে বলেই ভগমানের এই নিয়ম করা আছে···

আমি বলিলাম,—তার পর ?

—হরিশ-ঠাকুর আর আসে না···হঠাৎ একদিন, এক পহোর বেলা আছে, এমন সময় যোগেশ্বরীর গলার মড়া-কান্না শুনে' আমরা দশে-বিশে

দৌড়ে এলাম—বলি ব্যাপারটা কি হ'ল? এসে শুনলাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে...তার মরার একদিন পরই তার বাস্তুণীও মারা গেছে—দু'জনই ঐ এক কলেরাতে। ছেলে ভারত ভালই আছে।... তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকের আপিস্ ছিল না, এ গাঁয়েও ছিল না; উ-ই নিধিরামপুর থেকে, আড়াই কোশ দূর থেকে, মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে হর্করা এসে' ডাকের চিঠি দিয়ে যেত'।...আমরা চিঠি পড়ে' হিসেব করে' দেখ্লাম, হরিশ-ঠাকুর মারা গেছে আজ দশ দিন।...

যা' হোক্, সে-দিকে যা' হবার তা' হ'ল।

কিন্তুক, এ-র মধ্যে আর দু'টো ঘটনা ঘটে' গেছে—মিণ্ময়ই আর ভারতের বিয়ে। · তখনকার দিনে, বাবু, বিয়ের ছেলে ছিল সস্তা, মেয়ে ছিল আক্রা—টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হ'ত।...কষ্টেসিষ্টে পাঁচ ভাইয়ের দু' ভাইয়ের বিয়ে যদি হ'ত, টাকার অভাবে আর তিন-ভাইয়ের হ'তই না...মানুষের বংশবিদ্ধি তেমন হ'ত না—নির্ব্বংশও হ'য়ে গেছে অনেক ভাল ভাল লোক।

—যাক্, তার পর?

—তার পর, এই টাকা চাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি চল্তে' চল্তে' মিণ্ময়ইর বয়েস দশ উৎরে' এগার হ'য়ে গেল।...এখন ঘরে ঘরে সতর' আঠারো বছরের মেয়েরা বেশ স্বস্ছন্দে আছে—বড় হয়েছে বলে' তাদের বাপ্ মা'র কি তাদের নিজের কোনো ভাবনাই যেন নাই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, তা' ত' আছেই।

—আছে বৈ কি! · কিন্তুক তখন দশ উৎরে এগারোয় পড়্লে

মানুষের হাত মাথায় উঠে' যেত'···আর তার গঞ্জনা ছিল কি কম! গঞ্জনার জ্বালায় লোকে গলায় দড়ি দিতে দৌড়ত'।···যোগেশ্বরী ছিল বোকা-সোকা আর বেজায় ঢিলে মানুষ। বিধ্‌বে আর একা হ'লেও যে-কাজটা সে পার্‌ত তা-ও যেন তার ভুল হ'য়ে যেত'।··ছেলের ঘর বাছ্‌তে' বাছ্‌তে', মেয়ের দর কষ্‌তে' কষ্‌তে', হ'বে হ'চ্ছে, এটা নয় ওটা কর্‌তে' কর্‌তে' মিণ্ময়ি এগারোয় পড়্‌ল'···তখন লেগে গেল হুড়োহুড়ি তাড়াতাড়ি! লোকের গঞ্জনায় যেন পাগল হ'য়ে যোগেশ্বরী মিণ্ময়ির বিয়ে দিয়ে দিল এক তেকেলে বুড়োর সঙ্গে···তাতে দেশের লোকের মাথার পোকা মর্‌ল, কিন্তুক দেশের লোকের আশীর্ব্বাদ পেয়েও বুড়ো বেশীদিন টিক্‌ল' না···মিণ্ময়ি বিধবা হ'য়ে মায়ের কাছে এল—তখন সে বারো উৎরে মাত্তর তেরোয় পড়েছে।···আব একটা কথা, বাবু, আমি সময় সময় ভাবি; তখনকার দিনে বিধবা হওয়াটা কেমন ধাত-সওয়া মত ছিল, কিন্তুক আজকাল সেটা যেন কারুরই ধাতে সয় না।···বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বে বৈধব্য সকলেরই ধাতে সহ্য হইত, এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সহ্য হয় কি না, তাহা সহসা অনুমান করিতে না পারিয়া পিরুর প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ নিরুত্তরই রহিলাম—

এবং সেই অবসবে চোখে পড়িল, দিবাবসানের আর দেরী নাই··· কখন ছায়ার অবতরণ সুরু হইয়াছিল জানিতে পারি নাই—এখন দেখিলাম, উঠানের বারো-আনাই ছায়াময়—অবশিষ্ট রৌদ্রটুকুও নিস্তেজ।

পিরুর গল্প ভালই লাগিতেছিল—

বলিলাম,—তা' হবে।

পিরু বলিল,—তা-ই। বুড়ো বুড়ো বিধ্‌বেরও এখন বিয়ে হয় শুনি; কিন্তুক তখনকার দিনে আঁতুড়ে মেয়ে বিধবা হ'লেও তার আবার বিয়ের কথা লোকে মনে আন্‌তেও পার্‌ত না।

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র এবং সনাতন প্রথার প্রতি আমার মনের টান নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রোশও নাই; বাহিরের জিনিষ বলিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে ঐ গুলিকে বাহিরেই রাখিয়া দিয়াছি।…শাস্ত্রে প্রথায় গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল—চারিদিক্‌কার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলক-ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই, আরো দশজনের মত, আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই, ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার-বিচার বিষয়ে একেবারে নিঃস্পৃহ।…ধর্ম্ম মনে, আর যাহাতে মানুষের দুঃখের হ্রাস হয় তাহাই কর্ত্তব্য—এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বসিয়া আছি।…পিরুর কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার ছিল—বৈধব্য কেন সহিতেছে না তার হেতুর মর্ম্মের কথাটা বলিতে পারিতাম; সহিবার আবশ্যকতা নাই, সংখ্যায় লঘুতর হিন্দুর তাহাতে কি ক্ষতি ইত্যাদি অনেক কথা কহিয়া পিরুর চোখ ফুটাইয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু পথ চলিতে চলিতে গুরুভার অথচ অনাবশ্যক যে বস্তুটিকে অক্লেশে এড়ান' যায় তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা।

বলিলাম,—তারপর মৃণ্ময়ীদের কি হ'ল?

পিরু একটু নড়িয়া বসিল—

কাঁধের গামছাখানা ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে আনিয়া বলিতে

লাগিল,—তার পর অনেকদিন যোগেশ্বরী মন খুব খারাপ করে' থাকল'···মেয়ের মুখের দিকে তাকালে' তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে।··· কেঁদে' কেটে' ভারতকে সে চিঠি লিখ্‌ল',—বৌটিকে নিয়ে একবার আয়, ভাই; তাকে আমি দেখি নাই; যদি তোদের মুখ দেখে আমার বুকের আগুন নেবে।···

বোনের বুকের আগুন নেবাতে' বৌ নিয়ে ভারত দেশের বাড়ীতে এল। · এসেই বল্‌ল, মাস-ছয়েক থাকব, বেশীদিন থাক্‌বার যো নাই, সেখানে কাজ বিস্তর ··জোত্‌, জমা, তেজারতি, কত কি!

দেখ্‌লাম, ছেলেটা বেশ সুপুরুষ; তার বাপের মত কাঠখোট্টা হাঙ্গামে' নয়; বৌটাও চমৎকার লক্ষ্মী, হাসি-খুশী কথা-বার্ত্তা, যুবতী কালে যেমন হয়।···বাড়ীতে শুন্‌লাম, বৌটাব সন্তান হবে—এই তিন মাস।

যোগেশ্ববী ভাই আর ভাজ পেয়ে হাতে যেন স্বগ্‌গ পেল'—মিণুইও তাই।···মায়ে ঝিয়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগ্‌ল—তাদের কি খাওয়াবে, কেমন করে' তুষ্টু কর্‌বে!···রক্তের টান ত' ছিলই, তার উপর তারা গরীবের বৌ-ঝি, ওরা বড়লোক; ওদের অন্নেই মিণুইর মা মানুষ···দয়া কবে' ওরা এসেছে যদি, কষ্ট পেয়ে না যায়।

কিন্তুক, ভাইকে সুখী করতে ওদের কায়কষ্টের শেষ থাক্‌ল' না। ওদের নাওয়া খাওয়ার সময় কিছু ঠিক্‌ ছিল না · দু'টোয় খেত', তিনটেয় খেত', কোনোদিন রাত হয়েও যেত'; কিন্তুক ভারতের ভাত দেতে হয় দশটার মধ্যে···ওরা খেত' সেদ্দ পোড়া, ভারতের জন্যে রাঁধে দশ তরকারী···তার জন্যে শেষ রাত্তিরে উঠে' কাঠ-কুটো কুড়নো, ঝাঁটপাট

বাসি-কাজ সারা···তারপর রান্না, মাছের হেঁসেলে দু'বেলা, নিরামিষ একবার···তারপর ধান সেদ্ধ—ঢেঁকিতে কুটে' তা' চা'ল করা·· তার আগে তা' টেনে' টেনে' রোদে দে'য়া, টেনে' টেনে' তোলা ··

কাজের. আর অন্ত থাকৃল না, বাবু, ঐ দুটি লোকের জন্যে।··· একাদশীর পরদিন সকাল সকাল নেয়ে শুকনো গলায় একটু জল দেবে তাড়াতাড়ি, তারও সময় তারা পায় না—

কচি মেয়েটার একবারে মর্‌বার হাল হ'ল—

তবু বউকে তারা কাজের নাম করৃতে দেয় না—সে তোলা থাকে।

ভারত দশ-তরকারী-ভাত সময় মত খায়-দায় আর বৌকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকে···

গাঁয়ের লোকই দু'দশজন বল্‌ল, কর্‌ছ কি, যোগেশ্বরী! মেয়েটা যে মল'।···আর তারাই একটা কাজের লোক জুটিয়ে এনে যোগেশ্বরীর জিম্মা করে' দিয়ে গেল···মিণ্ময়ই আর ভারতের বউয়ের সমবয়সী একটা মেয়ে—সৎজাতের অনাথা মেয়ে।···মিণ্ময়ই আর ভারতের বউয়ে ভাব ছিলই—এ-র সঙ্গেও তাদের ভাব হ'য়ে গেল।···

ভারতের ছ'মাসের দু'টো মাস এম্‌নি করেই কাট্‌ল—ভারত যাই যাই করে কিন্তু যায় না···

মিণ্ময়ই তার মাকে একদিন বল্‌ল,—মামা কবে যাবে?

শুনে' যোগেশ্বরী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে' মেয়ের গালে এক ঠোনা মেরেই বস্‌ল···"নরম কাঠে ছুতোরের বল্" বলে' একটা কথা আছে, বাবু, যোগেশ্বরীর হ'ল তা-ই; মেয়েকে সে গাল-মন্দ করে' বল্‌ল, তোর খাচ্ছে ওরা যে তুই তাড়াতে চা'স্?···কিন্তুক একটিবার

জিজ্ঞেসা করল না, মেয়ে এমন কথা বলে কেন!...মিণ্ময়ই অন্যায় কিছু বুঝেছিল নিশ্চই—কিন্তুক মায়ের হাতে মা'র খেয়ে সে চুপ ক'রে রইল...

তাবপরই এমন একটা কাণ্ড ঘটে' গেল, বাবু, যার দুঃখু এখনো আমার যায় নাই। কাণ্ডটা ঘট্‌ল' সত্যিই, কিন্তুক না ঘট্‌লেও ত' কারু কিছু হানি হ'ত না।...যদি বলেন, ঘটা'লেন ভগমান; কিন্তুক সেটা বড় শক্ত কথা, বাবু; সে-কথাব ফয়শালা আমরা করতে পারিনে!

পিরু খানিক চোখের পলকপাত বন্ধ রাখিয়া আর নিঃশব্দ থাকিয়া বলিতে লাগিল,—যে-দিন ঘটনাটা ঘট্‌ল', বাবু, সে-দিন বড় বিষ্টি; সন্ধ্যে রাত, অন্দকার, আর তেম্‌নি গলদ্‌ধারে বিষ্টি।...যোগেশ্বরী তার হবিষ্যি-ঘরে বসে' জপ করছিল; তার ছেলেটি একধারে বসে' পড়া পড়ছিল; মিণ্ময়ই রান্নাঘরে মাছ-ভাত বাঁধছিল; ভারতের বৌ গিরিবালা তার কাছেই ছিল...হঠাৎ কি দরকারে সে ভারতের শোবার ঘরে উঠে চৌকাঠে পা দিয়েই দেখ্‌ল'—

পিরু থামিল—

আমি সোৎসুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম...এবং পিরু আর কথা কহে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতের স্ত্রী কি দেখ্‌ল'?

উত্তরে পিরু বলিল,—বাবু, আপনি আমার মনিব। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তুক গোখ্‌রোর বাচ্চা গোখ্‌রোই।...মনিবের মুখের সাম্‌নে কথাটা উৎচারণ ক'র্‌ব কিনা তা-ই ভাব্‌ছি।

আমার তখন কৌতূহল প্রদীপ্ত—

মুরুব্বির মত সদয়কণ্ঠে অভয় দিয়া বলিলাম,—বল।

পিরু সাবধানে এ-দিক্ ও-দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খুব খাটো করিয়া বলিল,—দেখ্‌ল', ভারত সেই পা'ট্‌করুণী মেয়েটার মুখখানা তুলে' ধরে' হেসে হেসে—

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল—

লাফাইয়া উঠিলাম,—বল কি ?

পিরু কথা কহিল না…

বহুক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া যখন সে কথা কহিল, তখন তার কণ্ঠস্বর ক্লেশে যেন ভাঙা-ভাঙা। বলিল,—মান্‌ষের মন কি যে চায় আজও তার দিশে পেলাম না, তা' আগেই বলেছি। ভগমান ধম্ম দিয়েছেন, অধম্ম দিয়েছেন, আর মন দিয়েছেন বুঝে' নেবার। কিন্তুক্ মানুষ তা' বুঝ্‌ল' না, বাবু ; সব ডুবিয়ে দিয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঐ কাজটাকেই কেন বড় করে' তুলেছে তা' অনেক ভেবেও ঠিক্ কর্‌তে পারি নাই, বাবু।…জিনিষটা আছে সত্যি, আর সে ছুট্‌বেই, কিন্তুক তার ওজন নাই কেন তা' জানিনে। মানুষ ইচ্ছে কর্‌লেই জিনিষটাকে বশে আন্‌তে পারে—দুনিয়ার সব যদি মিছে হয় তবু এ-কথা মিছে নয়, বাবু, এ আপ্‌নাকে আমি বল্‌ছি।…বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

হ্যাঁ ছাড়া না বলিবার উপায়ই ছিল না—

বলিলাম,—হ্যাঁ।

—আপ্‌নারা ত' তা' বল্‌বেনই, ভদ্দরলোক, ল্যাখাপড়া শিখেছেন ; আমরা মুখ্যু চাষা মানুষ—আমরাও তা-ই বলি।

—তারপর কি হ'ল ?

—বৌটি তা-ই দেখে' যেমন গিয়েছিল তেম্‌নি শব্দটি না করে' ফিরে এল। সে আসতেই মিণ্টুই বল্‌ল, মামী ভাত দেখ' ত'—মা জল খেতে' ডাক্‌ছে। বলে' সে চলে' গেল…

কিছুক্ষণ পরেই ও-ঘরের বারান্দা থেকে যোগেশ্বরী ডেকে' বল্‌ল',—ভাত পুড়ে' যে ছাই হ'য়ে গেল, বৌ ; ঘুমুলি নাকি ?…অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে যোগেশ্বরী ভারতকে ডেকে রান্নাঘরে তদারকে পাঠিয়ে দিল ; ভারত এসে দেখ্‌ল,' বৌ খালি খুঁটি ঠেস্ দিয়ে ঠায় বসে' আছে—উনুনে হাঁড়ি চাপান'…

ভারত বৌকে ধম্‌কে' তুলে' দিয়ে এল।

মানুষের মনের ভাব আমরা ভাল বুঝিনে, বাবু ; বৌটার তখন মনের ভাব কি হ'ল তা-ও জানিনে ; আর কি করে' যে কি ঘট্‌ল' তা-ও জানিনে—জান্‌তে চাইওনে।…কিন্তুক ভারত তাকে গায়ে পড়ে' টেনেছিল, এ নিশ্চয়।… ছোঁয়া দিয়ে, ছুঁয়ে, চাউনি দিয়ে, হাসি কেড়ে' সোমত্ত মেয়েকে পাগল করে' তোলা কিছু কঠিন ত' না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—যোগেশ্বরী বুঝ্‌সুঝের তাল-সামালী লোক ছিল না ; সে এম্‌নি ধারা আল্‌গা মানুষ ছিল যে, যা' সে চোখে দেখ্‌ত' তা-ও যেন তার মনের নাগাল পেত' না…বাইরের হাবভাব আর লক্ষণ দেখে' ভিতরের খবর পাওয়া ত' তার একেবারেই অসম্ভব।

বৌয়ের ভাবগতিক দেখে' ভারতের কেমন সন্দেহ হ'ল ; সে

সাবধান হ'ল ; কিন্তুক সকল দিকে সাবধান হ'লেই সব দিক্ বাঁচ্ত'।

স্বপ্ন সে মেয়েটার নাম—

মিণ্টুইর মত ভারতকে সে মামা বলে' ডাকৃত ; কিন্তুক হঠাৎ একদিন সে মামা বলে' ডাকা ছেড়ে দিল। সে ত' তা' দিলই···মিণ্টুইও ভারতের সাম্নে আস্তে চায় না, ঠেলে পাঠাতে গেলেও ঘাড় গুঁজে গোঁ ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে···

তা-ই দেখে' যোগেশ্বরী রেগে রুখে' উঠে' বল্ল,—মিনি, তোর হ'ল কি লো ? মামার সাম্নে বেরুতে চাস্নে যে ?

যোগেশ্বরীর ভয় হ'ল, মিণ্টুইর হঠাৎ এই গুটিয়ে আসাতে অনাদর হ'ল মনে করে' ভারত যদি রাগ করে !···কিন্তুক একেবারে ভুল, বাবু, আগাগোড়া সব একেবারে ভুল।···মিণ্টুইর এ লজ্জা যে কিসের লজ্জা তা' বোঝ্বার সাধ্যি যোগেশ্বরীর ছিল না।

স্বপ্নর লজ্জা আরো বেশী—

সে ঘাড় ফিরিয়ে যাওয়া আসা করে', মামা বলে' ত' ডাকেই না। যোগেশ্বরী কেবল তাড়না করে,—এদের হ'ল কি !···তোদের জ্বালায় কি ভাই আমার না খেয়ে চলে' যাবে। তোরা দূর হ'য়ে যা···

বকৃতে বকৃতে হঠাৎ একদিন যোগেশ্বরীর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়্ল', সেই আগুনে তার ভিতর বা'র পুড়ে' একেবারে ছার হ'য়ে গেল।···পাপ আর পারা বেরুবেই, বাবু ; মাস তিন চার পরেই, সন্তান-হওয়া মানুষ বলেই যোগেশ্বরী ধরে' ফেল্ল যে—

কথাটা স্পষ্ট করে' না-ই বল্লাম, বাবু।···লোকে বলে মরার বাড়া

বিপদ নাই ; কিন্তুক এ-বিপদ যে মবাব বাড়াও কত বড় বিপদ তা' যেন কারু শত্তুবকেও কখন না জান্‌তে হয়, বাবু।···যোগেশ্বরী কোণায় কোণায় কেঁদে বেড়া'তে লাগ্‌ল ; খাওয়া দাওয়া একেবাবে ছেড়ে' দিল। নিজেব মনেই ভেবে' দেখুন, বাবু, এই পাপ· আব লজ্জা গোপন কর্‌তে কত বড় একটা পাপ-কায্যেব দবকাব!·· যোগেশ্বরী একেবাবে পাগলেব মত বেঠিক্‌ হ'য়ে উঠ্‌ল ; কিন্তু ভাইকে দু'টো কথা বল্‌বে এ সাহস তাব হ'ল না।

বাবু, কথাটা ভাব্‌তেও যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে। · সব্বনাশ যে এতদূব এগিয়ে গেছে বৌটা তখনই তা' জান্‌তে পাবে নাই—কিন্তুক্‌ খুব বেশীদিন তাব অজানা থাক্‌ল' না।

ভাবত ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায, ছিপ্‌ ফেলে' মাছ ধবে, তাস পাশা খেলে · যেন সে কিছুব মধ্যেই নাই।...কিন্তুক, ভাবুন বাবু, এইটে যদি ঠিক্‌ উল্টো হ'যে ঘট্‌ত'? খুন একটা হোক্‌ না হোক্‌, ভাবত বৌকে ত্যাগ কর্‌ত কি না? বলুন বাবু, ত্যাগ কর্‌ত কি না?

—কবৃত। বলিয়া আমি বাধ্য হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিবাইলাম। ·· জোয়ান পুরুষ আমি, এবং সেই হিসাবে গল্পোক্ত ভাবতেব সমধর্ম্মী··· ইহারই অকাবণ একটি লজ্জা যেন জোব কবিযা আমাব মুখ ঠেলিযা অন্যদিকে ফিবাইয়া দিল—পিরুব কণ্ঠস্ববে এম্‌নি একটা ক্ষমাহীন আক্রোশের তেজ ছিল।

পিরু একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল—

তাবপর বলিতে লাগিল,—সোয়ামী এত বড় দাগাটা তাকে দিল, এমন অবিশ্বাসের ইতর কাজটা সোয়ামী কর্‌ল·· বৌটা কেবল

কেঁদে কেঁদে' দু'টি চক্ষু অন্ধ করে' ফেল্‌ল'···একটি কথা বল্‌ল না যে, তুমি এ কাজ কর্‌লে কেন, কি আর কিছু।

তারপর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তা' আমি বল্‌ব আপ্‌নাকে, কিন্তুক তার আগে সেই সতীলক্ষ্মীর পায়ে দণ্ডবৎ করে' নেব। বলিয়া পিরু উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সতীর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার একটা প্রণাম নিবেদন করিল—

যখন সে মুখ তুলিল তখন তার চোখ যেন ভিতরকার জলের ঝাপ্‌টায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে···

রক্তবর্ণ চক্ষে সোজা আমার দিকে চাহিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—বাড়ীতে অত লোক, কিন্তুক সব একেবারে চুপ্‌···পোড়ো-বাড়ীর মত বাড়ী অষ্টপহর খা খা করে।···দু'-তিনদিন চুপ্‌ করে' থেকে' থেকে' চোখের জল ফেলে' ফেলে' ছ'-সাতমাস পোয়াতী বৌটা একদিন, ঠিক্‌ এম্‌নি সময়, দরজায় খিল এঁটে' দিয়ে নিজের কাপড়ে দিল আগুন লাগিয়ে।···তখনই কারু নজরে পড়ে নাই; আগুন কিছুক্ষণ জ্বল্‌বার পর, ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুগ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে', কি হ'ল, কি হ'ল, দেখ্‌, দেখ্‌, কর্‌তে কর্‌তে এসে যখন দরজা ভেঙে' লোকজন ঘরে ঢুক্‌ল' তখন পোড়া শেষ—বৌটা খাবি খাচ্ছে'।···সেই থেকে' এ গাঁয়ের নাম পোড়া-বৌ।···বলিয়া পিরু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল···গামছা দিয়া চোখ্‌ মুছিয়া বলিতে বলিতে গেল,—বেশ করে, লোকে এ-গাঁয়ের নাম করে না।

তৃতীয়
পরিচ্ছেদ

পিরু দুস্ত্যাজ্য কঠিন একটা আব্‌হাওয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। ঘটনার সূক্ষ্মাংশগুলি সে বলে নাই—কিন্তু তাহাতে ঘটনার বীভৎসতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ঘটনার স্থূলত্বই আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল বেশী—

মন দিয়া বিচার করিয়া সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ কবিয়া লইবাব ইহাতে কিছু নাই···স্থূল-কলেবর নগ্ন ঘটনাব পরিসমাপ্তি সেই ধূমায়িত বহ্নি যেন আমার সম্মুখে জ্বলিতে লাগিল···

হাতের বিড়ি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া অবশচিত্তে গল্পের আব-হাওয়ার ভিতরে খানিক্ আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল···

যখন উঠিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলাম, তখন বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যার ঘোর জমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাহিরটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার··· চারিদিক্ একেবাবে নিঃশব্দ···নিবিড়পল্লব গাছেব ভিতর কি একটা পাখী হঠাৎ গুম্ গুম্ শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—

চম্‌কিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—পিসিমা, ও কি ?

—কি রে ? বলিয়া পিসিমা দীপ লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি বলিলাম,—ওই ডাক্‌ছে।

—প্যাঁচা। কেউ কেউ বলে হুতুম-পাখী।

শুনিয়া আমার ভয় গেল ; কিন্তু হুতুমের গলার আওয়াজ বড় ভারি !

দিনের বেলায় এত রৌদ্র আমরা পাই না বটে, কিন্তু এত প্রচুর অন্ধকারও প্লাবনের মত বেগে চারিদিক হইতে ছাইয়া আসে না; মেঘলা দিনেই আমরা কল্ টিপিয়া বিজ্‌লি-বাতি জ্বালি, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট অলি-গলি গৃহ এবং চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া ওঠে।

তারপর এই নীরবতা—

দিনে উন্মুক্ত আকাশ এবং ক্ষেত্র আর দুরদুরান্তের বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া যে নীরবতা শান্তিপ্রদ মনে হইয়াছিল, পৃথিবী গুটাইয়া এই গৃহের মাঝে একটিমাত্র প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেই সেই সৃষ্টিব্যাপী নীরবতা কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল··

কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে পিসিমা হাসিবেন; তিনি ইহারই মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছেন।

বলিলাম,—পিসিমা, তোমার হাতের কাজ ফুরুলো?···রান্না-বান্না ত' নেই এ-বেলা?

—না।

—চলো, ঘরে বসে' গল্প করিগে।

—বাইরেই বোস্, ঠাণ্ডায়। বলিয়া পিসিমা তাড়াতাড়ি 'সন্ধ্যাবাতি' দেখাইয়া, এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক কাজ সারিয়া আসিয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া দিলেন—আমি উঠিয়া বসিলাম···

পিসিমা পা ধুইয়া আসিয়া বসিলেন; এবং একেবারেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিরুর গল্প শুন্‌লি?

আমি বিমর্ষভাবে বলিলাম,—শুন্‌লাম।

পিসিমা বলিলেন,—গল্পের আরো খানিক্ আছে।

—আরো আছে! তুমি জানো আগাগোড়া ?

—জানি।

—তবে বলো শুনি। বলিয়া হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম…

রাত্রের আকাশের রূপ কেমন তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ কখনো হয় নাই; দেখিয়াছি নিশ্চয়ই, কিন্তু চোখের সম্মুখে প্রখর আলো জ্বলিত বলিয়া এমন করিয়া সে চোখে পড়ে নাই।… এখানে দেখিলাম, অন্ধকার যেন ভূতল হইতেই উত্থিত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে, এবং সেই অন্ধকাবের প্রান্তে সূচ্যগ্র আলোকবিন্দুগুলি চক্ষু-তারকার মত নিম্নের দিকে চাহিয়া আছে… নক্ষত্রের কোনোটা সুপ্রভ, কোনোটা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, কোনোটা মুহুর্মুহুঃ টিপ্ টিপ্ করিতেছে, কোনোটা থাকিয়া থাকিয়া; কোনোটা একেবারে স্থির—

কল্পিত বেখা টানিয়া চাবিটি নক্ষত্র যুক্ত করিয়া একটি চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিলাম · তারপর একটা নিঃশ্বাস পড়িল…জিজ্ঞাসা করিলাম, —তুমি জানো ?…ও, বলেছ ত' জানো। বলো শুনি।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন,—তোর ঠাকুর্দ্দা তখন জানা লোক। বদ্‌মেজাজী বলে তাঁর বদ্‌নাম ছিল না, কিন্তু খাঁটি আর রাগী লোক বলে লোকে তাঁকে ভয় ভক্তি কর্‌ত। · তাঁর কানে কথাটা কে তুলে' দিল জানিনে; তবে অত বড় কথাটা কানে না এসেই পারে না।…শুনে' তিনি ভারতকে ডেকে' পাঠালেন। · বাড়ীতেই সে ছেলের কথার বাজি আর কার্‌সাজি—তোর ঠাকুদ্দার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে থর্‌থর্ করে'

কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বা'র-বাড়ীর উঠোন তখন লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে।...তোর ঠাকুদ্দা বল্‌লেন, তোকে দু'খণ্ড করে' কেটে এই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে আমার কিছু হয় না তা' জানিস্? তুই হরিশের ছেলে বলে' তোকে পেয়াদা দিয়ে জুতো মারা'লাম না—

লোকগুলো হৈ হৈ করে' উঠ্‌ল; বল্‌ল,—তা-ই করুন, বাবু; দেন হুকুম; আমরা ঠিক্ হয়ে আছি। শিক্ষে দিয়ে দিই।

কিন্তু তা' আর করা হ'ল না—

তোর ঠাকুদ্দা বল্‌লেন,—তুমি সেই মেয়েটাকে তিন্‌শো টাকা দেবে নগদ...বোন্ আর ভাগ্নিকে তোমাদের উত্তরে নিয়ে যাবে...ভাগ্নিকে তোমার হাতে দিয়ে অবিশ্যি বিশ্বাস নেই; কিন্তু উপায় নাই।...রাজি আছ?

ভারত বল্‌লে,—টাকা আমি কোথায় পাব?

কর্ত্তা বল্‌লেন,—সেখান থেকে আনাও।...যতদিন টাকা না আসে ততদিন তুমি নজরবন্দী থাক্‌বে...আমার লোক তোমার পিছনে থাক্‌ল'...পালা'তে গেলেই তোমার সমস্তটা না পারুক মাথাটা এনে আমাকে সে দেখা'বে।

লোকগুলো আবার হৈ রৈ করে' উঠ্‌ল, কি না, উপযুক্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

সদর সর্দ্দার এগিয়ে এল; বল্‌ল,—কত্তা, এ-র উপর নজর রাখ্‌বার ভার আমাকে দেন্।

কর্ত্তা ভারতের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন; বল্‌লেন, এই সদর সর্দ্দার তোমার পাহারায় থাক্‌বে—এ-র নাম সদর সর্দ্দার, এই

পবিচয়ই যথেষ্ট ; কিন্তু তুমি জানো না বলেই বলে দিই, তোমবা যেমন বাড়্‌তি নখ কাটো অনায়াসে, মানুষের গলা ও তেমনি চোখ বুজে' কাটে। বলে' তিনি ভাবতকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু তাব দিদিব তাব সাথে উত্তবে যাওয়া হ'ল না;···সেই যে শয্যা সে নিল সে-শয্যা ছেড়ে সে-মেয়ে আব উঠ্‌ল না—নিজেকে শুকিয়ে মার্‌ল।·· মৃণ্ময়ী ভাইকে নিযে তাব শ্বশুবঘবে গেল···স্বর্ণকে তিনশো টাকা দিয়ে ভাবত আবাব গেল জন্মেব মত সেই উত্তবে—রংপুব না কোথায়।

পিসিমা চুপ কবিলেন—

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম,—আব কিছু আছে জেব ?

পিসিমা বলিলেন,—আছে। সে মেয়েটি টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল।·· এখন শোনা যাচ্ছে, সেই মেয়েটিব পেটে যে ছেলে এসেছিল সেই ছেলেই সতীশ দাসেব বাবা।

ঊর্দ্ধদিকে মুখ কবিয়া আমি মাদুবেব উপব শুইযা পড়িযাছিলাম—চট্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়াই দেখিলাম, বাহিবেব দিক্‌ হইতে আলোকেব আভাস আসিয়াছে ; জিজ্ঞাসা কবিলাম,—সতীশ তা' জানে ?

—জানে বলেই মনে হয়। বলিতে বলিতেই লণ্ঠনেব আলো আবো বিস্তৃত হইয়া উঠানে পড়িল—সেইদিকে চাহিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম···

আলোক এইদিকেই অগ্রসব হইতে লাগিল···একটু দাঁড়াইল—তার পব পিসিমার নিবামিষ রান্নাঘরের চালের উপর উঠিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই যে ব্যক্তি লণ্ঠন লইয়া আসিয়া আমাদের দিকে মুখ কবিয়া

দাঁড়াইল, পিসিমা তাহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন করিলেন,—কে, সতীশ ?

—হ্যাঁ, মাসীমা, আমি সতীশ। বাবুকে আলো দেখিয়ে নিতে এসেছি।

—উঠে' বস'। এত সকালেই হ'য়ে গেছে ?

—হয় নাই এখনো। তবে আরো চার পাঁচ-জন নিমন্ত্রিত আছেন কি না, তাঁরা বাবুর সঙ্গে আলাপ করবেন, দু'দশটা ভাল ভাল কথা শুনবেন বাবুর মুখে, গান-বাজনাও হয় তো হবে···তাই তাগাদাই নিতে পাঠিয়ে দিলেন।

বলিয়া সম্মুখে লণ্ঠন রাখিয়া সতীশ দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল।

পিরুর সেই গল্পের ট্র্যাজিটির এখনো পরিসমাপ্তি ঘটে নাই ; এই সতীশ আসিয়াই এখন তাহা অধোদিকে গতিশীল হইয়া আছে ; সতীশকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া সমগ্র ব্যাপারের একটা পরিণত ছায়া যেন আমার মনে ঘনাইয়া আসিল—সতীশের কন্যাটি করুণনেত্রে মানুষের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সেই ঘনীভূত ছায়ার মাঝে বিচরণ করিতে লাগিল···

সতীশকে সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা হইলেও কথা জোয়াইল না—

তাহার দিকে চাহিয়া অকারণেই বিলম্ব করিতেছি মনে করিয়া পিসিমা বলিলেন,—যা, আর রা'ত করিস্‌নে।···সকাল সকাল খাইয়ে দিও, সতীশ ; ছেলেমানুষ, রাত জাগার অভ্যাস নেই।···তুমি আবার ওকে আলো ধরে' পৌঁছে দিয়ে যেও।

সতীশ বলিল,—তা' দেব।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলাম—

সাবধানে পা ফেলিয়া আর পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পল্লীপথে চলিতে লাগিলাম—আশে-পাশে কি আছে তাকাইয়া দেখিবার সময় রহিল না···ছোট ছোট গাছের সরু সরু ডাল পথেব উপর মেলিয়া আসিয়াছিল—পায়েব ধাক্কায় সে-গুলি আপনিই সরিয়া যাইতে লাগিল···

লণ্ঠন লইয়া আগে আগে সতীশ—

খানিক্ দুর নিঃশব্দে যাইয়া সতীশ হঠাৎ আমাকে বিপদে ফেলিয়া দিল ;—জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাব পিসিমা আমার কথা কি বল্‌ছিলেন, বাবু ?

ন্যাকা সাজিতে হইল—

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কখন ?

—যখন আমি আপনাদের বাড়ী যাই ! আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সতীশ তা' জানে ? আপনাব পিসিমা বল্‌লেন, জানে বোধ হয় ! কথাটা কি ? না, বল্‌বেন না ?

আমি বলিলাম,—বল্‌তে বাধা নেই, বলে' লাভও নেই। শুনে' কি কর্‌বেন আপনি ?

বলিয়াই সতীশেব উচ্চহাস্যে আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম···বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—হাস্‌লেন যে অমন করে ?

সতীশ বলিল,—আমাকে 'আপনি আজ্ঞা' কিসের, বাবু ! আমাকে করুন তুই তুকারি—যার আমি হক্‌দার। আমি আপনাদের মত লোকের 'আপনি আজ্ঞার' মানুষ নই।—বলিয়া আমার দিকে একবার মুখ ঘুবাইয়া সতীশ নিঃশব্দে চলিতে লাগিল···

আমি তাহার পায়ের গতির, এবং সম্ভবতঃ মনেরও গতির অনুসরণ করিতে লাগিলাম···

সে জানিতে পারিয়াছে যে, আমি তাহার বংশ-পরিচয় জানি; সুতরাং বেশীক্ষণ ধরিয়া মনে মনে লজ্জা পাইয়া লাভ নাই।

কিন্তু আপন কন্যার প্রতি এ ব্যক্তি যে মিথ্যা এবং কুৎসিত কটূক্তি করে তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই; যাহার অধিক কলঙ্ক স্ত্রীলোকের হইতে পারে না, সেই কলঙ্ক আপন স্ত্রীর চরিত্রে কেবল আরোপ নয়, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ইহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নাই। এই অস্বাভাবিক কুণ্ঠাহীনতা জন্মিল কেমন করিয়া ?—যাহার জন্য লোকে তাহাকে পাগল বলে! যে কারণেই হউক, উহার সজ্ঞান সম্মানজ্ঞান পরবশীভূত আর আচ্ছন্ন হইয়া আছে—সে কারণটি যে কত প্রবল তাহা অনুমান করাও শক্ত। · চোর অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সে কি শুনিতে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে!

তার এই বাহিরে অকারণ কিন্তু অস্বাভাবিক দুর্ণিবার তাগিদের কারণ অনুসন্ধানে আমি ব্যাপৃত হইলাম···

সমাজের এবং নিজের ইষ্ট যাউক্, ইহার সন্তানস্নেহ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেছে—ইহার নির্লজ্জতার তুলনা নাই।

আমার করুণা জন্মিল; মনে হইল, কি নিদারুণ উত্তপ্ত অন্তর্দ্দাহে এই নিরপরাধ ব্যক্তির সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিনষ্ট হইয়া গেছে—আর সে বোধ হয় তা' জানে। এই গুরুভার আত্মনির্য্যাতন বোধ হয় সে সজ্ঞানেই বহন করিতেছে!···কেবল অভিশপ্ত সেই ক্লেশই কন্যার প্রতি অশ্রাব্য অকাতর কটূক্তির আকারে উদ্গীরিত হইতেছে।···পাপের

ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনেব স্খলিত জীবনের পাপেব জ্ঞান তাহাবই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে—তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই···তার ছট্‌ফটানির অন্ত নাই।

লোকের কথা যেখানে ফোটে সেখানেই সে কান পাতিয়া দাঁড়ায়—তার কথা কেউ বলে কি না!

আমি মনে মনে পরিস্কাব বুঝিতে পারিলাম, অন্য কথা হইতেছে দেখিয়া সে খুশী হইয়া ওঠে, চলিয়া যায়; কিন্তু তাব যন্ত্রণার নিবৃত্তি নাই—পরক্ষণেই এই সন্দেহই জ্বলিয়া ওঠে—এখানে না হউক, আব কোথাও নিশ্চয়ই হইতেছে...এত বড় কথাটা মানুষ ভুলিয়া থাকিতে পাবে না!

স্ত্রীকে সে যা তা বলিত।

মনে হইল, লোকটা একপ্রকাব পাগলই···

—আমায় সবাই পাগল বলে তা' আমি জানি, বাবু।

থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াই আবাব সতীশের পায় পায় চলিতে লাগিলাম··· সতীশ বলিতে লাগিল,—কেন বলে তা-ও জানি। আমার মনের কথা আর কাকে বলব, বাবু; আপনাকেই বলি। · আমবা যেখান দিয়ে চলেছি, এইটেই ছিল হরিশ-ঠাকুরের বাড়ী—সেই হরিশ-ঠাকুরের বাড়ী——আমার বাবা মায়ের পেটে আসে এই বাড়ীতে···

শুনিয়া আমার গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়া উঠিল···একটি অগ্নিদগ্ধ নারী-মূর্ত্তি—সেই বীভৎস চেহারাটি খাবি খাইতেছে···সব ডিঙাইয়া কোন্ অতীতকালের সেই নারীমূর্ত্তিই আমাব চোখের সম্মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল···

শুষ্ককণ্ঠে কথা আট্‌কাইয়া রহিল—

সতীশ বলিতে লাগিল,—আপনি সব জানেনই, বাবু; আপনাকে বল্‌তে বাধা নাই।···যদি ভালবাসার ফলে আমার বাপের জন্ম হ'ত তবে একটা প্রবোধ ছিল...অতিশয় ঘৃণ্য লালসার ফলে তাদের—

বলিয়া সতীশ দুই মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—আমি কেন ক্ষ্যাপামি করি, কি শুন্‌তে চাই, কেন চাই, তার কারণ আমিই ভাল বুঝিনে···বুঝি যে, অন্যায় হ'চ্ছে, তবু ভাবতে পারিনে যে, আমার স্ত্রী পরপুরুষের সেবা করে নাই···মাথা যেন সর্ব্বদাই ঘোরে, আর মনে হয়, পিতামহী যার অসতী, তার স্ত্রী সতী হবে কেমন করে'!···আমি যে জারজের বংশধর তাতে আমার দুঃখু নাই; কিন্তু সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লেই মনে হয়, শুনে আসি কেউ কুৎসো কর্‌ছে কি না।

বলিয়া সতীশ আবার চুপ করিল—

কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না—আমি এতদূর ভাবি নাই।

সতীশ বলিতে লাগিল,—স্ত্রীকে যখন বল্‌তাম, তুই অসতী, তখন মনটা ঠাণ্ডা হ'ত; এখন সে নাই—মেয়েটাকে তার মায়ের খোঁটা দিই, মনটা তখন ঠাণ্ডা হয়।

আমি বলিলাম,—এটা নেহাৎ অন্যায় করা হয়। মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?

—হওয়ার দরকার নাই।···বাবা আমার সতর বচ্ছর বয়সেই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন পনর' বচ্ছরের এক মেয়ের সঙ্গে, নানা কৌশল করে'; তেমন করে' বিদেশে কোথাও নিয়ে আমিও মেয়ের বিয়ে দিতে পারি··· এখানে আমরা কয়েক বৎসর হ'ল এসেছি—সেখানে মন টিকিয়ে

থাকৃতে পারলাম না···মনে হ'ত, আমি যদি এখানে না থাকি তবে আমার কথা লোকে টিট্‌কিরি দিয়ে বলে' বেড়াবে···কেউ তা' না বল্‌তে পারে সেই জন্যেই মানুষের মুখ বন্ধ কর্‌তে এখানে এসেছি।

আমি ভাবিলাম, এরূপ কল্পনা করা তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ।

সতীশ বলিল,—হঁ্যা, মেয়ের বিয়েব কথা আপনি বল্‌ছিলেন। মেয়ের বিয়ে না হয় ছলে বলে দিলাম, কিন্তু আমাব বংশ বাড়িয়ে লাভ কি হবে!···যে মনোকষ্টে আমি ভুগ্‌ছি আর পাগলেব মত বেড়াচ্ছি, মেয়েব বিয়ে দিলে দৌহিত্র-বংশ তেম্‌নি কবে' বেড়াক্‌ এ ইচ্ছে আমার নয়।

দূবে একটা কোলাহল শোনা গেল—

সতীশ বলিল,—এসে পড়েছি, বাবু। এ-বাড়ীতে আপনাব খাওয়ার নেমন্তন্ন কেন হয়েছে তা' শুনুন্‌।···আপনার পিসিমা বলেছেন না?

—না।

—আপনাদেব একটা ভাই-সম্পর্ক চলে' আস্‌ছে। আপনার ঠাকুদ্দা আর যাব বাড়ীতে আমবা যাচ্ছি সেই মনীশ রায়ের ঠাকুদ্দা ছিলেন ধর্ম্ম-ভাই—তাঁদের ছু'জনেব মায়েব নাম এক ছিল ··আপনার পিসিমার মুখেই এ-সব আমার শোনা।···আপনাবাও তা-ই ধর্ম্ম-ভাই। কত আদর কবে তা' দেখ্‌বেন। বলিয়া সতীশ দাস স্পষ্ট শব্দ করিয়াই হাসিতে লাগিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই আলো দেখা গেল, এবং দেখিতে দেখিতে আমরা আমার ধর্ম্ম-ভাই মনীশ রায়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

—এইখানে বসুন। বলিয়া সতীশ দাস আমাকে একখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া কোন্‌দিকে অন্তর্হিত হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ঘরে উঠিবার আগেই দেখিলাম, ঘরের ঠিক্ মধ্যস্থলে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে. একটি ছাগল এবং একটা লণ্ঠন বাঁধা রহিয়াছে; লণ্ঠনের কাচের এক-চতুর্থাংশ ঝুল-কালিতে পরিপূর্ণ, এবং তাহার আলোতে প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর বসিয়া চারিজন যুবক তাস খেলিতেছে!··· একখানা চেয়ার কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে; বাঁয়া-তব্‌লা আর হারমোনিয়ম্ একপাশে স্তূপীকৃত।···সতরঞ্চির উপরেই বাবুদের পায়ের জুতা, বোধ হয় ধাক্কায় ধাক্কায় উঠিয়া আসিয়াছে—দু'পাটি উল্টাইয়া আছে দেখিলাম।

যাহারা তাস খেলিতেছিল তাহারা আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না—বোধ হয় আমার আগমন জানিতে পারে নাই···

এই ঘরখানা কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না···তার সাম্‌নের দিকে বেড়া নাই, এবং অন্য তিনদিকের বেড়ায় জানালা বা দরজা নাই।···দুই ধারে দুইখানা করিয়া ইষ্টক পাতিয়া খানকতক তক্তা তার উপর ইতস্ততঃ ফেলা আছে···

আরো দ্রষ্টব্য আছে কি না দেখিবার অভিপ্রায়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি এমন সময় আমার পথ-প্রদর্শক এবং লণ্ঠনধারী সতীশ যে-ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল সে-ই আমার পিতামহের ধর্ম্ম-ভাইয়ের পৌত্র মনীশ রায় ··

—এস ভাই, দাদা এস। বলিয়া মনীশ হাত-পাঁচেক দূর হইতেই

বল এবং বেগ সঞ্চয় করিয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল…

সতীশ এই ভ্রাতৃপ্রেমের দৃশ্য সে ছাড়া আরো পাঁচজনকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল…

আমি এ আবেগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ; জানা থাকিলে, পরিহারের নয়, গ্রহণের উপায় চিন্তা করিয়া আসিতাম · কিন্তু জানা না থাকায় অতর্কিতে বাহুবেষ্টিত হইয়া প্রেমদানের কিছুমাত্র প্রতিদান দিতে না পারিয়া কেবল বেগ সম্বরণের চেষ্টায় মূঢ়ের মত আর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম…আমার মুখে না ফুটিল ধর্ম্ম-ভাইয়ের মুখের কথার প্রতিধ্বনি, ধর্ম্ম-ভাইয়ের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া না উঠিল আমার হাত, চক্ষুতে না ফুটিল তার চিত্তোল্লাসের প্রতিবিম্ব !

সতীশ বলিল,—বসুন উঠে', বাবু।…তারপর তাস খেলোয়াড়দিগের দিকে চাহিয়া সে ধম্‌কাইয়া উঠিল,—এই, তোরা কি কর্‌ছিস ? বাবুকে ডেকে বসাতেও পারিস্‌ নাই ?

কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপও করিল না।—

মনীশ বোধ হয় আমাকে অবিচলিত দেখিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিল ; হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আমাকে ঘরে তুলিল…বলিল, —তুমি আমার পর নও, ভাই। বস'। বলিয়া সে চেয়ারখানা খাড়া করিয়া তুলিয়া আমার ডানা ধরিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসাইয়া দিল—

কিন্তু তবু আমার মুখে শব্দ নাই—

হয়তো ধূলার উপরেই বসিয়াছি মনে করিয়া আমার গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিতে লাগিল…

মনীশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—তোমার পিসিমা আমারও পিসিমা হন্। পিসিমা সেদিন—দিন তিনেক্ হ'ল—আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন···বল্লেন, ওরে মনীশ, তোর ভাই আস্‌ছে যে!···আমি ভাব্‌লাম, ভাই?···কোন্ ভাই?···পিসিমা হাস্‌তে লাগ্‌লেন—তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না কি না তাই। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—চিন্‌তে পার্‌লিনে? বরদার ছেলে—গঙ্গাচরণের নাতি রে!···শুনে' আমি হো হো করে' হেসে' উঠ্‌লাম। তুই আস্‌ছিস্ শুনে' এমন আনন্দ হ'ল যে নাচতে ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌ল।···তাই বলে' তুই ভাবিস্‌নে যেন আমি সত্যি সত্যিই নাচ্‌লাম। ·· তখনই নেমন্তন্ন কর্‌লাম, সে যেদিন আস্‌বে সেদিন, দুপুরবেলা ত' হবেই না, রাত্রে আমার এখানে খাবে। · ব্যস্, আমার যে কথা সে-ই কাজ।···কিন্তু সে নেমন্তন্ন ত' পাকা নেমন্তন্ন হ'ল না!···আজ দুপুরে আবার পাঠিয়ে দিলাম খুকীকে, খুকী আমার ছোট বোন্। তার সঙ্গে গেল পাড়ার আরো পাঁচ্‌টা ছেলে-মেয়ে। তুমি তখন ভঁস্ ভঁস্ করে' ঘুমুচ্ছিলে। · বলিয়া মনীশ কৃতিত্বের সহিত হাসিতে লাগিল—যেন নিমন্ত্রণ করিবার এ-কৌশল সেই আবিষ্কার করিয়াছে, তার আগে কেহ জানিত না।

আমার মনে পড়িল, ঘুম ভাঙিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দেখিয়াছিলাম, এবং তাদের হাসি শুনিয়া মনে হইয়াছিল, অসভ্য।

তারপর মনীশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি, ভাই?

এতক্ষণে আমি কথা কহিলাম, কারণ অবকাশ মিলিল এবং উত্তরটা জানি; কিন্তু তাহাতেও বিভ্রাট ঘটিয়া গেল।···আমাকে ডাকিবার

সুবিধার জন্য আমার নাম জানিতে চাহিতেছে মনে করিয়া বলিলাম,—নীরদবরণ।

শুনিয়াই মনীশের দাঁত বাহিব হইয়া পড়িল—

—হি হি হি !...নাম কি ঐ রকম করে' বল্‌তে হয় পাগ্‌লা !...বলিয়া আমার ভুল ধরিয়া মনীশ সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করিয়া দিল; বলিল,—বল্‌তে হয়, আমার নাম শ্রীনীবদবরণ সবকার। · তোমার নাম আমি জান্‌তাম না ভেবেছ ? পিসিমার কাছে আগেই তা' শুনে' নিয়েছি।...আজ-কালকাব ইয়ং ম্যান্ তোমবা ; নাম বল্‌তে জান কি না দেখ্‌লাম।—বলিয়া আমার ধর্ম্ম-ভাই, যাহারা তাস খেলিতেছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া যেন অপরূপ আমাকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিল !

কিন্তু তাসেব ফোঁটার কমি-বেশী লইয়া তখন তাহাবা উন্মত্ত—তাহাদের ডাকিয়া মনীশের হাসির জিনিয দেখাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল...

পরক্ষণেই মনীশ বলিতে লাগিল,—তুমি বড় না আমি বড় ? ·· দাঁড়াও দেখি। আমার জন্ম—এটা হ'ল পঁইত্রিশ সাল—আমাব জন্ম হয় এগার সালের মাঘ মাসে...এটা হ'ল চত্তিব—তুমি জন্মেছ কোন্ সালে ?

জানিতাম না ; বলিলাম,—তা' আমি জানিনে।

—জান না ? কোন্ সালে জন্মেছ তা জানিস্ নে ? দুব পাগল ! ...বলিয়া, যেন বালকের ক্ষমার্হ অজ্ঞানতার সস্নেহ তিরস্কার-স্বরূপ মনীশ-দা আমার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল।...তারপর মুখ ঘুরাইয়া

তর্জ্জন করিয়া বলিল,—তোরা কি তাস খেল্‌বিই কেবল, না একটু গান-বাজ্‌না কর্‌বি !

একজন বলিল,—এই সেট্‌টা দিয়েনি' কালোর ঘাড়ে দাঁড়াও।··· তিনি এসেছেন্‌ ?

—তিনি কিনি ?

—তোমার সেই খোট্টা ভাই ?

আর একজন মৃদু মৃদু হাসিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল,—চুপ, এসেছে। ঐ যে বসে' আছে।

মনীশ-দা আমার মুখের দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল··· আসিয়া বসিয়া আছি শুনিয়া ওরা সবাই আমার দিকে এক নজর চাহিয়া দেখিল···একজন বলিল,—ও এসেছেন ! আসুন না, আমাদের এক হাত নিয়ে বসে খেলুন না !

তাস খেলিতে আমার আপত্তি ছিল, কারণ খেলিতে জানি না ; জানিলেও ঐ মোটা আর ময়লা তাস হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আমি কিছুতেই পারিতাম না···

কিন্তু মনীশ-দা-ই আমার প্রকাণ্ড সহায়—

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল,—না, ও খেল্‌বে না।···বিদেশ থেকে হাজার কোশ ভুঁই ঠেঙিয়ে এসেছে কি তোদের সঙ্গে তাস খেল্‌তে !···নে, ওঠ্‌।···বলিয়া মনীশ-দা যাইয়া একজনের হাতের তাস কাড়িয়া লইয়া ছাগলটার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল··· হারমোনিয়মের বাক্সের উপর হইতে বাঁয়া-তব্‌লা নামাইয়া হারমোনিয়ম বাহির করিয়া দিল···

এবং তবলায় এক চাঁটি মারিয়া বলিল,—শুনছ, ভায়া!—বলিয়া তব্‌লার শব্দের দিকে চোখ ঠারিয়া পুনরায় বলিল,—এমন জিনিষ কি আর আছে?...বলিয়াই আর এক চাঁটি—

—হয়েছে, থাম। বলিয়া আর একজন তার হাত হইতে তব্‌লা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একটু হেলাইয়া বসাইল—

একজন হারমোনিয়মে সুর দিল—

এবং অনেক কসরৎ আর গালিগালাজের পর হারমোনিয়মের সঙ্গে তব্‌লার সুর বাঁধিয়া যে সঙ্গীত সুরু হইল, তাস-ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে যদি আমি সহস্র ক্রোশ ভূমি ঠ্যাঙাইয়া এখানে আসিয়া থাকি, তবে মনীশ-দা প্রভৃতি ইঁহারা ছাড়া আর সবাই স্বীকার করিবেন যে, আমার মত আহম্মক্ আর নাই...

"মলিন স্মৃতি কোণা বাসনে মাখা গো"—

গান চলিতে লাগিল; বসিয়া শুনিতে লাগিলাম, এবং কর্ণে আঙুল প্রবেশ করাইবার উপায় রহিল না।...

স্মৃতি কোণা বাসনে মাখামাখি এবং তদনুরূপ ও ততোধিক সাংঘাতিক আরো অসংখ্য প্রক্রিয়া ঘটিবার পর সে গান থামিল...

মনীশ-দা হারমোনিয়ামের পাশে বসিয়াছিল...তার চোখ কেবল আমার আর গায়কের মুখের উপর উপর্য্যুপরি বিচরণ করিতেছিল—দেখ ভাই, গুণীর গুণ...

আর থাকিয়া থাকিয়া গুণীর গুণের আনন্দে বাহবা দিতেছিল; গান থামিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন শুন্‌লে, ভায়া?

নিজে সে তৃপ্তি পাইয়াছে—

আমিও বলিলাম,—ভালই শুন্‌লাম।

খুনের দায় এড়াইতেই যেন প্রাণপণ চেষ্টায় কথাটা বলিলাম; কিন্তু কারো কানে বোধ হয় গেল না; তবলচির সবেগোচ্চারিত অসন্তোষের শব্দে আমার উত্তর ঢাকা পড়িয়া গেল···

—শুন্‌বেন আর কি! তালকাণা গাইয়ে ··

অশ্লীল শব্দগুলি উহ্য রাখিলাম।

শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল—

একজন আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল,—ধেৎ।···কিন্তু তাহাতে ওঁদের হাসির বেগ বাড়িয়া গেল।

আমার মনে হইল, গাইয়ে তালকাণা হোক্, তার তাল কোথায় কাটিয়াছে জানি না, কিন্তু সঙ্গীতের এই আসরে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণে তাহার তাল কাটে নাই। ইহাদের চুলের ধরণ, কথার ভঙ্গী, বসার কায়দা, চাউনির চেহারা, সবই যেন ভিন্নরুচির লক্ষণযুক্ত।

গায়ক স্বরযন্ত্রটা আমার দিকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—দাদার একটা হোক্।

সতীশ লণ্ঠন নামাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল—

সে বলিল,—তোমরাই বাবুকে শোনাও; বাবুকে আর কষ্ট দেয়া কেন!···তারপর সে সঙ্গীতে নূতনত্বের অভাবের কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল,—এরা নতুন গান শিখ্‌তে তেমন পায় না। রসময় সিক্‌দার ফরিদপুরে উকিলের মুহুরিগিরি করে—দু'পয়সা পায়—বেশ ফুর্ত্তিবাজ লোক; সে-ই ক্বচিৎ কখনো দু'টো একটা নতুন গানের আমদানী করে···আর

জামার ঝুল আব মাথার চুল কতটা রেখে' কাট্‌তে হবে তাই মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিয়ে যায় !

আমি বলিলাম,—সে-ই ভাল। আপনারাই গান্‌।

—তথাস্তু। বলিয়া পূর্ব্ব গায়কই আবার গান ধরিতে যাইবে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল—

বেড়াব ও-পিঠে একটা ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ উঠিল—তখনই একটি বালক আসিয়া মনীশকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল—

এবং তারপর মনীশ আমার পাশে আসিয়া বলিল'—ওঠো ত', উঠে' দাঁড়াও।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম—

মনীশ আমার চেয়ার সেই বেড়ার দিকে ঘুবাইয়া দিল ; বলিল,—বস'।

বসিলাম·· সতীশ আমার মুখেব উপর লণ্ঠনের আলো ফেলিল··· বেড়ার ওদিকে একটা চাপা কণ্ঠেব ধমক্‌ শোনা গেল,—এই, সর্‌।··· বুঝিলাম, আমাকে দেখিবার অতি আগ্রহবশতঃ অল্পবয়স্কা কেহ প্রবীণাকে অতিক্রম কবিতে চাহিতেছে···

দু'মিনিট কি দশমিনিট্‌ এই ভাবে গেল জানি না—আমার মনে হইতে লাগিল, আমার মুখের ত্বকরন্ধ্রে উত্তপ্ত রক্ত আসিয়া জমিতেছে।

ঠাণ্ডা হইয়া যায় দেখিয়া ওদিককার গানের আসর হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—হয়েছে···কত দেখ্‌বে! বিয়ের বর ত' নয়!

কিন্তু আমার মনীশ-দা আমার কনুইয়ের ধারেই ছিলেন ; বলিলেন, —এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে মেয়েরা তোমায় দেখ্‌তে এসেছে। বিয়ের

বর তুমি না হ'লে কি হয়, নতুন মানুষ ত'!…দেশের মানুষ তুমি—দেখে নাই কোনোদিন…তবু কত ভালবাসে দেখ।

দাদা তাহা দেখাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি দেখিলাম ইহা ঠিক্ নহে—আমি নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবেই দেখিতেছিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে বুক হিম হইয়া আসিতেছিল…

সতীশ লণ্ঠন নামাইল, বোধ হয় হাত টাটাইয়া।…মনীশ-দা আবার আমাকে ঘুরাইয়া বসাইল…

আসর হইতে প্রশ্ন আসিল,—এইবার সুরু কর্‌তে পারি?

মনীশ বলিল,— পারো।

গান আবার সুরু হইল।…

কিন্তু আমি ইহাদের সঙ্গ-সেবার আর সঙ্গীতের ভিতর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম তাহার ঠিক্ রহিল না।…আমি মনে মনে ইহাদিগকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও মনের এ-লজ্জাটা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না যে, না জানি ইহারা আমাকে কি ভাবিতেছে!…দ্বিতীয়তঃ, স্থূল কথা আর ক্ষোভের কথা এই যে, পল্লীর সুপ্রসর এবং বাঙ্ময় প্রফুল্লতার যে প্রতিবিম্ব আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়া উপভোগ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই সঙ্কীর্ণ স্থানে বসিয়া নির্য্যাতন বোধ করিবার পর তাহা, যাহার দোষেই হউক, নষ্ট হইয়া গেল…

এবং সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া আশা করিতে লাগিলাম যে, প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিব, আমার এই বিষণ্ণ বীতস্পৃহা রাত্রিব্যাপী নিদ্রার পর দূর হইয়া গেছে।

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে নয়, সতীশের কাছেই একটু সজীবতা দেখাইতে, সতীশকে চোখের ইসারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কত দেরী ?

ভাবিয়াছিলাম, সতীশের সঙ্গে পথে দু'চারটি কথার লেন্-দেন্ হইয়া তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে বেশী ; এবং গানের গোলমালের মধ্যেই কথাবার্ত্তা শেষ করিব ; কিন্তু সতীশকে আমার কাছে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াই—"ভোমরা, কে তোমারে চায়"—এই কলিটির যে ছেপ্‌কা চলিতেছিল—তাহা বন্ধ হইয়া গেল···

সবাই মহা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—কি বল্‌ছেন উনি ?

সতীশ আমার গোপন-কথা রাষ্ট্র করিয়া দিল ; বলিল,—জিজ্ঞাসা করছেন কত দেরী আর ?···তারপর আমাকে বলিল,—দেরী আর বিশেষ নাই ; পিঁড়ি পাত্‌বার আওয়াজ পেয়েছি।···অত-শতয় কাজ কি—হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—দেখেই আসি।—বলিয়া আমি নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই সতীশ দুই লাফে সতরঞ্চি ডিঙাইয়া প্রস্থান করিল···

নিজের নামটা বিশুদ্ধভাবে বলিতে পারি নাই—

তার উপর লম্পট-প্রকৃতি ভ্রমরের গানটা তৃপ্তিপূর্ব্বক শেষ করিতে না দিবার অপরাধে আরো অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম···

মনীশ-দাও আমাকে বাদ দিয়া তাঁহারাই পরস্পর নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন ··ছাগলটি পর্য্যন্ত চোয়াল নাড়িতেছে দেখিলাম··· কেবল আমিই ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া আছি···

"মনীশ, ওঁদের নিয়ে এস। ঠাঁই হয়েছে।" ডাক শুনিয়া

ভাবিলাম, বাঁচা গেল—কথা না হোক, চোয়াল নাড়িবার কাজ পাওয়া যাইবে।

মনীশ-দা আমার হাত ধরিয়া বলিল,—এস, ভাই। বলিয়া আমাকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া সে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইল···

ভিতরের উঠানে আসিতেই সতীশ বলিল,—বাবু, এদিকে আসুন··· তোমরা ঐ বারান্দায় ওঠো হে। বলিয়া ডান-হাত ডান-দিকে তুলিল।

দেখিলাম, বাঁ-দিকে ঢেঁকিশালা ; সাম্‌নে আর ডান-দিকে চৌরী ঘর ; উঠানে একটা পেয়ারা গাছ।···মনীশকে লইয়া পাঁচজনের আহারের স্থান হইয়াছে ডান-দিকের বারান্দায় ; আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া সেই বারান্দায় তাঁহাদের আসন হইতে দূরে নয়, একেবারে স্থানান্তরিত করিয়া ভিন্ন বারান্দায় দেওয়া হইয়াছে। বারান্দার অন্য দিকে ধানের ডোল, এবং আসনের পাশেই জানালায় একখানা কালো ছাড়া-কাপড় রহিয়াছে।

মনীশ বলিল,—তোমাকে বসিয়ে দিয়ে আসি, তুমি আবার লাজুক লোক। বলিয়া আমাকে হাতীর মত প্রকাণ্ড আর ঢালু পিঠ এক পিঁড়ির উপর লইয়া বসাইয়া দিল। ছাড়া-কাপড়ের দুর্গন্ধ নাকে গেল।···চট্‌পট্‌ উঠিয়া ওঁরা ও-বারান্দায় বসিয়া গেলেন।

আমার পাশেই ছোট আর একখানা পিঁড়ি ছিল—

মনীশ বলিল,—সতীশ, বসে' যাও।

কিন্তু সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ··

ও-ঘরের বারান্দায় যাঁরা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—বসে' পড়ো, উনি অতশত জানে···

স্পষ্টই দেখিলাম, তাঁহার পাশের লোকটি সত্য সত্যই মুখে হাত চাপা দিয়া তাঁহাকে কথাটা শেষ করিতে দিলেন না—

কিন্তু আমার অজানা কিছুই রহিল না—

সতীশের কুল-পরিচয় উঁহারা জানেন, আমি জানি না—হয় তো স্থানাভাববশতঃই আমার না-জানার সুযোগে সতীশকে আমার সঙ্গে, এক পংক্তিতে নয়, গা ঘেসিয়া বসাইয়া দিতে উঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই—অর্থাৎ ফাঁকিতে কাজ সারিবার ইচ্ছা—উহার জাতি নষ্ট হউক, আমাদের তাহাতে কি !···কিন্তু উঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অব্রাহ্মণ আমাকে তাঁহাদের আচ্ছাদনের তলদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন !

জাতিভেদ আব ছোঁয়াছুয়ির অপবিত্রতা আমি মানি না ; এত মানি না আর সে-বিষয়ে আমি এত নিঃসঙ্কোচ যে, কাহারো জাতি-পরিচয় আজ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই ; জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন আছেই বলিয়া কখন মনে হয় না...

কিন্তু এখানে প্রীতি-ভোজনে বসিবার উপক্রমেই এই শ্রেণী-বিভাগের ভেদ-সঙ্কট, ঃআর ইহাদের চতুরতা, এমন বিসদৃশ, নির্লজ্জ আর তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিল যে, সহিষ্ণুতা হারাইয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম—

সতীশ, ক্ষ্যাপাই হউক আর যা-ই হউক, উদ্ঘাটিত হইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল···আমি যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া তাহার আসনে বসাইলাম···

ও-বারান্দার ওঁরা এবং মনীশ-দা বোধ হয় আমার উত্তেজনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন···

মনীশ-দা ডাকিয়া বলিলেন,—সতীশ, বসেছ? বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ ঘাড় হেঁট্ করিয়া বসিয়া রহিল।

যাহা হউক, পরিবেশন সুরু হইয়া গেল। পরিবেশনকারীর অনাবৃত দেহের ঘর্ম্ম এবং হাতের বড় বড় নখ ব্যতীত আরো লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, পরিবেশনকারী ঐ বারান্দার দিকেই আগে ছুটিতেছে…

বলিতে গেলে আমিই এই প্রীতি-ভোজের উদ্দেশ্য; বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত আমিই, এবং আমি আগন্তুক—

আমার পাশ দিয়াই পরিবেশনকারী যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু আমার পাত শূন্য এবং আমি হাত তুলিয়া বসিয়া আছি দেখিয়া সে দাঁড়াইতেছে না। আমাকে এই পাশ কাটাইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমার দেরী হইল না; আচারে কখনো পালন করিতে না দেখিলেও জানিতাম যে, ব্রাহ্মণ-ভোক্তা থাকিতে অব্রাহ্মণের পাতের সম্মুখে খাদ্যের পাত্র অবনত করিতে নাই—করিলে নাসিকায় ঘ্রাণ প্রবেশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টি পড়িয়া খাদ্যবস্তু উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়।

এই সূক্ষ্ম ভোগ-বিচার এবং দুস্তর তারতম্য অতি নিদারুণ আঘাত দিয়া আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এই আচরণ আর কোনো অনিষ্ট করিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের চক্ষুলজ্জা হরণ করিয়াছে নিশ্চয়। চক্ষুলজ্জাই নাকি শিষ্টতার এবং শিক্ষার ফলের মাপকাঠি!…

আহার্য্য গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম—কিন্তু এত অরুচির সঙ্গে যে, শঙ্কা জন্মিল, হজম হইবে কি না !

ও-বারান্দা হইতে মনীশ দা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভায়া, চল্‌ছে কেমন ?

আমি একটু হাস্যপূর্ব্বক কহিলাম,—চল্‌ছে ভালই।

—পাক্‌-সাক্‌ কেমন হয়েছে ?

বলিলাম,—এমন আর খাই নাই।

শুনিয়া ওঁদেরই একজন চুপি চুপি বলিলেন,—রস আছে।···কথা দু'টি আমার কানে গেল।

ব্রাহ্মণগণেব কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক বুক্‌নি, অযৌক্তিক তর্ক এবং অপ্রযুজ্য রসিকতা ছাড়া আহার নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল ; কিন্তু আহাবান্তে জলের গ্লাস্‌ তুলিয়া লইয়া এক চুমুক্‌ জল মুখে লইয়াই বিপদে পড়িয়া গেলাম···সে জল গিলিবার সাধ্য রহিল না, ফেলিবার স্থান দেখিলাম না ; কিন্তু গলাধঃকরণই সহজ এবং সদুপায়···জলের গ্লাস নামাইয়া মুখের জল গিলিলাম।

উদরে এই জল প্রেরণের ক্লেশ এবং বিলম্ব মনীশদা ওদিক্‌ হইতে লক্ষ্য করিতেছিল ; গিলিয়াছি দেখিয়া চতুবতার সহিত হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—কি হ'ল, নীরদবরণ, অমন কর্‌ছ যে ?

বলিলাম,—জল খেলাম।

—তা' ত' দেখ্‌লাম···মুখ অমন বেগুনব্যাচা কর্‌লে যে ?

যে ব্রাহ্মণতনয় গান গাহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—বেগুনব্যাচা —হি হি হি।

সতীশ বলিল,—জলটা ভাল নয়, কাদার গন্ধ।

—না, না; ইনিন্ বোডের টিব্ উইলের পরিষ্কার জল! গন্ধ না ফন্ধ।

—গন্ধ না ফন্ধ। বলিয়া, যিনি হি হি করিয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় হি হি করিয়া আর এক দফা মজা লুটিলেন।

মনীশ'দা বলিল,—তোমরা পেলে' হে গন্ধ ?

ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিলেন,—নাঃ। বলিয়া সবাই আর এক ঢোক্ জল পান করিয়া, জল যে নির্গন্ধ তাহাতে আমারও আর সন্দেহের অবকাশ রাখিলেন না।

আবার আমাকে বাহিরে সেই চেয়ারে আনিয়া বসান' হইল; কিন্তু তারপরই কি একটা সমস্যা গুরুতর এবং তার আশু মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল বুঝিতে পারিলাম না···

আমাকে আর সতীশকে একঘরে' করিয়া রাখিয়া, ব্রাহ্মণ সুতরাং ঘনিষ্ঠ পাঁচজন একত্র হইয়া দূরে দাঁড়াইয়াছেন দেখিলাম, এবং তাঁহারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না তাহাও দেখিলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা কি!

গল্প শুনিয়াছিলাম, কোথায় তিনজন পথিক বহু অর্থ লইয়া পথ-ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় ডাকাতের ভয়ে ডাকাতের বাড়ীতে যাইয়াই অতিথি হইয়াছিল; এবং তারপর সেই গৃহস্থ-ব্যক্তিগণের চোরা-চোরা ভাবগতিক দেখিয়া আর ফিস্‌ফিস্ কথার আওয়াজ শুনিয়া সন্দেহ হওয়ায় কৌশলপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া সে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

কিন্তু ইঁহারা আর যাহাই হউন, ডাকাত নন্, এবং আমাকে হত্যা করিয়া আমার ধন-রত্ন আত্মসাৎ করিবার পরামর্শ নিশ্চয়ই করিতেছেন না…

মনে হইতেই একটু হাসি পাইল।

"মনীশ"—বলিয়া ভিতর হইতে কে ডাক্ দিতেই, "সতীশ, যেও' না" —বলিয়া মনীশ লাফাইয়া চলিয়া গেল…

মনীশের মা বোধ হয় ডাকিয়া লইলেন।

সমগ্র ব্যাপারটা এতক্ষণে এত হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব জানি না।…ইহাদের আমি অনিষ্ট ইচ্ছা করি না নিশ্চয়ই, কিন্তু ইহাদের এখনকার সমস্যাপীড়িত বিব্রত চেহারা দেখিয়া আমার কৌতুকের অন্ত রহিল না।…

সতীশ বোধ হয় এতক্ষণ আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইবার চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল ··কৌতুকবশে মনে হইল, দেখি, সতীশের ভাবখানা কি!… ভাবিয়া তাহার দিকে চোখ্ ফিরাইতেই দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি উদ্‌গ্রীব… সে আমাকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া বোধ হয় বলিল, "চলুন, পালাই।"

সতীশ ইহাদের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার ইঙ্গিত ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া অব্যবস্থিত চিত্তে বসিয়াই রহিলাম—

এবং মনীশ তখনই আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল; বলিল,—না বলে' আর পার্‌লাম না, ভাই।…আমাদের ঝি-টা বাইরের ঝি; সে সন্ধ্যে বেলাই চাল আঁচলে বেঁধে নিয়ে পালায়। মা বুড়ো মানুষ আর তাঁর শ্লেষ্মার ধাত; রাত্তিরে চান্ কর্‌লে তিনি রাত্তিরেই মরে' যাবেন…

আর এই দেশটায় এমন ছিঁচ্‌কে চোরের উপদ্রব যে, বল্‌লে তুমি বিশ্বেস্‌ যাবে না…

আমি বলিলাম,—কথাটা কি বলুন না।

—বলি, ভাই।…তোমাকে নেমন্তন্ন করে' বাড়ীতে এনেছি, তোমাকে কথাটা বলা আমার খুবই অন্যায্য হবে…বলিয়া মনীশ'দা মাথা চুলকাইয়া একটু হাসিল ; কিন্তু চুল্‌কানির সঙ্গে হাসির ভাবের গরমিল দেখা গেল…

বুঝিলাম, সঙ্গীন্‌ কথাটা আসিতেছে ; এবং আসিলও ঠিক্‌।

মনীশ-দা বলিল,—বাসন ক'খানা বাইরে পড়ে' থাক্‌লে চোরে নিয়ে যাবে। · তুমি ত' আমার পর নও, মায়ের পেটের ভাইয়ের মত একেবারে।…যদি—

—এঁটো বাসন ধু'য়ে রেখে' যেতে হবে, এই ত' আপনার বক্তব্য ? তা' দিচ্ছি। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, মনীশের এতক্ষণকার দুশ্চিন্তার ক্লেশ এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া তার মুখের কালি সতীশের মুখে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ বান্ধব-চতুষ্টয় প্রস্থান করিয়াছেন।…এত দ্রুতবেগে মানুষকে নিশ্চিন্ত হইতে আমি দেখি নাই·· দাদার পুলকটুকু উপভোগ করিতে করিতে বলিলাম,—এই সামান্য কথাটা বল্‌তে আপনারা এত ইতস্ততঃ কর্‌ছিলেন কেন !…চলুন।

কিন্তু চলা হইল না—

মনীশদা মুচ্‌কি হাসিয়া আমার হাত ধরিয়াছিল ; সেই হস্তবন্ধন সজোরে ছিন্ন করিয়া দিয়া সতীশ দাস উভয়ের মাঝখানে আসিয় দাঁড়াইল : আপনি থাকুন, বাবু ; আমি যাচ্ছি।

—না, না ; আপনি কেন ! যার যার তার তার। বলিয়া সহাস্থ লঘুস্বরে প্রতিবাদ করিলাম।

সতীশ বলিল,—আমাকেই ক'রতে হ'ত···আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসে আমার থালা আর আপনার থালা আমি ধুয়ে রেখে যেতাম ; কিন্তু আপনাকে রাখতে গিয়ে আমি যদি আর না ফিবি, এই ভয়েই ওঁদের আর ধৈর্য্য থাক্‌ল' না...

আমি অর্দ্ধেক মনে কি ভাবিতে লাগিলাম জানি না ; অপর অর্দ্ধেক মন সতীশের কথার দিকে রহিল ··

সতীশ একটু বিশ্রাম লইয়া বলিতে লাগিল,—আমি ওঁদেব সে-কথা বলেও ছিলাম ; কিন্তু ওঁরা আপনার সামনে আমাকে দিয়ে স্বীকার কবিয়ে নিয়ে তবে ছাড়্‌লেন।·· তবে এঁটো বাসন ধুয়ে রেখে যাবাব কথা ওঁরা আপনাকে বল্‌লেও আপ্‌নাকে বলেন নাই, বলেছেন আমাকেই।···অন্যভাবেও কাজটা হাসিল করা যেত', কিন্তু খুড়োর আমাব বুদ্ধি খুব !—বলিয়া সতীশ হাসিল না।

মনীশ কিন্তু সতীশেব এত কথার প্রত্যুত্তর করিল না ; বলিল,—যাঃ, তা-ই বুঝি !···চারজনে তাস খেল্‌ছিল দেখ্‌লে' ত'—ওদেরই একজন, যার বাবুগিরিটা বেশী দেখ্‌লে, সেই এক মস্ত চোর। রাত্তিরে বাড়ী বাড়ী বেড়ায়, থালা, ঘটি, বদনা, গাড়ু যা' পায় নিয়ে যায়...গোয়ালন্দের হোটেলে বিক্রী করে' আসে।···ও-র ভয়েই ত' আমরা গেলাম।···থালা বাটি বাইরে পড়ে' থাক্‌লে আর পাব না।

"তোমার বন্ধু ভাল"—জিহ্বাগ্রে ধিক্কারের কথা দু'টি আসিয়া

পড়িয়াছিল, কিন্তু উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিলাম,—আমাদের এঁটো বাসন তখন ছোঁবেন উনি?

—এঁটো! এঁটো ত' সামান্য জিনিষ; কুকুরে বমি করে' রেখে গেলে তা' ডা'ন-হাত দিয়ে নামিয়ে রেখে নিয়ে যাবে। এমন লোক ও!

শুনিয়া ও-বারান্দার ব্রাহ্মণ ক'জনার উদ্দেশে আমার মস্তক অবনত হইয়া গেল।

নিজের এবং আমার উচ্ছিষ্ঠ বাসন মাজিতে সতীশ ভিতরে গেল, বলিতে বলিতে গেল,—ছি, ছি; আমরা থাকতে দিদিমা কেন আমাদের এঁটোয় হাত দেবেন!...

মনীশের কথা বোধ হয় ফুরাইয়া গিয়াছিল; সে সতরঞ্চির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...

আমিও চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—

কিন্তু আমার পক্ষ হইয়া সতীশের এই শূদ্রোচিত কষ্ট-বরণের জন্য আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইল না। তার আচরণে কোথায় যেন সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলাম; আশা তেমন করি নাই, তবু তাহার উপর রাগ হইতে লাগিল ইহাই মনে করিয়া যে, সে ইচ্ছা করিলেই, আমার আত্মসম্মানে এই আঘাতটা না লাগে সে উপায় সে করিতে পারিত।

উহাদের পরামর্শের বিষয় কি তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল—নতুবা চোখের ইসারায় আমাকে পলায়ন করিতে বলিবে কেন! ঘটনার চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করা তার উচিত হয় নাই।...আমার হইয়া

ভৃত্যের কাজ করিতে যাইতেছে ইহা আমাকে জানান'ই তার একমাত্র অভিপ্রায়।…মনে হইল, আমার চাইতে এরাই সতীশকে বেশী চেনে—তা-ই তাহাকে আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই। সে ফিরিত না নিশ্চয়ই।…আমার হইয়া এঁটো বাসন মাজিতে যাওয়ার সঙ্গে তাঁহার পলায়নের সম্ভাবনা কেমন করিয়া মিলিয়া গেল জানি না ; কিন্তু মনে হইল, সতীশের সম্ভাবিত এবং অনুষ্ঠিত উভয়বিধ আচরণে সামঞ্জস্য আছে।…আমার ক্লেশ বা দুঃখ বা সঙ্কট নিবারণ করিতে তার শেষ আগ্রহ অন্য যে কারণেই হউক, আমার সম্মান রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না—ইহার পরিস্কার প্রমাণ পাওয়া গেল সতীশের আর একটি কথায়—

সতীশ বাড়ীর ভিতর যখন গেল তখন বলিতে বলিতে গেল,—"ছি, ছি ; আমরা থাকৃতে' দিদিমা কেন আমাদের এঁটো বাসনে হাত দেবেন !"…

দিদিমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কথাটা বলা হইল…

মনের সঙ্গে শেষ রফা ইহাই হইল, যে, লোকটা ফন্দিবাজ আর খোসামুদে'।

ওদিকে তফাতে কুকুরে কুকুরে কলহ বাধিবার শব্দ পাইয়া বুঝিলাম, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা সুরু হইয়া গেছে।

কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে সতীশ ফিরিয়া আসিল, আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিলাম, আসি, দাদা।

অন্য কেহ হইলে আমার এই উগ্র পলায়ন-চেষ্টা দেখিয়া আমাকে হয় তো রূঢ় মনে করিত ; কিন্তু মনীশ-দার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম···

মনীশ-দা আমার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—এস, দাদা ; আবার এস। আমি কাল সকালবেলাই তোমার কাছে যাব—সে-দেশের গল্প শুন্‌ব।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা—

কিন্তু তাঁহার পদার্পণ বাড়ীতে ঘটিবে ভাবিয়া বিশেষ পুলক দেখান' আসিল না।

পুনরায় সতীশকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া রওনা হইলাম—এবার অন্য রাস্তা।

সতীশ বলিল,—নদীর ধার দিয়ে এবার আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি ; একটু ঘুরো হবে, তা' হোক্ ; জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গরমের দিনে আসা ঠিক্ নয়। এদিকেও পায়ের দিকে চেয়ে আস্‌বেন। হাওয়া খেতে' ওরা বেরোয়, মাঠে ঘাটে শু'য়ে থাকে।

আমি বলিলাম,—আপ্‌নার ওপর আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।···বলিয়াই মনে পড়িল, আমার অসন্তোষে উহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি !

কিন্তু সতীশ সে-কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আমার সম্মুখে আসিয়া আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—

বলিল,—কেন, বাবু, অসন্তুষ্ট হয়েছেন ! আমি ত' অপরাধ করি নাই !

আমি তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিলাম,—আপনি তখন পালাতে চাচ্ছিলেন কেন ?

—এঁটো বাসন কে ধোয় এখন!

—কিন্তু ধুলেন ত' পরে ?

—না ধুয়ে কি করি!

—এ-সব আপনার গা এড়ান কথা।...ওদের পরামর্শ আপনি জান্‌তেন ?

—অনুমান করেছিলাম।

—তবে আমাকে না জান্‌তে দিয়েও ত' আপনি ধু'য়ে দিয়ে আস্‌তে পারতেন।

সতীশ বলিল,—সে কাজটা ভাল হ'ত না, বাবু।...আপনি অতিশয় ভদ্রলোক তা' আমি জানি!...আপনি আমার ঐ কাজটা করার কথা পরে শুন্‌লে' মনে মনে কত দুঃখিত হ'তেন আমি যে তা' বুঝি—সেটা আমি হ'তে দিতে পারিনে বলেই ঐখানেই আপনার জানার কাজ চুকিয়ে দিয়েছি—আপনাকে গোলেমালে ফেলে এক-রকম বাধ্য করেই বসিয়ে রেখেছিলাম।...আপনি জান্‌লেন, সতীশ জোর করে গেল; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ হ'ল—কষ্টের কারণ নাই।...আর একটা কথা, বাবু। যদি বলেন, "প্রসঙ্গটা আমার কাছে তুল্‌তে কেন দিলে তুমি" ?...কিন্তু প্রসঙ্গ তোলা না তোলার কর্ত্তা ত' আমি নই, ওরাই। .. যে কোনো কায়দায় ওরা আপনাকে জানিয়েই দিত যে, এঁটো বাসন ধু'য়ে দিয়ে যাওয়া দরকার।

—এত আক্রোশ কেন ?

—আক্রোশ কি না জানিনে; তবে এ-গাঁয়ের ধরণই ঐ—শূদ্দুর বামুন-বাড়ী খেলে' সে পাতা ফেলে' এঁটোয় গোবর দিয়ে আস্‌বে।...

আমি আপনার থালা যদি আপনাকে গোপন করে' ধু'য়ে দিয়ে আস্‌তাম, তবে মনীশ সোজাসুজি এসে' আপনাকে বল্‌ত', ভাই, তোমার এঁটো বাসন ত' আমরা ধুতে পারিনে, বাসন বাইরে ফেলে' রাখ্‌তেও পারিনে ...সতীশ ধু'য়ে দিয়ে গেল।...আপনি তাতে কি কম লজ্জা পেতেন!

—এতে অপমান করা হয় তা' ওরা বোঝে না?

—ওরা বোঝে, কিন্তু যারা ফেলে তারা বোঝে না। ওরা বোঝে বৈ কি; নইলে এত সঙ্কোচ কেন করবে আপনাকে কথাটা বল্‌তে!... ওরা কি মনে করে জানেন, একবার কেউ যদি এই নিয়মটা ভেঙে দেয় তবে সর্ব্বনাশ ঘটে' যাবে—বামুন-বাড়ী খেতে এসেছি বলে' শূদ্দুর সাধারণের হুঁস্‌ই থাক্‌বে না, আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠে যাবে।... আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেই এত কথা বল্‌লাম, বাবু! আরো একটা কথা বল্‌বার আছে।...আমার সমাজ আছে না জাত আছে যে ওদের আমি মেনে চল্‌ব!...ওদের আমি কি ধার ধারি! আমার এঁটো আমি ফেলতাম না, বাবু; সত্যি কথা যে, ফাঁকি দিতাম।...কিন্তু আপনি ছিলেন...তবু ওদের কথায় কেন ফেল্‌ব? আপনি যদি আমাকে আপনার পাশে নিয়ে না ব'স্‌তেন তবে আপনার খাতিরেও ফেল্‌তাম না...আপনি আমাকে ত' বল্‌তে পার্‌তেন না মুখ ফুটে'—এমন কি মনেও সে-কথা ভাবতে পারতেন না, এটা আমি বুঝি। কিন্তু আপনি সজ্জন; আপনার মান রাখা আমার দরকার। তবে এখন মনে হ'চ্ছে, আপনাকে জান্‌তে দে'য়া আমার উচিত হয় নাই; প্রাণপণ করা উচিত ছিল।...শেষে জান্‌লে আপনি দুঃখিত হ'তেন, কিন্তু এত অপমান-বোধ কর্‌তেন না।...আপনি অপমানের কথা এখন বল্‌লেন,

তাতেই আমার আপ্‌শোষ হ'চ্ছে।…আমাকে ক্ষমা করেছেন, বাবু?

আমি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম,—করেছি।

…সতীশ বলিল,—আপনাদের বাড়ীর আলো ঐ দেখা যাচ্ছে; পিসিমা এখনো জেগে' বসে' আছেন।

আমি হাঁ হুঁ একটা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সাইকেলের ঘণ্টা বাজিবার শব্দ পাইলাম; এবং আমাদের সম্মুখের দিকে খানিকটা দূর হইতে চীৎকার করিয়া কে একজন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—আরে, যায় কারা ওদিকে লণ্ঠন নিয়ে?

সতীশ সাড়া দিল,—আমি সতীশ দাস।

—কথা কও কার সঙ্গে?

—বাবু আছেন আমার সঙ্গে।

—আরে, বাবুটা কে?…বাবু ত' সকলেই—বাড়ীর বাইরে এলে সবাই বাবু; তুমিও এক বাবু…সেবার মিঞাজান মোল্লার ছেলেটাকে গাড়ীতে দেখে' চিন্‌তেই পারিনে, এমন বাবু সেজেছে!…কুঁথিয়ে কাঁথিয়ে চৌদ্দ সিকে খসা'তে পারলেই বাবু!…হা হা হা…কথা কও না যে? কোথাকার বাবু?

—এখানকারই। নীরদবরণবাবু, বরদাবাবুর ছেলে।

—নীরদবরণ? বরদাবাবু?…চিন্‌লাম না ত! মরুক্ গে…মিঞাজান মোল্লার ছেলেও এক বাবু!—চলেছ কোথায়?

সতীশ তার জবাব দিল না—

—বল্‌লে না, চলেছ কোথায়?…দেখ্‌তে হ'চ্ছে; দাঁড়াও আসি।…কই, দাঁড়া'লে না? আমি অমল ডাক্তার।

অর্থাৎ ব্যক্তিটিকে ভুল করিও না; অপর কাহারো ব্যক্তিত্বের খাতিরে যদি দাঁড়াইতে সম্মতি না থাকে তবু অমল ডাক্তারের কথা তুমি ঠেলিতে পারো না···

সতীশ দাঁড়াইল—কাপুরুষতা হইবে মনে করিয়া আমি নিষেধ করিতে পারিলাম না।

সাইকেলের কেরোসিন ল্যাম্পের উপর আমাদের লণ্ঠনের আলো পড়িল ··অমল ডাক্তার ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন···বলিলেন, —তাই ত', বাবুটিকে চিন্‌লাম না ত!

বুঝিলাম, অন্ধকারেই তিনি আমাকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন···

বলিলেন,—তুলে' ধরো ত' লণ্ঠনটা; দেখি, চিন্‌তে পারি কি না।

কিন্তু ব্যক্তিটি অমল ডাক্তার হইলেও তাঁর এ-অনুরোধ সতীশ রক্ষা করিল না; জিজ্ঞাসা করিল,—গিয়েছিলেন কোথায়?

—আরে, আমার যা' কাজ—রুগী দেখ্‌তে!···মানী বোষ্টমীর ছেলেটা মর' মর' হ'য়ে উঠেছিল।···চিকিৎসা কর্‌ছিল হারাণ দত্ত। সে হা'ল ছেড়ে দিতেই আমার ডাক পড়্‌ল'···এক ফোঁটা ইপিকা দিয়ে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে রেখে' এলাম।···আপনি কার বাড়ীতে এসেছেন?

আমাকে তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না···

বলিলাম,—নিজের বাড়ীতেই এসেছি—আমাদের বাড়ী এখানেই।

—ব্যস্‌!···আরে, এখানে যাদের বাড়ী তাদের চিন্‌তে আমার বাকি নাই।···আমি এখানকারই মানুষ—ডাক্তারী ব্যবসা করি।··· এখানেই বাড়ী বলে' ফাঁকি দেবার কি দরকার!

ডাক্তার রাগিয়া গেছে মনে হইল—

বলিল,—ভাব্‌বেন না, বুঝ্‌তে পারি নাই !···ধানের ভাতই খাই।
···শুন্‌বেন আপনি কে ? আপনি পুলিশের গোয়েন্দা···

সতীশ বলিল,—আসুন তবে !···উনি কিছুদিন আছেন এখানে···

বলিয়া সতীশ ঘুরিয়া দাঁড়াইল—

শুনিতে পাইলাম, ডাক্তারবাবু বলিলেন,—বয়েই গেল।···তারপর বলিতে বলিতে গেলেন,—বরদাবাবুর ছেলে, নীরদবরণবাবু ! ফুস্‌···

চতুর্থ
পরিচ্ছেদ

সতীশ আমাকে নিঃশব্দে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, এবং আমি ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিলাম, পিসিমা এইমাত্র গ্রন্থপাঠ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; আরো দেখিল্াম, পিল্‌সুজের উপর পিতলের প্রদীপের শিখা, ঈষৎ কাঁপিতেছে—দণ্ড, দীপ ও আধার, তিনই উজ্জ্বল। দীপ-শিখাটিকে অতিক্রম করিয়া জানালা দিয়া চোখে পড়িল, চন্দ্রোদয় হইতেছে—

প্রদীপের কোলের অন্ধকারে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন খাওয়া হ'ল রে?

জামা জুতা খুলিতে খুলিতে বলিলাম,—এই ত' আমার বিছানা?

—হ্যাঁ।

—তবে আগে শু'য়েনি; তারপর বল্‌ছি।·· খাওয়া ভালই হ'ল বলিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

—কি কি তরকারী রেঁধেছিল?

—তা' মনে নেই, পিসিমা!

—বলিস্ কি! এই খেয়ে এলি এই মনে নেই! এতই না কি?

—কত যে তা-ও মনে নেই।

—অবাক্ কর্‌লি···

—অবাক্ হ'য়ে আমিও এসেছি।···এমন স্থানেও নেমন্তন্ন খেতে' পাঠিয়েছিলে, পিসিমা ; না জানে কথা কইতে, না জানে ব্যবহার !

পিসিমা বিমর্ষ হইলেন দেখিলাম।

বলিতে বলিতে আমিও গবম হইয়া উঠিলেও, মোটেই বুঝাইয়া বলিতে পাবিলাম না, কোথায় তাদের অপরাধের অসহ্য জঘন্যতা ; তাদেব ভাষা পরিমার্জ্জিত নহে, ভঙ্গী বীভৎস, আদর অসহনীয়, ইত্যাদি উপলব্ধি, যাহা তখন উপর্য্যুপবি সংঘটিত হইয়া কেবল চিত্তকে নয়, মস্তিষ্ককেও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না।··· সেই সুরে কথা কহিয়া আব সেই ভঙ্গীব অনুকরণ করিয়া তাহাদের একটা ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারিতাম, কিন্তু রুচি আব শিষ্টতা আমি কিরূপ চাহি সে-শিক্ষা দিয়া পিসিমাকে আমার স্থানে বসাইব কেমন করিয়া।···পিসিমা শুনিলে বোধ হয় আমাকেই ছিঁচ্‌কাঁদুনে আহ্লাদে' ছেলে মনে করিয়া বসিবেন!···তিনি ঐ ধরণের কথা শুনিতেই অভ্যস্ত যে !

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে বল্ ?

আমি বলিলাম,—তোমরা যে সতীশকে ক্ষ্যাপা বলো তা' ভুল ; ক্ষ্যাপা সে মোটেই নয়।

—তা' হ'বে। কিন্তু নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তোর কি হয়েছে বল্।

উচ্ছিষ্ট বাসন মর্দ্দন ও ধৌত করাইয়া লইবার যে প্রস্তাব উঁহারা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া পিসিমার সমক্ষে কিছু ক্রুদ্ধ আস্ফালন করা যাইত ; কিন্তু নিজের অপমানের কথা নিজের পিসিমার কাছে বলিতেই লজ্জা করিতে লাগিল—

বলিলাম,—সে সব হাসির কথা, পিসিমা !···বলিয়া আমারই মনে হইল, সত্যই উহা হাসির কথা।···নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়াই আমার সম্মুখে মনে মনে খর্ব্বতা অনুভব করিয়া তাহারা কেহ আমাকে তাচ্ছীল্য করিয়াছে ; কেহ মনে করিয়াছে, সত্যই বুঝি রসিকতা করিতেছে—ইত্যাদি। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা আমার অবজ্ঞেয়।

বলিলাম,—খাওয়া ভালই হ'ল, পিসিমা ; তবে ওঁদেব পাড়াগাঁয়ের কথাবার্ত্তা আমাদের ঠিক্ পছন্দ হয় না। বলিয়া পিসিমার অম্লান মুখের দিকে চাহিয়া আমি অকপট প্রাণে হাসিতে লাগিলাম···

এবং হাসিতে হাসিতে হঠাৎ খচ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল আমার নিজের আচরণ। ··যতই যন্ত্রণাবোধ হউক, আমার অমন করিয়া চলিয়া আসা অশোভন হইয়াছে···মনীশ কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, একটি শিষ্টতার বিধি আমি লঙ্ঘন করিয়াছি ··

পিসিমা বলিলেন,—আমি ত' ভেবে' পাচ্ছিলাম না, ওরা তোকে অপ্রিয় কথা কেন বল্‌বে !

—আলো নিবিয়ে দাও, পিসিমা।

পিসিমা ও-ধারে কাঠের সিন্ধুকের উপর নিজের বিছানা বিছাইতে গেলেন—

আমি ইত্যবসরে শয়ন করিয়া এবং চক্ষু মুদিত করিয়া ঝির্‌ঝিরে চৈতী-বাতাসে আরাম অনুভব করিতেছিলাম···দূরে একটা সোরগোলের শব্দে চোখ্ খুলিয়া দেখিলাম, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, পিসিমা শয়ন

করিয়াছেন এবং আমার আর আমার শয্যার উপর অশেষ জ্যোৎস্না ঢেউ খেলিতেছে···

পিসিমা বলিলেন,—ঘুমিয়েছিস্ ?

—না।

—চেঁচামিচি শুন্‌ছিস্ !·· সতীশের গলা—মেয়ের উপর তম্বী হ'চ্ছে বোধ হয় !

আমি উঠিয়া বসিলাম—

বলিলাম,—চলো, পিসিমা, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি, কি কথা হ'চ্ছে !

বলিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জ্যোৎস্না বেশ মানাইয়াছে ; পৃথিবীকে নিঃশব্দ আর নিদ্রাতুর করিতে ঠিক্ এম্‌নি আলোই চাই—প্রখরতর আলো যেন সহিত না·· অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু আর অর্দ্ধেক চাঁদের আলো—বেশ মোলায়েম।

দরজা খুলিয়া আমি আর পিসিমা ঘরের বাহিরে আসিয়া তারপর উঠানে নামিয়া দাঁড়াইলাম···চাঁদের আলো উঠানে তখনো নামে নাই···

দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম, ও-দিক্‌টায় নিবিড় জঙ্গল ; বাঁশের মাথাই সর্ব্বোচ্চে উঠিয়াছে ; তার নিম্নে আম, জাম, নারিকেল, সুপারি গাছের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইয়া আকাশের গম্বুজার্দ্ধ ঢাকিয়া গেছে···

তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজ সেই জঙ্গলের মাথা পার হইয়া কানে আসিতে লাগিল·· কথা বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু পিসিমা বোধ হয় বুঝিতেছিলেন ; বলিলেন,—সতীশ তার মেয়েকে শাসাচ্ছে'—

—কি বলে' ?

—শুনতে পাচ্ছিস্ নে ?

দু' একটা অশ্লীল কথা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহা গোপন করিয়া বলিলাম,—কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

—পেরেও কাজ নেই ; তুই আয়।···আজ বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। মার্‌ছে নাকি মেয়েটাকে!···বলিয়া দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিলেন, এবং আমাকে ঘরে তুলিলেন··

কিন্তু শুইয়া সতীশের কথা ভাবিয়াই আমার চোখে ঘুম আসিল না···

পিসিমা বলিয়াছেন, "আজ বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি"—

নিত্য ও নিয়মিতভাবে কুকথা বলিয়া কন্যাকে ভৎর্সনা করিবার কারণ আমাকে সে নিজেই বলিয়াছে ; কিন্তু আজ অতিরিক্ত কারণ দেখা না দিলে সে স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে নাই···এবং সেই কারণটি অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মনীশের প্রতি ক্রোধে আমার রক্ত ফুটিতে লাগিল···

সতীশ বলিয়াছিল, সে যে জারজের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহার অন্তর্দ্দাহ ঠাণ্ডা হয় তার মেয়েকে কুকথা বলিয়া—আজ মনীশের কার্য্যের ফলে সে নিজের অসহ্য অন্তর্দ্দাহ শীতল করিতে বসিয়াছে এই অর্দ্ধরাত্রে ! এমন করিয়া উদ্‌ঘাটিত আর কেহ বোধ হয় তাহাকে কখন করে নাই—নিজের কাছে নিজেকে লুকাইবার চেষ্টা তার আর কখন এমন ব্যর্থ হয় নাই ··

আমার চোখের সম্মুখে সতীশের ক্ষিপ্তমূর্ত্তি ছুটাছুটি করিতে লাগিল ·· স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম, ভূলুণ্ঠিত আর লম্বমান একটি নারীদেহের উপর সতীশের প্রহরণ মুহুর্ম্মুহুঃ ওঠা-নামা করিতেছে, তার বিরাম নাই...

আঘাতে আঘাতে তার পৃষ্ঠের উপর সারি সারি মাংসরেখা উৎকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে · কন্যাকে কন্যা বলিয়া জ্ঞান তার নাই—সে প্রহার করিতেছে নারীকে···

ডাকিলাম,—পিসিমা ?

—কেন রে ?

—একবার সতীশের বাড়ীর ওদিকে গেলে হয় না ?

পিসিমা বলিলেন,—না, দরকার নেই···সতীশকে ধরে' রাখ্‌বার লোক এসে জুটেছে এতক্ষণ।

কিন্তু মনীশদা আর তার সঙ্গীদের স্মরণ করিয়া আমার অসন্তোষ বাড়িয়া গেল—মনে হইল, তাহারা যদি আসিয়াও থাকে, তবে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আর দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে !

কিন্তু পিসিমার সুর বক্র কেন !

অনিষ্টপরায়ণ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক নিবৃত্ত করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; পিসিমা বক্রসুরে কথা কহিয়া আমার মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিলেন···

জিজ্ঞাসা করিলাম,—পিসিমা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বল্‌বে ?

—কি কথা ?

—সতীশকে ধরে' রাখ্‌বার লোক এসে জুটেছে তুমি বল্‌লে ; জোটাই উচিত ; কিন্তু তুমি যেন কথাটা বেঁকিয়ে বল্‌লে—কেন ?

পিসিমা বলিলেন,—তোমার সঙ্গে সে-আলোচনা চল্‌তে পারে না। তোমার গুরু-ভাই মনীশকে শুধিও।

—মনীশ কি করে ?

—ও পয়সার মানুষ ; টাকার কারবার করে। বাপ্ কিছু রেখে' গিয়েছিল ; ও তাকে ঢের বাড়িয়েছে।···একশো টাকা ওকে দিলে চা'র বছরে একশোকে পাঁচশো করে' তুল্‌বে।···তা' ছাড়া দশ টিন্ কেরাসিন্ এনে রেখেছে—খুচ্‌রো বেচে ; কাপড় গামছা দু'-দশ জোড়া রাখে ; টাকায় আট আনা গচ্ছা দিয়ে নেহাৎ দায়ে পড়ে' লোকে নেয়।··· চা'ল ডা'ল মাছের খরচ নেই—ক্ষেতে আর পুকুরে তা' হয়।···নুন্ তেলটা কিন্‌তে হয়—তার খরচ আর কত !

শুনিয়া মনীশের উপর আমার অরুচির অন্ত রহিল না। নিজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের ইতিহাস আরো অনেক মানুষের নিজের মুখেই শুনিয়াছি —সুনিপুণ আর অবিরাম শ্রম সংগ্রামের আর তপস্যার ভিতর দিয়া মানুষের সেই লক্ষ্মীর বরলাভের কাহিনী শুনিয়া পুলক জন্মে··· আত্মোন্নতির সঙ্গে পদে পদে সেখানে আত্মায় কলুষ জমে নাই···

কিন্তু এই জলৌকাবৃত্তিধারী লোকটির মনে কোনোদিন বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও দ্বিধা জাগে নাই ; একবার সে ভাবিয়া দেখিতে চাহে নাই, মানুষকে কি দিতেছি, তাহার নিকট হইতে কি লইতেছি ! পরিমাণ ও পরিণামজ্ঞানহীন, নিরাবরণ এবং অচেতন এমন মানুষ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না।

পিসিমা বলিলেন,—মনীশ একটা আঙ্গুল ছাড়িয়ে দিতে পারে, গায়ের মাংস যদি চাও তা-ও খানিকটে কেটে' দিতে পারে, কিন্তু সুদ এক পাই ছাড়তে পারে না ; তার বুলিই এই—তা কি পারি ! ছেলের চেয়ে নাতির উপর টান্ বেশী যে !···আর একটা সুবিধে করে' নিয়েছে বুদ্ধি খরচ করে'—মুসলমানকে টাকা দেয় না, দেয় কেবল ছোট জা'ত

হিন্দুকে ; তারা পায়ের ধুলো চেটে' বেড়ায়—পারত্‌-পক্ষে ব্রহ্মস্ব ফাঁকি দিয়ে খায় না।···

ওদিক্‌কার গোলমাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল—

বলিলাম,—গোলমাল খুব বেড়ে উঠ্‌ছে, পিসিমা !

—তা' বাড়ুক্‌। তোর তাতে কি ?

—কি কাণ্ড কর্‌ছে, কে জানে !···তুমি বলছিলে, সতীশ ক্ষ্যাপা ; আমি বল্‌ছিলাম, সে ক্ষ্যাপা, নয় ; কিন্তু···

বলিতে বলিতেই কে যেন ডাক দিল,—নীরোদবাবু, জেগে আছেন ?

উঠিয়া বসিয়া বলিলাম,—আছি। কেন ?

—শীগ্‌গির আসুন আমার সঙ্গে।

—কেন ?

—বল্‌বার সময় নাই ; দেরী ক'র্‌বেন না—

—পিসিমা ?

পিসিমা বলিলেন,—যাও···

প্রশ্ন করিয়া লোকটির নিকট হইতে একটি মাত্র জবাব পাইলাম—"গিয়েই দেখ্‌বেন।"

তা-ই হোক্‌।

লোকটা মাঝে মাঝে দৌড়াইবার উপক্রম করিতেছে দেখিলাম, যেন ডাক্তার আমি—সঙ্কটাপন্ন রোগীর কাছে আমাকে সে লইয়া যাইতেছে···

কোলাহল স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং স্ত্রী-কণ্ঠের কান্নার

শব্দ এবং পুরুষের ভীত চীৎকার স্বতন্ত্র হইয়া কানে আসিতে লাগিল।
…স্ত্রীলোকের কণ্ঠ কাঁদিয়া যাহা বলিতেছে এবং পুরুষের কণ্ঠ চীৎকার করিয়া যাহা বলিতেছে তাহার সারাংশ এই যে—খুন করিল; রক্ষা কর।

পৌঁছিয়াই দেখিলাম, ব্যাপার গুরুতর, সমূহ বিপদ উপস্থিত, এবং যে কারণে আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না।

বারান্দায় একটা লণ্ঠন ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহার আলোকে দেখিলাম, সেই ঘরের বারন্দায় একটা কাঠের খুঁটির সঙ্গে হাত-পা-বাঁধা মনীশদা সতীশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; তার ঢেউ খেলান চুলে ঢেউ নাই, এবং সতীশ তার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে—সতীশের ডান-হাতে বেতের ছড়ি এবং বাঁ-হাতে রাম-দা…

চেহারা সে এম্‌নি করিয়া তুলিয়াছে, যেন নরবলি সে দিবেই…

আর, তাহার ত্রিসীমানায় যাইতে সাহসী না হইয়া অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; এবং পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে চীৎকার করিতেছে…

আমাকে এখানে আনয়ন করার উদ্দেশ্য মনীশদাকে উদ্ধার করা। মনীশ সম্পর্কে আমার গুরু-ভাই; কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাহার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছি; সতীশ আমাকে খাতির করিয়াছে, তাহাও জনরবে জানা গেছে—সুতরাং সতীশ কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনীশের এই সঙ্কটে সতীশকে শান্ত করিয়া মনীশকে বন্ধনমুক্ত করা আমারই কাজ।

মনীশের অপরাধটা কি তাহা অনুমান করিয়া লইলাম। মনীশ-দার পৃষ্ঠদেশ ওদিকে অন্ধকারে ছিল বলিয়া বেতের চিহ্ন দেখিতে না পাওয়ায়, শাস্তি কতদুর প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না—

কিন্তু সেখানে রক্তের চিহ্ন চোখে না পড়ায় অনুমান করিয়া লইলাম যে, রাম-দা হাতেই আছে, ব্যবহৃত হয় নাই।

সতীশকে দেখিলাম, সে যেন বেহুঁস্ হইয়া মনীশের দিকে চাহিয়া আছে।···

লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া সতীশ যে পুরমহিলাবৃন্দকে আমার মুখাবলোকন করাইয়াছিল, মনীশের মা সেই দলের ভিতরে ছিলেন বোধ হয়, অথবা আহারে বসিলে দেখিয়া থাকিবেন; আমাকে চিনিতে তাঁর কষ্ট হইল না—

আমাকে তিনি লজ্জাও করিলেন না—

পুত্রের প্রাণভয়ে আলুথালু হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং পুত্রজ্ঞানে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— বাবা, আমার মনীশকে বাঁচাও।

কে একজন দুর হইতে বলিল,—সতীশ, ঐ দেখ, বাবু এসেছেন।

কিন্তু সে মন্ত্রে সতীশের হুঁস্ ফিরিল না—

আমি বলিলাম,—কি করেছেন উনি?

মনীশের মা বলিতে লাগিলেন,—তা' আমি জানিনে, বাবা! তোমরা ত' সে-ই খেয়ে দেয়ে গেলে···তারপর মনীশ খানিকক্ষণ হার্‌মুনি বাজাল'···তারপরই শুন্‌তে পেলাম, সতীশ চেঁচাচ্ছে তার বাড়ীতে, যাচ্ছে'তাই মুখ খারাপ করে'।

ঘটনার এইটুকু বলিয়াই তিনি থামিলেন—

কিন্তু কিছুই পরিস্কার হইল না; এ-ব্যাপারের ব্যাখ্যা অতটুকু কিছুতেই নহে···

আমি অগ্রসর হইয়া সতীশের কাঁধের উপর হাত রাখিলাম; দর্শকগণের কোলাহল থামিয়া গেল—

আমার স্পর্শে কাজ হইল দেখিলাম; সতীশ চকিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বাবু!···বলিয়া সে বাঁ-হাতের রাম-দা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপর পা দিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু হাতের বেত নামাইল না।

আমি বলিলাম,—কি করছ এ?

সতীশ বলিল,—কিছুই করছিনে! গুণে' সাত-ঘা ওকে মেরেছি; আরো মারব' বলে' দাঁড়িয়ে আছি; ইতিমধ্যে আপনি এসে হাজির হয়েছেন।

তার গলার আওয়াজ শুনিয়া আমার ভয় ভয় করিতে লাগিল—সে যেন আমাকেও হিংস্র চক্ষে দেখিতেছে।

পরক্ষণেই সতীশ হাতের বেত ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল,—বাবু, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, গরম হ'য়ে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি।··· ক্ষমা করুন।

আমি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম,—বেশ।···ব্যাপারটা কি বলো দেখি। ···বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মনীশ আমার দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া আছে···তার তখনকার চেহারার সদৃশ চেহারা অন্যত্র দেখিয়াছি মনে হইল, কিন্তু কোথায় কি অবস্থায়, এবং তাহা মানুষের কি ইতর প্রাণীর তাহা মনে করিতে পারিলাম না···

যাহা হউক, সে করুণনেত্রে চাহিয়া আছে, এবং তাহার মা তাহার দিকে গুটি গুটি অগ্রসর হইতেছেন দেখিলাম ··

সতীশও দেখিয়াছিল—

বলিল,—বাঁধা থাক্, খুলে' দিও না ; এগিয়ে যাচ্ছ' কি !···বাবুর কাছে সব কথা বলি ; বাবু যদি বলেন, আরো সাত-ঘা মারা দরকার তবে মারব ; মেরে' বাঁধন আমি নিজেই খুলে' দেব।···সরে' দাঁড়াও···

মনীশের মা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন—

হুকুম শুনিয়া চম্‌কিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন।

সতীশ বলিতে লাগিল,—ধীরে-সুস্থে কথাটা বল্‌তে পারলেই ভাল হ'ত ; কিন্তু সে সময় এখন নাই ; সমস্ত রা'ত তা' হ'লে ঠাকুরকে দড়ি-বাঁধা থাক্‌তে হয়।···বলিয়া সে মনীশের দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ একটি কটাক্ষ করিল···

বলিতে লাগিল,—বাবু, আপনার কাছে নানা দিক্ থেকে লজ্জায় একেবারে মরে' গেলাম।···আমার মেয়েকে আমি কটুকাটব্য করি, তাতে ওর কেন পোড়ে ও-কে জিজ্ঞাসা করুন ত!

জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দা আর বেত নামাইয়া সতীশকে শান্তকণ্ঠে কথা কহিতে শুনিয়া মনীশ বোধ হয় সাহস পাইয়াছিল ; সে বাঁশের খুঁটি আর দড়ির বাঁধনের ভিতর হইতে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল,—উঁঃ ; জিজ্ঞেসা করুন ত'! করেছি কি হে আমি?

সতীশ বেত তুলিয়া লইয়া চটাস্ করিয়া মাটিতেই মারিল···প্রত্যুত্তর এবং ইঙ্গিত পাইয়া মনীশের হঠাৎ বিক্রম নিরস্ত হইয়া গেল...

আমি বলিলাম,—আমি আর কি জিজ্ঞাসা করবো কাকে!···ওঁর মা রয়েছেন, উনি নিজে রয়েছেন, আরো কে কে সব রয়েছেন···ওঁদের সামনেই বলো তুমি।

সতীশ খানিক ঘাড় গুঁজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল,—বাবু, আপনি বুঝেছেন···

আমি বলিলাম,—এঁচেছি কতকটা; কিন্তু উনি কতদূর পাপী তা' আমার জানা নেই।

সতীশ চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যেন গা-ঝাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—আমার মেয়েকে ও নষ্ট করবার চেষ্টায় আছে···

ওদিকে কে হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া একটু হাসিল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিসে বুঝ্‌লে?

—আমার মেয়েকে আমি ডেকে কথা বল্‌লেই ও এসে দাঁড়ায়; আমাকে কি বলে তার ঠিক্ নাই—ঠাণ্ডা করেন আমাকে! আর মেয়ের দিকে আড়ে আড়ে চান্···আমি বুঝিনে কিছু?—বলিয়া সতীশ মনীশের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন, সে বোঝে কি না দেখ।

পিসিমার ইঙ্গিত সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন আসিল,—এই মাত্র?

কিন্তু মুখে বলিলাম,—তার সাজা যথেষ্ট হয়েছে—এখন ছেড়ে দাও।

সতীশ উঠিয়া ধীরে ধীরে তার হাতের বুকের বাঁধন খুলিয়া দিতে লাগিল···

হুঁ হুঁ করিয়া যে ব্যক্তি হাসিয়াছিল সে-ই বোধ হয় বলিল,—গরুড়, গরুড় ··

আর একজন বলিল,—"যশোদা নাচাত' তোরে বলে' নীলমণি"···

মনীশ বারান্দা হইতে লাফাইয়া নামিয়াই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং দখিতে দেখিতে সতীশের আঙ্গিনা নির্জ্জন হইয়া কেবল আমি আর সতীশ রহিলাম…

চন্দ্রোদয় পূর্ব্বেই হইয়াছিল, কিন্তু সতীশের উঠানে তার আলো প্রবেশ করে নাই—আভা পড়িয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু লণ্ঠনের তীব্রতর আলোকে তাহা লক্ষ্য হইল না।

মানুষকে বাঁধিয়া মারিবার উল্লিখিত হেতুটাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কাট্য মনে হইয়াছিল; কিন্তু অল্পে অল্পে আমার দৃষ্টি গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল...

মনে হইয়াছিল, আপন কন্যাকে অযথা যথেচ্ছ ভাষায় ভৎ'সনা করিবার অধিকার সতীশের নাই, এবং কেন সে তাহা করে তাহা জানা থাকিলেও সতীশের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার অধিকার মনীশের আছে—আমিই মনে মনে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছি…

সতীশেরই অন্যায়—

কিন্তু মনে মনে খুশী না হইয়াও পারিলাম না যে, তার ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন দিয়া মনীশ তাহার সম্মুখে না আসিয়া পড়িলে, মনীশকে সে যে শাস্তি দিয়াছে, কন্যাটিকে সে তাহাই দিত।

চারিদিকে চাহিয়া মেয়েটিকে কোথাও দেখিলাম না; দেখিলাম, আমরা ছাড়া আর একটি লোক সেখানে আছে—ওদিকে একটা গাছের নীচে খুব অন্ধকার একটা স্থান খুঁজিয়া লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কি প্রয়োজনে তাহা বুঝিলাম না…

লণ্ঠনের আলো চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে—চৌকাঠের ও-পিঠে

মানুষের যে আশ্রয়স্থলটি ছিল তাহা যেন অন্ধকারে বুঁজিয়া গেছে ; যদি কেউ তাহার ভিতর থাকে তবে সে বোধ হয় নিঃশ্বাসের বাতাস পাইতেছে না...

মেয়েটি ওখানেই আছে—

কিন্তু সে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, না মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে —হাসিতেছে না কাঁদিতেছে !···

বলিলাম,—সতীশ, আমি যাচ্ছি ।

সতীশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—যাবেন ! কার সঙ্গে যাবেন !··· ওখানে বসে কে রে ?

—আমি। বলিয়া লোকটি অন্ধকারের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল।

সতীশ বলিল,—তুই বসে' রয়েছিস্ যে ?

—দেখি, আর কি হয়। বলিয়া লোকটি হাসিল।

—যা যা, বাবুকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয়। চিনিস্ ত ?

—চিনি।

রওনা হইলাম।

সতীশকে শাসন করিবার অধিকার আমার নাই ; তাই বাধ্য হইয়া একটু হাসি ভাসাইয়া তুলিলাম...যার পিতামহী অসতী ছিল, তার স্ত্রী-কন্যা অসতী হইবেই—এমন কাণ্ডজ্ঞান অদ্ভুত বটে ! আত্মগ্লানি নিয়ত প্রধূমিত হইতেছে, হউক ; তাহাকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া তুলিতে লোকের প্রয়াসের শেষ আর শ্রান্তি নাই—এবং যে—নারীকে বিশ্বাস নাই তাহাকেই প্রলুব্ধ করিবার ইচ্ছায় লোকে ঘোরা-ফেরা করিতেছে এরূপ কল্পনা পাগলেরই যোগ্য...

পিসিমা বলিয়াছিলেন, সতীশ ক্ষ্যাপা—
আমি বলিয়াছিলাম, সতীশ ক্ষ্যাপা নয়—
কিন্তু এখন মনে হইল, পিসিমাই ঠিক্।

দেখিলাম, জ্যোৎস্না আরো ফুটিয়াছে ; গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়াছে···

সাপের ভয়ে পায়েব দিকে তাকাইয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে বাড়ী ফিরিলাম।

পিসিমা জাগিয়া ছিলেন ; দরজা খুলিয়া দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে ?

—মনীশকে খুঁটিতে বেঁধে সতীশ চাব্‌কেছে।

—কেন ?

—মেয়েকে কি বল্‌ছিল, মনীশ গিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিল।... বড় ঘুম পাচ্ছে, পিসিমা ; কাল সব বল্‌ব।

আমি ঘুমাইব, ইহাতে পিসিমার আপত্তি থাকিতেই পারে না।

পঞ্চম

পরিচ্ছেদ

চোখের উপর দিনের আলো পড়িয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল; উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পিসিমার বাসি কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে।

"মুখ ধো"—বলিয়া পিসিমা যে-দিকে চাহিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটুক্‌রা কাঠের কয়লা আর এক ঘটি জল বারান্দায় রাখা আছে···

মুখ ধুইতে বসিয়া গত দিনটা, সমগ্রভাবে নহে, ঘটনায় ঘটনায় দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া মনে পড়িতে লাগিল···তার কোনো কোনোটি স্থুল-সূক্ষ্ম স্নায়ুজালে পরস্পর বিজড়িত হইয়া এমন সজীব আর দুরূহ যে, মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একদিনের অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষ চিরদিন চিন্তা করিতে পারে।

কিন্তু আজকার প্রভাতও সুপ্রভাত নহে।

...পিসিমা বলিলেন,—ঢেঁকি-ঘরের উনুন জ্বালব' রে ?

হাসিয়া বলিলাম,—জ্বালো।

পূর্ব্ববৎ ঢেঁকির উপর বসিয়া চা খাইতেছি এবং পিরুর কথা মনে আসিয়াছে, এমন সময় স্তোত্রাবৃত্তির সুরগুঞ্জন শোনা গেল···তারপরই যিনি অন্তঃপুরে দর্শন দিলেন তিনি ব্রাহ্মণ—হাতে তাঁর ফুলের সাজি;

পূজাব ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া এই পথেই বোধ হয় ফিরিতেছিলেন ; ফিরিবার পথে সম্ভবতঃ বার্ত্তা লইয়া যাইবেন···

কিন্তু তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া আছেন কেন বুঝিলাম না।

—বৌমা কই গো ?

—এই যে, বাবা। বলিয়া সাড়া দিয়া পিসিমা শশব্যস্তে বাহিব হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন ; হাসিয়া বলিলেন,—কি খবর, বাবা ? ···বহুদিন পরে বাড়ীতে পায়েব ধূলো পড়ল'। বলিয়া পিসিমা গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

—এতদিন ত' শীতের বেলা ছিল—পূজা-আহ্নিক সারতেই বেলা তিন প্রহর হ'য়ে যেত'। তারপব খেয়ে-দেয়ে উঠতেই সন্ধ্যে—খবর নিই কখন ! ভাল সব ?

—ভালই, বাবা।

—শুনলাম, তোমার ভাইপো এসেছে ; কই সে ?

আমার চা-পান শেষ হইতে তখনো ঢের দেরী ; অর্দ্ধ-সেবিত চায়েব দিকে চাহিয়া এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রসভঙ্গে আমার বিরক্তির সীমা রহিল না···

পিসিমা বলিলেন,—আছে ওদিকে।···নীরোদ, এদিকে আয় রে।

পেয়ালা ঢেঁকির উপর নামাইয়া রাখিয়া মুখ মুছিয়া বাহির হইলাম—

পিসিমার বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওটা ঢেঁকি, ঘর না ?

—হুঁ।

—ওখানে ও কি করছিল ?

পিসিমা বলিলেন,—চা খাচ্ছিল। বলিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, যেন নিতান্ত স্নেহের দায়ে পড়িয়াই তিনি আমার অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন!

আমার দিকে চাহিয়া ঠাকুর আমার রূপ এবং বোধ হয় সঙ্কোচের মৃদুতা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন; বলিলেন,—বেশ ছেলে।...প্রণাম ঐ ওখানেই রাখো.. ছুঁয়ো না।

ছুঁইয়া প্রণাম করিবই তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন জানি না...কিন্তু প্রণাম আমি ঐ ওখানেই রাখিলাম, অর্থাৎ ঠাকুরের পাদমূল হইতে আড়াই হস্ত দূরে! প্রণাম গ্রহণে স্পৃহা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রণাম পাইয়া ঠাকুর হাত তুলিলেন না, মাথা নোয়াইলেন না, যেন ঋণী ছিলাম, ঋণ আদায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আশীর্ব্বাদ তিনি করিলেন; ফলিলে একদিন রাজচক্রবর্ত্তী এবং ভবিষ্যতে অমর হইব।

ঠাকুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করো তুমি?

—এবার আই, এ, দিয়েছি।

—বেশ।...আজ দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে তুমি প্রসাদ পাবে, বুঝ্‌লে?—বলিয়া ঠাকুর-মহাশয় মুখ স্মিত করিয়া তুলিতেছিলেন; কিন্তু আমার উত্তর শুনিয়া দ্যুতি নিবিয়া গেল; আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলাম,—প্রসাদ আমি পাবো না; যদি বল্‌তেন, আমার বাড়ীতে তোমার আহারের নিমন্ত্রণ রইল, যে'ও, তা' হ'লেও বল্‌তাম, যাবো না।

গত সন্ধ্যার সেই উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জনা লইয়া যে সঙ্কটের উদ্ভব এবং যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, মনীশের প্রহারলাভে তাহার সমাপ্তি এবং

সমাধান ঘটিয়াছে কি না তাহারই ঠিক্ নাই···আবার ব্রাহ্মণ-বাড়ী! ···আমার ভিতরে এত বাষ্প সঞ্চিত হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই—

ঠাকুর "ছুঁ'য়ো না" বলিতেই তাহা ধূমায়িত হইয়া প্রসাদ পাইবার কুপ্রস্তাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে···

ঠাকুর লাল হইয়া উঠিলেন—

পিসিমা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—পাগল, বল্‌লি কি! ক্ষমা চা শীগ্‌গির। বলিয়া তিনি, ঠাকুরের পা যেখানে মাটি স্পর্শ করিয়া ছিল, আঙুল দিয়া সেই স্থানটা আমাকে দেখাইয়া দিলেন—

কিন্তু ঠাকুরেব পদতলে পতিত হইয়া আমি ক্ষমা চাহিলাম না—

বলিলাম,—কা'ল রাত্তিবে বামুন-বাড়ীতে যে প্রসাদ পেয়েছিলাম সে পাওয়াব জের এসেছে মারামারি পর্য্যন্ত; মনীশকে খুঁটিতে বেঁধে সতীশ মেবেছে তার কারণ ঐ প্রসাদ পাওয়া ··

বলিতে বলিতে আমি কেমন রুখিয়া উঠিতে লাগিলাম; না থামিয়াই বলিতে লাগিলাম,—আমার এঁটো-বাসন ওরা মাজাতে চেয়েছিল আমাকে দিয়েই; সতীশ ভদ্রলোক, আমাকে তা' কর্‌তে দেয়নি'; নিজের থালা আর আমার থালা মেজেছিল সেই · সেই আক্রোশেই মেবেছে তাকে।···বামুন-বাড়ী পেসাদ পেয়ে এঁটো-বাসন ধোবার ইচ্ছে আমার নেই। বলিয়া পূর্ব্ববৎ সেই আড়াই হস্ত দূরে একটি প্রণাম রাখিয়া ঢেঁকি-ঘরের দিকে চলিতে স্নুরু করিলাম···

শুনিলাম, পিসিমা বলিলেন,—জ্ঞান বুদ্ধি ত' পাকেনি' তেমন! কাকে কি বলে' গেল যা' তা'!···শোন্—শোন্।

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম—

ঠাকুর বলিলেন,—যা' তা' বলে নাই, মা, ঠিকই বলেছে। ব্রাহ্মণের আচরণ দেখে' ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি রাখা কঠিন হয়েই উঠেছে।… ডাক ত' ওকে—আমি বুঝিয়ে বলে' যাই। · নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে, তা' আর ক'র্‌বো না।…কিন্তু আমাদের বল্‌বার ফরম্‌ ঐ ; সত্যিই ওকে পাতের এঁটো দিতাম না ; সেটা ওকে বলে' ক্ষমা চেয়ে যাই।

আমি চোখের উপর থাকিতেও দ্বিতীয় বচনের পরিবর্ত্তে ঘৃণাসূচক সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহার করতঃ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্য যেন ফুঁপাইয়া উঠিয়া শেষ করিলেন…

মনে হইল, নিমন্ত্রণ করিবার ঐ ফরম্‌-এর প্রচলন সুষ্ঠু হয় নাই—

এবং চির-যথেচ্ছাচারী প্রভুশক্তি অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইয়া শেষ সম্বল অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছে…

পিসিমার ডাকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় তাঁহারই সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম ; ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি ক্ষমা চাইবে না জানি ; তুমি একের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নিলে অপাত্রের উপর।

আমার তখন উত্থিত ও জাগ্রত অবস্থা—ঠাকুরের সম্মুখে পিসিমার অস্বস্তি দেখিয়া আমার রাগ আরো বাড়িয়া গেছে—

বলিলাম,—আমার দোষ নেই তাতে। আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে—আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে।…আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কি না জানিনে…আপনি তা' করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ-

বাড়ী খেতে যাব না।·· এক চালের নীচে আমি দূরে বসে' খেলে' আপনাদের জাত যায়! · আপনি বল্‌লেন, একের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমি অপাত্রেব উপব নিয়েছি—সে-কথা আমার দিক্ থেকেও সত্যি। কবে শূদ্র অপবিত্র ছিল জানিনে, কিন্তু আমি আপনাদেব কারু চাইতে দেহে-মনে কম পবিত্র নাই; আপনারা না জান্‌লেও অন্তর্যামী তা' জানেন!

বলিয়াই মনে হইল, কি বৃথা বকিতেছি! ঠাকুবের মুখে বিকারের লক্ষণ ত' কিছুই দেখিতেছি না!

আমাকে চকিত করিয়া ঠাকুর হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন' না।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজেব পাল্লায় তুমি পড়ো নাই; কিম্বা এখন পড়িয়াছ, কিন্তু তিনি অপরিসীম সহিষ্ণু বলিয়াই তাহার তাপ পাইলে না ··

ব্রাহ্মণকে চিনিবার কথায় হঠাৎ মনে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হরিশ-ঠাকুরের ছেলে ভারতকে চেনেন?

দেখিলাম, ঠাকুরের মুখ ফ্যাকাসে' হইয়া গেল—

পিসিমা বলিলেন,—উনি ভারতের পিস্‌তুতো ভাই।

ঠাকুর পিছন্ ফিরিলেন; খড়মের পটাস্ পটাস্ শব্দ উঠিল—ঠাকুর প্রস্থান করিলেন।

এম্‌নি অপ্রীতির ভিতর দিয়া দিনের যাত্রা সুরু হইল।

পিসিমা অচল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—

চিন্তিতমুখে বলিলেন,—দ্বারিক-ঠাকুর বড় দুঁদে' লোক রে—কি ক'র্‌বে কে জানে!

—কিছুই কর্‌বেন না, পিসিমা; তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। "নির্ব্বিষ খোলস"—বলিয়া দ্বারিক-ঠাকুরের চেহারাখানা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিলাম··মুখখানা গোল, নাক প্রকাণ্ড, চওড়া তেমন নয়, বেশী উঁচু; চোখ খুব বড়, কোণ লাল; যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময় দুই কানে যে ছিদ্র করা হইয়াছিল তাহা বুজিয়া যাইবে ভয়ে নেই ছিদ্রে দু'টি তামার অঙ্গুরী পরাইয়া রাখিয়াছেন; অধরৌষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, বুকের মধ্যস্থলে লোম নাই; চুলগুলি খুব খাটো আর চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটা; গোঁফ দাড়ি নাই—

এক্ কথায়, ঠাকুরের চেহারা দেখিয়া আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই।

পিসিমা চিন্তিত হইয়াছেন—লোকটা দুর্দ্ধর্ষ, অনিষ্ট করিতে পারে। ধোপা, নাপিত আর হুঁকা বন্ধ করা ছাড়া উঁহারা মানুষের আর কি অনিষ্ট করিতে পারেন ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে ফাঁকা নদীর দিকে চাহিয়াই চমৎকৃত হইয়া গেলাম···

চৈত্র মাসেও এখানে শিশির পড়ে দেখিলাম; আকাশের প্রান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া আছে, নিকটের ক্ষেত্রের তৃণ সিক্ত; কিন্তু আমি চমৎকৃত হইলাম, চৈত্রের শিশির বা কুয়াশা দেখিয়া নয়, তার উপর বালরৌদ্রের চাক্‌চিক্য দেখিয়াও নয়—

দেখিলাম, এই সবের ভিতর দিয়া নদীতীরের আল—পথ ধরিয়া

চলিয়াছে মনীশ-দা আর সতীশ দাস—মনীশ-দার ডান-হাত সতীশ দাসের ডান কাঁধের উপর...

সময়টা প্রাতঃকাল ; জাগিয়াই আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্দেহ হইল কল্যকার ঘটনায় ; কাল অর্দ্ধরাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল, না খেলা !...আমাকে কি একটা তামাসা দেখাইয়াছিল। ..

যা-ই হোক্, উভয়েরই পোষাকে একটু জাঁক দেখিলাম—চৈত্র মাস বলিয়া মনীশের পায়েব বিচিত্রবর্ণ মোজার বাহার আরো খুলিয়াছে...

অত বড় কঠিন অভিযোগের আসামীরূপে গ্রেপ্তার কবিয়া যাহাকে বেত মারা হইয়াছিল, লজ্জায় না হোক্, গায়েব ব্যথায় সে রাত্রে তার ঘুম হইবারই কথা নয় ; কিন্তু মনীশেব রাত্রি অনিদ্রায় কাটে নাই তাহা তাহার এখনকার ফুর্ত্তি দেখিয়া শপথ করিয়াই বলা যাইতে পাবে স্থখ-স্বপ্নও দেখিয়াছিল বোধ হয়, এবং রাত্রের স্থখে প্রাতঃকালেই স্থখের সাথীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

ভাবিলাম, ডাকি—

কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না—

কেবল চক্ষু দু'টি নিষ্পলক হইয়া মনীশের মোজা জোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল...সে দৃশ্য বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল...এবং সেইদিকেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, পিরু দাস সেইদিক হইতেই আসিতেছে—সে সেই বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে বাহির হইল।

মনীশ-দা আর সতীশ দাসের সঙ্গে পিরুর সাক্ষাৎ হইয়াছে নিশ্চয়ই—

ডাকিয়া "তত্ত্ব" লওয়া যাক্, মনে করিয়া পিরুর আসিবার রাস্তার মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইলাম—

পিরু আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়িই করিল—

এবং সে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—মনীশ আর সতীশের সঙ্গে দেখা হ'ল তোমার?

পিরু বলিল,—হ'লই ত'। আপনি ওদের চিনে' ফেলেছেন!

—চেনা হ'য়ে গেছে!...ওরা গেল কোথায় জান?

—শুদোলাম, তা' বল্ল, মেয়ে দেখ্‌তে যাচ্ছি। মনীশের বিয়ে এই বৈশেখে; একেবারে পাকা কথাবাত্রা ক'য়ে আস্‌তে গেল।

আমি আমোদ পাইয়া পিরুকে আহ্বান করিলাম,—এস, বসে' গল্প করিগে। তুমি কাজে বেরোয়নি' ত?

—না, বাবু; আমি আর জরুরী কাজে বা'র হইনে—ছেলেরা উপযুক্ত হয়েছে।...আপনার ইচ্ছে হয়েছে, চলুন—বসিগে।

পিরুকে আনিয়া বসাইলাম—

বলিলাম,—পিরু, আমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি।

—কেন, বাবু?

—ওদের গলাগলি প্রণয় দেখে'। বলিয়া আমার নিমন্ত্রণলাভ হইতে মনীশের বেত্রলাভ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা একে একে পিরুকে শুনাইলাম—

শুনিয়া পিরু চপলমতি বালকের মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল...

জিজ্ঞাসা করিলাম,—এটা সম্ভব হ'ল কেমন করে' ?

পিরু বলিল,—অসম্ভব কিছু নাই, বাবু !…এত বয়েস হ'ল—কত যে দেখ্‌লাম, বাবু, তার অন্ত নাই ; যা' কখনো হয় নাই, তা-ই হচ্ছে চিরটাকাল…কেমন করে' হ'চ্ছে তা জানিনে ; তবে যা' সম্ভব বলে' ভেবে রাখি, উল্টে' গিয়ে তার অসম্ভবই ঘটে' যায়।…কিন্তুক্‌, আমি মনে মনে ভেবে দেখেছি, বাবু, যা' হবার নয় তা-ই হয় বলেই, আমরা শোক পাই, দুঃখু পাই, আবার সুখও পাই। বলুন' বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—তা-ই।…ওদের কথা সুদোচ্ছিলেন, কিন্তু ওদের ভাব হয়েছে গরজে।…মনীশ করে নাই, কিন্তুক তার কথায় তার মা এসে করেছে। …ভিন্‌গাঁয়ে মেয়ে দেখ্‌তে যাবার কথা আগে থেকেই ঠিক্‌ ছিল ; সতীশ চালাক-চতুর লোক—সে ই সঙ্গে যাবে—এ পর্য্যন্ত আমি শুনেছিলাম।…কিন্তুক, তারপরই আপনি যা' বল্‌লেন তা' ঘটে' গেল—কাজেই মনীশের আর মনীশের মায়ের বিপদ হ'ল ভারি।… আর কারু উপর তাদের বিশ্বেস্‌ নাই। সতীশ কথাবাত্রার ভুল শুধ্‌রে' দেবে, ওদিকে অল্প-বিস্তর খান্‌সামার কাজও করিয়ে নেবে—বন্ধুভাবেই ধরুন ; কিন্তুক্‌, এমনধারা কাজেব লোক সে ছাড়া গাঁয়ে আর নাই।… মনীশের মা দেখ্‌ল', সতীশ না হ'লে বুঝি বিয়েই ফস্কে' যায় ; তখন মায়ে-পোয়ে পরামিশ করে' মা গিয়ে সতীশের হাতে ধরে' বাপু-বাছা বলে' রাজি করেছে।…আবার সতীশের কথাও বলি—সে একটু পেটুক ধরণের লোক। সে-ও দেখ্‌ল', মা'রধোর যা' কর্‌বার তা' করেছি ; এখন যদি ওদের চেষ্টাতেই মিটে' যায় তাতে অপমানী কিছু নাই ;

আর কুটুমবাড়ীর ভাল-মন্দ খাওয়াটা যদি উপরি পাওয়া যায় সে ত' ভালই।

—কিন্তু মনীশ?

—মনীশ কি!

—সে কেমন করে' একেবারে কাঁধের ওপর হাত তুলে' দিল!

পিরু একটু হাসিল—

বলিল,—তারই যে বিয়ে, বাবু! কাঁধে হাত ত' অল্প কথা; সে সতীশের পায়ে ধরেছে কি না শুদোন্!...এদিকের লোক, বাবু, সেকাল থেকে বিয়ে-পাগল।...বিয়ের লালসে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না...এ ত' বেতের জ্বালা—সামান্য জিনিষ! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা সামান্য জিনিষ কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আমি বলিলাম,—হ্যাঁ, সামান্য জিনিষ বৈ কি!

—না, বাবু, সামান্য জিনিষ নয়—বিয়ের লালসে সামান্য হ'য়ে গেছে।...ওদের মনে ঘেন্না নাই, বাবু।...সুদ আদায় করতে যেয়ে চাষাভুষোর কাছে ঠাকুর যে-কথা শোনে তাতে ও-র দিনে তিনবার গলায় দড়ি নেবার কথা; কিন্তুক্, ও তা নেয় না; বলে, বেড়ালে হেগেছে বলে' ধান ফেল্‌ব?...কিন্তুক্, আবার দেখুন, বাবু, বিয়ের মত শুভকম্ম আর নাই; সেই বিয়ে নিয়েই আজন্ম কত কেচ্ছা হ'য়ে আসছে তার ঠিক্ নাই।...বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি বলিলাম,—ঘট্‌ছে বই কি!

পিরু বলিল,—ঘট্‌ছে, বাবু, হামেসাই ঘট্‌ছে। এমন একটা লোক

পাবেন না যে বিয়ের একটা কেচ্ছা জানে না…বর কন্যে বদল পর্য্যন্ত। …তা' হ'লে শুনুন, বাবু, পুরণো এক বিয়ের গল্প।

পিরুর গল্প মনোমদ হয়—

বলিলাম,—বলো। এবং ভূমিকার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—আগেই কা'ল বলেছি বাবু, আমরা বয়সকালে দেখেছি, ছেলে বউ আনত' টাকা দিয়ে, আর টাকা ছিল তখনকার দিনে একেবারে দুল্লভ।…সোনা বলতে ছিল না। এখন দেখি, যার ভাত মেলে না ভাল করে' তারও পরিবারের নাকে কানে সোণার ছিটে' চিক্‌চিক্ করছে; কিন্তুক্, তখনকার দিনে অলঙ্কার ছিল সব চাদির—মেয়েগুলো দেড়শ' ভরির অলঙ্কার গায়ে, হাতে, পায়ে, কোমরে দিয়ে অক্লেশে বেড়াত'।…আরো বলেছি, বাবু, টাকার অভাবে এক সংসারের পাঁচ ছেলের মেরে'-কেটে' একটা কি দু'টোর বিয়ে হ'ত, তিনটের হ'ত না; কিন্তুক্ বিয়ের লালস তাদের থেকেই যেত'।… সেই লালস আর না হবার ভয় আজও আছে।…মনীশ ত' তাইতেই, বাবু, যে মারল' খুঁটিতে বেঁধে বেত রাত্তিরে, তারই গলা ধরে' সকাল-বেলা গেল মেয়ে দেখতে! আমি ভেবে' দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী, আরো অনেক কথার এম্‌নি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল…তার দেহটাই আসল।…সে যা-ই হোক্, সেকালের কথাই বলি। · আর একটা কথা, বাবু, আমি সময় সময় ভাবি—গাঁয়ে লোক নাই বলে' আমরা কাঁদি; কিন্তুক্ না থাকবার ও-ও একটা কারণ; সবারই যদি বিয়ে হ'ত তবে দেশে হিঁদু বাড়ত কত! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি নিঃসন্দেহে বলিলাম,—হ্যাঁ।

পিরু খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—লোকে বলে, দশটার বেশী দিক্ নাই; কিন্তুক্ আমি বলি, বাবু, হাজার দিক্ আছে—পুণ্যের না থাক্, পাপের আছে—আর হাজাব দিকে মানুষের মন ছুট্ছে; তার না আছে ধম্মজ্ঞান না আছে নরকের ভয়; সে চায় কেবল নিজের ইষ্ট—টাকা আর স্ত্রী। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তারপর শুনুন, বাবু; মানুষের বিয়ে হয় না কিন্তুক লালস থাকে—যার তিন চার ছেলে তাবও নির্ব্বংশ হবার ভয় থাকে—সেই ভয়ই সকলের বড় ভয়।...এম্নি করেই কিছুদিন যায়—সত্যিই মানুষ নির্ব্বংশ হয়...কিন্তুক্ দিনকে দিন দেখা যেতে লাগ্ল', বিয়েটা যেন বাড়্ছে, কম দামে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে।...এম্নি করে' বিশ বাইশ কি তিরিশ বচ্ছরই গেল...যেতে' যেতে' এমন কথা বা'র হয়ে পড়্ল যাব মত বিষম কথা আর নাই—হয় না। · কিন্তুক্, কেমন করে' সর্ব্বনেশে কথাটা লোক-জানাজানি হ'য়ে গেল তা' বল্বার আগে একটা গল্প বল্তে হয়, বাবু!

আমি বলিলাম,—বলো গল্পটা।

—আরো দশ বিশ্টা পোড়াকপালে'র মত এই গাঁয়ের শ্রীদাম চক্কোত্তির বিয়ে হয়—না হয়—না করেই ছিল; চক্কোত্তি মুখ ভার করে' থাকে...থাক্তে থাক্তে হঠাৎ একদিন এক ঘটক এল তার বাড়ীতে; বল্ল, ছেলে আছে এ-বাড়ীতে? চক্কোত্তি নিজেই ছেলে; বল্ল, আছে; আমিই আছি। ঘটক বল্ল,—তুমি দিব্যি ছেলে। বয়েস

কত তোমাব ? চক্কোত্তি পোণে এক—কুড়ি কমিয়ে বল্‌ল, বয়েস আমাব তিরিশ। ঘটক বল্‌ল, আমার অনুমানও তাই।···যা-ই হোক্‌, ওদের যা মিলিয়ে দেখ্‌বার, জান্‌বার, শোন্‌বার ছিল, তা' সবই হ'ল ·· চক্কোত্তির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্‌ কবে' ঘটক বায়না আর দক্ষিণে আর রাহাখবচ নিয়ে চলে' গেল···ঘটক বাড়ীঘরের ঠিক্‌-ঠিকানা দিয়ে গেল, অবিশ্বাসেব কারণ থাক্‌ল' না···চক্কোত্তি হেসে' খেলে' বেড়াতে লাগ্‌ল। গ্রামের বৌ-ঝিরা বল্‌ল, চক্কোত্তির ছিবি ফিরেছে শুনেই।·· সে যা-ই হোক্‌, বেশ রূপোসী মেয়ে চক্কোত্তির বউ হ'য়ে এল···মেয়ে পরিবেশন করে' খাইয়ে স্বজাতির ঘরে' উঠ্‌ল···দেশের লোক খুশী হয়ে বল্‌ল, চক্কোত্তির শেষ বয়সে কপাল খুলেছে।···কিন্তুক্‌, খোলে নাই, বাবু!··· এখন দেখি মেয়ের উপর মানুষের হতশ্রদ্ধার ভাব, কিন্তুক্‌ তখনকার দিনে ছিল ছেলের উপর। মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, ভালবাসে যে দেয় তাকে—যে দেয় তারি আদর। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—সে যা-ই হোক্‌, চক্কোত্তির বাম্নণীর পেটে ছেলে হ'ল, তিনটি মেয়ে দু'টি ছেলে—খুব ঘন-ঘনই হ'ল।···তার পব চক্কোত্তি মারাও গেল—ছেলেরা বড় হ'ল।···এত কাণ্ড হ'ল, কিন্তুক্‌ এতকাল ধরে' আর একটা কাণ্ড ঘটে' আস্‌ছে তা' কেউ চোখে দেখে নাই।·· দু'তিন বছর অন্তর অন্তর একটা লোক আসে, চক্কোত্তির ঘরে অতিথ্‌ হয়; খায় দায়, এক রাত্তির দু' রাত্তির থাকে, তারপর সে চলে' যায়।···চক্কোত্তি যখন জীবিত ছিল এ তখনকার কথা; কিন্তুক্‌ চক্কোত্তি মারা গেলেও সে আস্‌তেই লাগ্‌ল···

আস্তে আস্তে হঠাৎ একদিন সকালবেলা হাউ-মাউ চীৎকার শুনে', তখন কেবল গরু-বাছুর বার করছি, গরু-বাছুর ফেলে' রেখে' দৌড়ে যেয়ে দেখ্লাম—কি আর বলব', বাবু—বড় কঠিন জিনিষই দেখ্লাম—চক্কোত্তির পরিবার তার শোবার ঘরে, আর সেই অতিথ্ বৈঠকখানা ঘরে গলায় দড়ির ফাঁস্ নিয়ে মরে' ঝুল্ছে…

পিরু একটু থামিল।

—সে যা' হবার তা হ'লো…দু'টো মিত্যু এক সঙ্গে ঘট্ল' দেখে' গাঁয়ের লোকে অবাক্ হ'য়ে গেল; কিন্তুক্ কারণ কিছু পাওয়া গেল না।…গাঁয়েব লোকে যে সন্দেহ কর্ল তা' বিচ্ছিরি, কিন্তুক্ সত্যি নয়।…তাই যদি হ'বে তবে দু'জনেই গলায় ফাঁস্ নেবে কেন! ‥বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা' হলেই দেখুন, বাবু, তা সত্যি না। কিন্তুক্ সত্যি কথা বা'র হ'য়ে পড়্ল মাস কতক পরে—কেমন করে' হ'ল তা' জানিনে, বাবু; কিন্তুক্, এমন বা'র হয় দেখেছি—হাওয়ায় খব্রাখবর ভেসে' আসে।…

সে যা ই হোক্, আগেই বলেছি, বাবু, মেয়ে মেলে না কিন্তুক্ মানুষের বিয়ের লালস থাকে, তা-ই থেকে' ভরার মেয়ের চল্ হ'ল…

এখন ভরার মেয়ে বল্লে কেউ বোঝে না, আপনি ত' বোঝেনই না; কিন্তু একদিন ভরার মেয়ে বল্লে লোকে দাঁতে জিব্ কাট্ত'।… সে যা-ই হোক্, কেমন করে' তার উৎপত্তি হ'ল তা' বলি—মানুষের বিয়ের লালস দেখে কোথাকার বদ্মাইসের দল এক দল পাকাল'…

তারা কর্‌তে লাগ্‌ল এই কাজ—মান্‌ষের ধম্মনষ্ট, জাতনষ্ট...গাঁয়ে গাঁয়ে তারা নৌক' নিয়ে বেড়ায়, ঘাটে একলা মেয়ে পেলেই তাকে ধরে' নৌকয় তুলে' নৌক' ছেড়ে' দিয়ে পালায়·· ঘাটে কল্‌সী পড়ে' থাকে, কিন্তুক্‌ মেয়ে ঘবে আসে না ; লোকে বলে, জলে ডুবে মরেছে—তারা লাশ খুঁজে' বেড়ায়। · সেদিকে সুবিধে না হ'লে তাবা গাঁয়ের ভিতর ওঠে ; আগে রকম ভাল ছিল না এখন বোষ্টমী হ'য়েছে এমনধারা মেয়েমানুষ খুঁজে নিয়ে তাকে কবে হাত।·· কিন্তুক্‌, বাবু, আমি একটা কথা সময় সময় ভাবি—এখনকার ছেলে বলুন মেয়ে বলুন যেমন চালাক্‌-চতুর আগে তেমন ছিল না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক্‌ এই বুদ্ধির দোষেই তাদেব জাত যেতে লাগ্‌ল ; ফুস্‌লানিতে ভুলে' ছোট জাতের মেয়েগুলো পালাতে লাগ্‌ল।·· তারা তখন ভিন্‌ গাঁয়ে যেয়ে তাদের আড্ডায় ওঠে···ঘটক পাঠায়, মেয়ের বিয়ে দেয়, কেউ সাজে মেয়েব বাপ্‌, কেউ সাজে খুড়ো—এমনিধারা।··· কিন্তুক্‌, এর বাড়া পাপ কি আর আছে, বাবু! টাকার লালসে মান্‌ষের জাত-ধম্ম মেরে' দেয় ! বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ বই কি।···মান্‌ষের জা'ত গেল ত' থাক্‌ল' কি !···সে যা-ই হোক্‌, অম্‌নি করে' চুরি করা মেয়ের নাম হ'ল ভরার মেয়ে।··· চক্কোত্তির পরিবার ছিল সেই ভরার মেয়েদের একজন—জাতিতে ধোপা।

শুনিয়া আমি দাঁতে জিব্ কাটিলাম—

পিরু বলিতে লাগিল,—এখন সেই অতিথের কথা বলি।...অতিথ যিনি আস্তেন তিনিই বাবা সেজে বিয়ে দিয়েছিলেন...ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন, আমি তোদের বাড়ী যাব, তখন গোপনে আমায় কিছু দিবি, না দিবি ত' সব বলে' দেব।· অতিথ্ আসে যায়; কি কৌশলে চক্কোত্তির পরিবার তাকে বিদেয় করে তা' জানিনে, বাবু।·· চক্কোত্তির বর্ত্তমানে তার পরিবারের হাতে পয়সা-কড়ি আস্ত...অতিথ্ আসবে ভয়েই সে জুটিয়ে রাখ্ত; কিন্তুক্ সে মারা গেলে ছেলেরা নিল তবিল কেড়ে', আর ভাঁড়ারে দিল চাবি; ধান বেচে' যে দু'পয়সা করে' রাখ্বে সে যো-ও আর থাক্‌ল' না।...তখন একদিন সেই অতিথ্ এসে হাজির—চক্কোত্তির পরিবার পড়্‌ল ফাঁপরে।·· সে যাই হোক্, রাত্তিরে অতিথ্ শুয়েছে বাইরে বৈঠকখানায়, আর চক্কোত্তির পরিবার শুয়েছে বাড়ীর ভিতরে তার শোবার ঘরে।...দুপুর রেতে উঠে' চক্কোত্তির বড় ছেলে দেখে, মায়ের ঘরের দরজা খোলা, আর মা ঘরে বাইরে কোথাও নাই... খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখে, তার মা বৈঠকখানা ঘরের ভিতর থেকে বা'র হ'চ্ছে; হ'তেই একেবারে পড়ে' গেল ছেলের সাম্‌নে—মা আর ছেলে একেবারে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল...কিন্তু যে সন্দেহ ছেলে কর্‌ল মাকে তা' সত্যি না...সে বোধ হয় বল্‌তে গিয়েছিল, এবার কিছু দিতে পার্‌লাম না—গোল করো' না।

সে যা-ই হোক্, মা পালিয়ে গেল—গিয়ে দিল গলায় দড়ি; আর ছেলেরা কর্‌ল গলা টিপে' সেই অতিথকে খুন—খুন করে' ঝুলিয়ে রেখে' দিল।...বলিয়া পিরু হতাশভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল—অর্থাৎ

ব্রাহ্মণের গৃহে রজককন্যা গৃহিণী—আর তাহার দরুণ দু'টি অপমৃত্যু···মানুষের পাপের আর সীমা নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—চক্রবর্ত্তীর ছেলেরা এখন কোথায়?

—তা' জানিনে, বাবু, ছিট্‌কে গেছে কোথায় কোথায় জানিনে।

পিরু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—

আমি বলিলাম,—দুঃখ করে' লাভ নাই, পিরু।

—দুঃখু মানুষের জন্যে করিনে, বাবু; করি ভগমানের জন্যে—তাঁর হাতে কি উপায় নাই? বলিয়া পিরু গাম্‌ছাখানা বাঁ-কাঁধ হইতে ডা'ন-কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—কিন্তুক্, এ কথায় আর কাজ নাই, বাবু, এখন যাই। · কলিমদ্দি তিন কাঠা ধান চেয়েছিল কজ্জ—কালই নেবার কথা; কিন্তুক্ নিতে এল না কেন দেখে' আসি। গরীবের বড় কষ্ট, বাবু; কিন্তুক্, আমার মনে হয়, বাবু, মানুষের অদ্দেক দুঃখু তার কম্মদোষে।·· বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

বলিলাম,—হ্যাঁ।

—কলিমদ্দির কথা বলি, বাবু।···শালাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে' আর একটা বিয়ে তুই কর্‌তে গেলি কেন? জব্দ কর্‌লি কাকে? এখন তোরই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে-মেয়ে আর গণ্ডায় গণ্ডায় উপোস্···শালারা ভুগ্‌তে আস্‌ছে—না তুই ভুগ্‌ছিস্?—বলিয়া অনুপস্থিত কলিমদ্দিকে ভর্ৎসনা করিয়া পিরু অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিল,—সে আর এক কেচ্ছা, বাবু; কিন্তুক্ সে-কথা বল্‌ব' আর একদিন। যাই। বলিয়া পিরু আমাকে বিদায়-নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিল,—আর একটা কথা, বাবু, আপনাকে জানিয়ে যাই, কলিমদ্দির কথাতেই কথাটা মনে

পড়ল। দু'রকমের লোক দেখ্‌বেন এগাঁয়ে, আর তারা হদ্দ বেহায়া, আর কারুর উপর তাদের দরদ নাই।...একদল তারা আছে—জন্মে' ইস্তক খেতে' পায় না, তারা বেহায়া হ'য়ে উঠেছে—লজ্জা তাদের নাই। আর একদল তারা আছে, সুদখোর, টাকার ময়লা চেটে' চেটে' খায়; এদেরও চক্ষুলজ্জা নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই।.. নিজের কথা বল্‌তে নাই, বাবু, অধর্ম্ম হয়; বল্‌লে আপনি ভাববেন, পিরু লোকটা কি রকম! কিন্তুক্‌, আমরা সেকেলে' লোক বলেই চক্ষুলজ্জা আর মানুষের উপর ব্যথা আছে।...যাই, এখন আসি, বাবু।

বলিলাম,—এস।

পিরু প্রস্থান করিল।

শ্রীদাম চক্রবর্ত্তী জ্ঞাতসারে জাতি বিসর্জ্জন দেয় নাই—অতএব তাহার চিন্তা পরিত্যজ্য; তার সঙ্গে তার পুত্রেরাও নিষ্পাপ। চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে একপাশে রাখিয়া দিয়া আমার মনের সম্মুখে বিভিন্ন বেশে বিচরণ করিতে লাগিল চক্রবর্ত্তীর গৃহিণী, সেই রজক-কন্যা।...বিবাহ যখন হইয়াছিল তখন সে বালিকা; কাহার সঙ্গে বিবাহ হইতেছে জানিলেও, সম্ভবতঃ মানুষের রক্তবর্ণ চক্ষু এবং হস্তধৃত দণ্ড দেখিয়া সে কেবল লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল...

আমার মনে হইল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার অসভ্য জীবনযাত্রার অবসান না হইয়াছিল সেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবনটাকে দেহ হইতে নিষ্কসিত করিয়া দিবার ইচ্ছায় সে যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ...প্রতিপদে পাপের পরিমাণ বাড়িয়া পরকালের জন্য ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি

করিতেছে মনে করিয়া সে ভগবানকে ডাকিয়া ক্ষমা চাহিত, না কাহাকেও অভিসম্পাৎ দিত!.. জীবনের কোনো ক্ষেত্রের কোনো অংশের দিকে চাহিয়া কি সে শান্তি পাইত!.. সে গর্ভ ধারণ করিতেছে, পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে; গর্ভ-বহনের ক্লেশ সন্তান-প্রসবের ক্লেশ সবই সহ্য করিতে হইতেছে···কিন্তু এত ক্লেশ একেবারে বৃথা মনে করিয়া তার কি বুক ফাটে নাই!···বুক ফাট্ ফাট্ করিয়া একবারও মনে হয় নাই, আর এ মিথ্যার ভার বহিতে পারি না, বলি···

কিন্তু তারপর?···তারপর কি বিভীষিকা সে চক্ষে দেখিত তাহা কেহ জানে না ..

তারপর, পরম শত্রু পশ্চাতে ফিরিতেছে—সকল মিথ্যাব মাঝে সেই কেবল সত্য, অব্যর্থ আর চিরজীবী।···তাহার আগমন সম্ভাবনায় বধূ, গৃহিণী এবং মাতা সেই রজক-কন্যার উৎকণ্ঠার সে অস্থিরতায় মানুষের পাগল হইয়া যাইবার কথা।

মনে মনে সে কি ততদিনে ব্রাহ্মণ হইয়া যায় নাই—ব্রাহ্মণের ঔরসজ ভ্রূণের সঞ্চার অনুভব করিয়াই তার হয় তো মনে হইত, যে—সন্তান একদিন ভূমিষ্ঠ হইবে সে ব্রাহ্মণ হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে · মায়ের রক্ত তার দেহে প্রবেশ করিবে না—ব্রাহ্মণের রক্তের তেজে তাহা ভস্ম হইয়া যাইবে···

মন তার দুলিত বোধ হয়—একবার মনে হইত, তা-ই হয়; আবার মনে হইত, না তা' হয় না।···কিন্তু জননী ত' গ্রহণের আধার মাত্র, তার আবার জাতি কি!···

এইখানে আমারই মন সমতালাভ করিল···ক্ষুধা বোধ করিলাম;

কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ভয় করিতে লাগিল···

দ্বারিক-ঠাকুর রুষ্ট হইয়া গেছেন—

পিসিমা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয় আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, এবং আমাদের যত প্রকারের অনিষ্ট তিনি করিতে পারেন তাহার একটা ফিরিস্তী প্রস্তুত করিয়া পিসিমা নিজেও দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন আমাকেও, না দেখান্, তার বিবরণ শুনাইবেন।

একটা আতঙ্ক লইয়াই বাড়ীর ভিতর আসিলাম, সম্মুখেই পিসিমাকে দেখিলাম না ; কিন্তু আর একজনকে দেখিয়া আমি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, খুঁটিতে পিঠ দিয়া আর এদিকে পিছন্ ফিরিয়া এলোখোঁপা বাঁধা একটি মেয়ে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে···তার বাঁ-দিকে ডালপালা সমেৎ শাকের গাছ স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে···সে একটি শাকের গাছ বাঁ-হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া পটাপট্ তার পাতা বাছিয়া ডান-দিকে স্তূপীকৃত করিতেছে। মেয়েটির হাতের রং অতিশয় কালো, কিন্তু গড়ন ভাল ; হাতে একগাছা কাচের চুড়ি···

দেখিয়া মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল—

পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং হাত-তিনেক ব্যবধান থাকিতে হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলাম,—পিসিমা ?

আশা করিয়াছিলাম, মেয়েটি চম্‌কিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইবে, কিন্তু সে ফিরাইল না—শাকের দিকে হাত বাড়ান' বন্ধ করিয়া দিল।

পিসিমা সেই ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? তোর খাবার গুছিয়ে রেখেছি, দিই গে চল্, না এখানেই আন্‌ব ?

মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম—

এখানে খাবার আনা হইলে আমাকে বারান্দায় উঠিয়া খাইতে হইবে; এবং পিসিমা ও-ঘরে খাবার আনিতে গেলে আমি এখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব ··

মনে করিয়াছিলাম, এই সম্ভাবনায় মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু সে দাঁড়াইল না।···ভাবিলাম, কতটা লম্বা হইয়াছে তাহা সে দেখাইতে চায় না—বড় হইয়া ওঠা মেয়েদেব লজ্জার বিষয় ··

কিন্তু সঙ্কোচ আসিল আমারই—

বলিলাম,—ও ঘরেই দেবে চলো।

—তাই চল্। বলিয়া পিসিমা বাহিবে আসিয়াই হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—এই যে রে সতীশের মেয়ে নির্ম্মলা—

যেন আমি সতীশের মেয়ে নির্ম্মলাকে খুঁজিতেছিলাম!

দেখিলাম মেয়েটির মাথা একটু নত হইল···

কল্যকার এবং অদ্যকার স্মৃতি খুবই সতেজ—

বলিয়া বসিলাম,—সতীশ আর মনীশকে দেখ্‌লাম, গলাগলি হ'য়ে—

বলিতে বলিতে আমি চম্‌কিয়া থামিয়া গেলাম; যে কারণে উভয়কে মনে পড়িয়া গেছে, ঠিক সেই কারণেই এই মেয়েটির সমক্ষে উভয়ের নাম একত্রে উল্লেখ করা শোভন হয় নাই···

পিসিমা বলিলেন,—হ্যাঁ, ওদের দু'জনায় ভাবও খুব—এ নইলে ও-র চলে না।···চল্, খাবার দিই গে।

পিসিমার সঙ্গে এ-ঘরে চলিয়া আসিলাম—

এবং জলযোগ সারিয়া আসিয়া নির্ম্মলাকে সেখানে দেখিলাম না—দেখিলাম, পিসিমা তাহার স্থানে বসিয়া শাক বাছিতেছেন।···একটা

অনিচ্ছাকৃত অপরাধের অস্বস্তি যেন থামিতে চাহিল না—মেয়েটিকে লজ্জা দিয়া ক্লেশ দিয়াছি—এবং সে মুখ দেখায় নাই ; এ দু'টিতে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নাই ; কিন্তু ইহারই মধ্যে কোথায় একটা বিচ্ছেদ বোধ করিয়া আমার নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, সে আর আমি যদি চোখোচোখি হইয়া একবার. দাঁড়াই তবেই আমার অন্তরের কথা পাঠ করিয়া সে আমাকে ক্ষমা করিবে।

পিসিমা বলিলেন,—তোরা সহুরে মানুষ ; শাক ভালবাসিস্ ত ?

পিসিমা আমাকে খাবাব দিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন—খাওয়াইবার আগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই ; বুঝিলাম, রান্না সুরু করিতে তাঁর ব্যস্ততা আছে।

বলিলাম,—এ-বেলার নেমন্তন্ন ত' ফুকৃলে-গেল, পিসিমা ; তোমাকেই কষ্ট করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি ডাল, একটা তরকারী কি ভাজা আর ভাত ছাড়া কিছু করো তবে আমি খাবো না।

শুনিয়া পিসিমা, সম্ভবতঃ দ্বারিক-ঠাকুরের প্রতিহিংসাপরায়ণতা স্মরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন—কথা কহিলেন না।

আমি বলিলাম,—খানকতক বই এনেছি, পিসিমা, সেগুলো পড়ে' ফেলা চাই।···আমি পড়িগে ; এ-বেলা আর বেরুবো না। বলিয়া ঘরে আসিয়া উঠিলাম।

আসল কথা এই যে, আমার মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।··· আমাদের সহরের অস্থিরতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ; মরুভূমির প্রখরতা আর শুষ্কতার মত তার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক—তার প্রতিবাদ নাই, এমন হওয়া তার উচিত নহে বলিয়া কেহ অভিযোগ করে না।

সহরের মানুষের স্বেচ্ছাস্বাতন্ত্র্য উগ্র হইলেও সহজ, তাহা লইয়া আক্ষেপ নিরর্থক ; মানুষ সেখানে পরস্পর গা ঘেসিয়া চলিতেছে, ঘর্ষণ আছে কিন্তু বিরোধ নাই।·· বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, মানুষ, এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সেই সীমাবদ্ধ উত্তপ্ত আবহের সঙ্গে আপন সত্তার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—তাহাতে তাহার অপরাধ ঘটিতেছে না ; প্রকৃতির প্রতি তার অসৌজন্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার অসহযোগ লোকের চোখে পড়ে না···

কিন্তু এখানে তাব বিপরীত, সে ব্যবস্থা এখানে অচল।···প্রকৃতি মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিতেছে ; কিন্তু মনে হয়, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে পদদলিত কবিতে পাবে এম্‌নি অবজ্ঞা দেখাইয়া মানুষ তাহার সে হাসিকে বিষণ্ণ কবিয়া তুলিয়াছে। · সহরে মানুষে মানুষে অসংখ্য সাক্ষাৎ ঘটিতেছে, কিন্তু তাদের চোখে চোখে চাওয়া নাই।·· চোখে চোখে চাহিয়াও এখানকাব মানুষ কেমন করিয়া তাব সহজ লজ্জাকে, দায়গ্রস্ত হইয়া নহে, অকারণ বর্ব্বরতায় বিসর্জ্জন দিয়াছে !

দুঃখ বোধ হইতে লাগিল ইহাই ভাবিয়া যে, মানসিক দুর্দ্দশা চরম সীমায় না আসিলে মানুষ বাহিবে এত অনুদার এবং ভিতরে এত দুর্ব্বল হইতে পাবে না।···

বই খুলিয়া লইলাম।

দ্বিপ্রহবের ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইহাই যে, দূরে একটা কলরব শুনিয়া মনে কবিয়াছিলাম, আগুন লাগিয়াছে ; কিন্তু তাহা নহে—

পিসিমা বলিলেন, আফাজদ্দির স্ত্রী তার প্রতিবেশিনী মেনাতুল্লার

স্ত্রীর সঙ্গে কলহ কবিতেছে ; যাহারা কলহ মিটাইতে আসিয়াছে তাহারা কলহের উপরেও কোলাহল করিতেছে—উভয় পক্ষের হিতৈষীরা আস্তে কথা কহিতেছে না ; এবং আমি বুঝিলাম, কণ্ঠস্বরে সুরের ঐক্য না থাকায় ধ্বনির ব্রীড়া নষ্ট হইয়া গেছে।

বৈকালে বাড়ীর ভিতরেই পিসিমার পায় পায় ঘুরিতে লাগিলাম—

পিসিমা পিলসুজ আর জলের ঘটি মাজিলেন ; আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চক্ষে তাহা দেখিলাম। পিসিমা লণ্ঠনেব কাচ ছাই দিয়া মাজিলেন ; তুলসীতলায় মৃৎপ্রদীপে সলিতা আব তেল দিয়া রাখিলেন · সন্ধ্যা লাগিলেই জ্বালিয়া দিবেন ; কূপের জল তুলিয়া বালতি পূর্ণ করিয়া রাখিলেন—দু'ঘটি জল সেই সঙ্গে ঘবে তুলিয়া রাখিলেন—রাত্রে যদি দরকার হয়···

একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—শব্দ কিসের, পিসিমা ?

পিসিমা বলিলেন,—আকাশের দিকে চেয়ে থাক্, দেখ্তে পাবি।

দেখিলাম, এক ঝাঁক্ পাখী আধ মাইলটাক্ লম্বা আঁকা বাঁকা সারি বাঁধিয়া পূবের দেশ হইতে পশ্চিমের দেশে উড়িয়া গেল।···

সহরকে দেখিয়া মনে হয় সে স্থূল—ভাবনিমগ্নতা তার নাই ; সহরের দুর্ভাগ্য যে তার স্থূলত্ব লইয়া কেহ কাব্যচর্চ্চা করে নাই ; কিন্তু পল্লীর স্থূলত্বকে বিশ্লেষণ আর রঞ্জিত করিয়া মর্ম্মের উপভোগ্য যে জিনিষে পরিণত করা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্ম। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এই প্রয়াণ মানুষের মনের প্রকাশোন্মুখতার অবতরণ না অধিরোহণ ! কল্পনাগত

অনুবর্ণনায় আবেষ্টন আর মোহের সৃষ্টি করিয়া কবি ভুল করিয়াছেন—না বুঝিয়া তাঁরা তার সর্ব্বাঙ্গে শব্দের চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন···

চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই পশ্চিমে একটু মেঘ দেখা দিল—

বলিলাম,—পিসিমা, মেঘ কর্‌ছে।

—তোর দেশলাইটে দে ত'। বলিয়া পিসিমা বলিলেন,—এই ত' মেঘের সময় এল। আর কিছুতেই ভয় নেই—মেঘ আর আগুন করেই ত' যত ভয়।

মেঘ বাড়িতেছে দেখা গেল—

পিসিমা ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—

আমি বলিলাম,—এ-বেলা আর বেঁধ' না, পিসিমা। তাড়াতাড়ি উনুন্ জ্বেলে দুধটা ঘন করে আউটে নেও—চিঁড়ে দিয়ে দিব্যি হবে। যাও···আমি তোমার ডালা-কুলো ঘটি-বাটি তুল্‌ছি।

—তোল্। বলিয়া পিসিমা তাঁর রান্নাঘরের দিকে গেলেন; বলিলেন,—কোথায় কোন্‌টা উড়িয়ে নিয়ে ফেল্‌বে ঝড়ে, আর খুঁজে পাব না।

অল্পই জিনিষ—

জিনিষগুলি ঘরে তুলিয়া আবার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম···

এখানকার মেঘ-সঞ্চারও দেখিবার জিনিষ···মেঘ ধীরে ধীরে বাড়ে, অতি দ্রুত বাড়ে, ঝড় মুখে করিয়া বাড়ে; আকাশে মেঘ থম্‌কিয়া থাকে···নিশ্চল বাতাসে গাত্রে দাহ জন্মে—শঙ্কা ঘনায়·· এ-সব অনুভব করিতাম, চোখে দেখি নাই···

কিন্তু চৈত্রের এই অকাল মেঘ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—

যেন তেমন ইচ্ছা নাই, কে ঠেলিয়া পাঠাইতেছে।···পাখীরা তীরের মত ছুটিতেছে···

পিসিমা আমার চায়ের জল নামাইয়া দিয়া ভাতের জল চাপাইয়া দিলেন—

বাতাস মন্থর আর পাখীর কলরব নীরব হইয়া আসিতে লাগিল··· সন্ধ্যার ছায়ার উপর অলক্ষ্যে আর একটা চঞ্চল অন্ধকার বাড়িতে লাগিল···

পিসিমা বলিলেন,—বিবক্ত কত !···খাওয়া-দাওয়া তোব ভাল হ'চ্ছে না রে নানা উৎপাতে।

আমি হাসিয়া বলিলাম যে,—চা ত' ঠিকই হ'চ্ছে।···আমার খুব ফুর্ত্তি হ'চ্ছে, পিসিমা—মেঘ লাগা আগে দেখি নাই ভাল করে', আজ দেখ্‌লাম।

বিদ্যুৎস্ফুবণ তখনও সুরু হয় নাই—

কিন্তু যখন হইল তখন তাহার পশ্চাতে একটিমাত্র ধ্বনিতেই আকাশ ভরিয়া গেল—মাটি কাঁপিয়া উঠিল···

বলিলাম,—পিসিমা, তোমার উনুনে জল ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এস ; মেঘ আর আগুনকে তোমাব ভয়—দু'টোকে একসঙ্গে হ'তে দিও না।

কিন্তু পিসিমার উনুন তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে ; বলিলেন, —ঝড়ের দেরী আছে ; আমি মেঘ চিনি।

আমি গভীরভাবে বলিলাম,—এখানকার মানুষ মেঘ, বাতাস, আকাশ, মাটি, কাউকে চেনে না। চেনা অবশ্য একদিনে যায় না,

কিন্তু চিন্‌তে তার চেষ্টা নাই...এত সমারোহ বৃথাই গেল। বলিয়া চায়েব কাপ্ কি করিয়া শেষ করিলাম তাহা আমিই জানি।

পিসিমা বলিলেন,—আব দেবী নেই।...বুঝিলাম, পিসিমা যে-কোনো প্রকারে চা'ল ক'টি সিদ্ধ করিয়া নামাইবার চেষ্টায় হাঁস্‌ফাঁস্ করিতেছেন...

পশ্চিমের মেঘে লাল আভা ফুটিয়াছিল—তাহার উপর ধূসর একটা আবরণ দেখা দিল...

একটা ঝটাপটির শব্দ উঠিল—বোধ হইল বহু দূবে...

পিসিমা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিলেন; হাসিয়া বলিলেন,—ভাত খাওয়া তোব হ'ল না রে এ-বেলা, তোর কথাই ফল্‌ল'...উনুনে জল ঢেলে' দিয়ে এলাম। বলিয়া পিসিমা সে-ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তুলসীতলার প্রদীপটা জ্বালিয়া দিলেন...

তারপর আমাকে লইয়া যখন "বড় ঘরে" আসিলেন, ঝড় তখন সুরু হইয়া গেছে ..

নিস্তব্ধ নির্ব্বিবোধ পল্লীতে এক নিমেষেই আলোড়নের প্রচুর শব্দ উৎপন্ন হইল—পল্লীর অপবিত্রতা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেই যেন পবনদেব ঝাঁটাইতে সুরু করিয়া দিলেন। ·

ভাতের পরিবর্ত্তে দুধ, চিঁড়ে, মিষ্টি আমার সম্মুখে দিয়া পিসিমার আপ্‌শোষ এবং তাহা আহার করিয়া আমার তৃপ্তির মাঝে সেদিনের দিনের কাজ শেষ হইল।...

সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, ঝড় নাই, পিসিমা উঠিয়া গেছেন, এবং তাঁহার শয্যার অর্থাৎ কাঠের সিন্দুকটার পার্শ্বস্থ একটি গহ্বরপথে প্রচুর দিবালোক প্রবেশ করিতেছে...

বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াই মনে পড়িল, এ গহ্বর পূর্ব্বে ছিল না—

"পিসিমা" বলিয়া ডাক দিয়া যখন সিঁদের মুখের কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম তখন ঘুমের আলস্য নাই; দেখিলাম, মানুষ প্রবেশের চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে...

পিসিমা দৌড়াইয়া আসিলেন—

এবং সিঁদ দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—এ সেই দ্বারিক-ঠাকুরের কাজ, সে চোরের ভাঁড়ারী! দেখ, কি নিয়েছে।

দেখিলাম, লইয়াছে আমারই জিনিষগুলি বাছিয়া বাছিয়া—অতিরিক্ত কাপড়-জামাসহ আমার ব্যাগ্‌টা, রাগ্‌খানা, ফর্সা ধুতিখানা, জুতা জোড়া সার্ট আর কোট্, এবং তার পকেটস্থ দ্রব্যগুলি: ঘড়িটা, ফাউণ্টেন পেনটা; কেবল আমার পরিধানের কাপড়খানা খুলিয়া লইয়া যায় নাই...

পিসিমা ললাটে করাঘাত করিলেন না, অবাক্ হইয়া রহিলেন...

ঠাকুর বলিয়া গিয়াছিলেন: বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না।—চিনিয়া আমিও অবাক্ হইয়া রহিলাম।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন—তারই কাজ। আমি তাকে বাবা বাবা করে' এতদিন বেঁচে গেছি—তুই তাকে চটিয়ে দিয়ে এই কাজ করালি!...দু'শো সিঁদেল তার হাতে। এখন উপায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—তোমার আর একবার তাঁকে বাবা বলে'

ডাকা ; আর আমার আর একবার তাঁকে প্রণাম করা—আড়াই হাত দূর থেকে।...থানা কোথায় ?

—সে ভরসা ক'রো না ; সব টাকার বশ।

...হঠাৎ আমার কান্না পাইতে লাগিল—অর্থহানির জন্য নহে, স্থানত্যাগ করিবার উপায় রাখে নাই বলিয়া নহে, কিন্তু কি কারণে তাহাও ঠিক বলিতে পারি না...অন্ধকার সে-যন্ত্রণার পরিমাণ ব্যক্ত করিতেও আমি পারি না—কোথায় ঘা লাগিয়াছে তাহাও ঠিক্ জানি না।

তারপর যাহা ঘটিল তাহা ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত। বাড়ীর সমুদয় বাক্স হাতড়াইয়া পুরাতন ছাঁটের এবং ছিটের একটা কোট্ বাহির করিলাম—বোধ হয় বাবার গায়ের ; তাহারই পিঠ্‌টা একটু মেরামত করিয়া লইয়া খালি পায়ে পাঁচ মাইল দূরে টেলিগ্রাম অফিসে যাইয়া দু'জনের যাইবার খরচ আনাইলাম—

কিন্তু পিসিমা দে[illegible]লেন।

সমাপ্ত